



আপনার জিজ্ঞাসা। জয়নুল আবেদীন আজাদের উপস্থাপনায় এনটিভির জনপ্রিয় এ অনুষ্ঠানে দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশিষ্ট আলেম ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আপনাদের সুবিধার জন্যে নিয়ে এলাম পিডিএফ আকারে নিয়ে এলাম। পরিচালনায় আমি রাসিকুল ইসলাম (ভারত) Whatsapp No- 9775094205 my web

<https://sarolpoth.blogspot.com/> <https://salafimp3.blogspot.com/> Only

mn3websites

প্রশ্ন : ০১, মহিলাদের মাহরাম কে কে হতে পারবে? Q & answer 1 to 306

উত্তর : মহিলাদের মাহরাম ইসলামী শরিয়তের মধ্যে সুনির্দিষ্ট। মাহরাম আরবি শব্দ, হারাম শব্দ থেকে এসেছে। যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম এবং দেখা করা বা দেখা দেওয়া জায়েজ তারাই মাহরাম। আপনার ভাই, বাবা, আপনার আপন বোনের ছেলে, দাদা নানা, চাচা, এই সারির যারা আছে তারাই মাহরাম। এ সম্পর্কে সুরা নিসার মধ্যে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তর প্রদানে ডঃ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি performer/পরিচালনায় rasikulindia

প্রশ্ন : ০২ আমার বাবা মারা গেছেন চার বছর আগে। উনি জীবিত অবস্থায় নামাজ, রোজার ব্যাপারে খুব উদাসীন ছিলেন। এখন তার রোজার কাফফারা হিসাবে আমরা কী করতে পারি?

উত্তর : ০৩, তিনি নামাজ, রোজা করতেন না, এই ধরনের কথা নিজের বাবার ব্যাপারে না বলাই উত্তম। প্রশ্নটি অন্যভাবে করাও উত্তম ছিল। আর তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে যে কাজটি করেছেন তা ভয়ঙ্কর অপরাধ। এর জন্য আপনারা বেশি বেশি করে তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন। নেক সন্তানের দায়িত্ব হলো তারা তাদের মা-বাবার জন্য দোয়া করবেন।

উত্তর প্রদানে ডঃ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি performer/পরিচালনায় rasikulindia

প্রশ্ন :০৪, আমি যখন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাব তখন কি আমি তারাবির কসর আদায় করব?

উত্তর: তারাবির মধ্যে কোনো কসর নেই। এটি নফর সালাত। এই সালাত আদায় করলে আপনি কমও আদায় করতে পারবেন। দুই রাকাত, দুই রাকাত করে আপনি যথাসম্ভব আদায় করবেন। যদি কোনো ব্যস্ততা না থাকে, তাহলে ২০ রাকাত আদায় করতে পারবেন। এর জন্য কোনো কসর নেই।

প্রশ্ন :০৫, যদি আমরা অসতর্কতায় কবির গুনাহ করে ফেলি, তাহলে আল্লাহর কাছে কীভাবে তওবা করতে হবে এবং কোন দোয়া পড়ে তওবা করতে হবে?

উত্তর: আপনি হয়তো মনে করেছেন যে, তওবা কিছু বলার নাম বা দোয়ার নাম। তওবা কিছু বলা বা দোয়ার নাম নয়। তওবা হচ্ছে কাজের নাম। কাজটা হচ্ছে, যে গুনাহ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা। তওবার শাব্দিক অর্থ হলো, প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং, যদি তিনি গুনাহ থেকে ফিরে না আসেন আর কোনো দোয়া এক লাখ বার পড়েন, তাহলেও এই দোয়ার কোনো মূল্য নেই।

তওবার পদ্ধতি হচ্ছে, আপনি অনুতপ্ত হবেন, তারপর গুনাহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসবেন। গুনাহের জন্য আপনার যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা পূরণের জন্য আরও কিছু নফল ইবাদত করবেন।

এখানে নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই। তওবার সঙ্গে আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা জড়িত। ‘আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াতুবু ইলাইহি’ এটা পড়তে পারেন। স্যাইয়েদুল ইস্তেগফারসহ যত ইস্তেগফারের আছে সেগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন। এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই।

প্রশ্ন :০৬, মানুষের হাতের রেখা দেখে কি বোঝা যায় তার ভবিষ্যতের দিনগুলো কেমন হবে? হাতের রেখা বলে দেবে তার কোন ধরনের অসুখ হবে, এই গণনা বিশ্বাস করলে কি তাদের ইমান চলে যাবে?

উত্তর: হাতের রেখা গণনা পদ্ধতি হচ্ছে, ইসলামী শরিয়তের মধ্যে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। এটি হারাম, কুফুরি এবং এর মাধ্যমে ইসলামী শরিয়ত থেকে বেরিয়ে যাবেন। যদি কেউ এই কাজটি করেন বা বিশ্বাস করেন অথবা এই কাজ যারা করেন এবং তাদের কাছে যান, তাহলে নবী করিম (সা.) বলেছেন, সে মহানবী (সা.) থেকে যা আবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করল এবং

তাঁর সঙ্গে কুফুরি করল। অনেকে এই হাদসটিকে সহিহ বলেছেন, যদি কেউ গণকের কাছে আসে, তাকে সত্য মিথ্যা কোনোটাই মনে না করে, তাহলেও আল্লাহ তার ইবাদত ৪০ দিন পর্যন্ত কবুল করবেন না। সুতরাং, এটি কুফুরি চিন্তা এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

**প্রশ্ন :০৭, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রোজার দিনে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা ইফতারের ২০-২৫ মিনিট আগে ইনসুলিন নিতে পারবে কি?**

**উত্তর:** আপনাকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অবশ্যই ইফতারের কিছুক্ষণ আগে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীরা ইনসুলিন নিতে পারবেন। ইনসুলিন নিলে রোজা ভেঙে যায় না। এটা বিশুদ্ধ বক্তব্য। এটা নিয়ে আলেমদের গবেষণা রয়েছে—ইনসুলিন খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না। এটা হরমোন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এটাতে খাদ্যের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এর মধ্যে কোনো পুষ্টিগুণ নেই। এটাতে এমন কিছু নেই, যে এটা সরাসরি পাকস্থলিতে পৌঁছে যাবে। যেই জিনিসগুলো সরাসরি পাকস্থলিতে যাচ্ছে না, সেগুলো যদি মানুষ অসুস্থতার কারণে বা ওজনের কারণে গ্রহণ করেন তাহলে সমস্যা নেই। কারণ ইনসুলিন যিনি নিচ্ছেন তিনি তো খুশি হয়ে আনন্দের সঙ্গে নিচ্ছেন না। ব্যাপারটা তেমন না। তাঁকে তো বাধ্য হয়ে ইনসুলিন নিতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বলব, ইনসুলিন নিলে তাঁর রোজা নষ্ট হবে না। এটা বিশুদ্ধ বক্তব্য।

**প্রশ্ন :০৮, মোবাইল ফোনে বা টিভিতে যদি ওয়াজ বা খবর শুনি, সেখানে যদি সালাম দেয়, তাহলে কি সালামের জবাব দিতে হবে?**

**উত্তর :** এটা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ কোনো ব্যক্তি আপনাকে সালাম দেয়নি। কিন্তু যদি আপনি এই সালামের জবাব দেন, তাহলে আপনি এর সওয়াব পেয়ে যাবেন। এই ফজিলত থেকে আপনি কেন নিজেকে বাদ দেবেন। তাই সালামের জবাবের জন্য নবী করিম (সা.) যে দশ নেকির কথা বলাছেন, তা আপনি পেয়ে যাবেন। উত্তর প্রদানে ডঃ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি performer/পরিচালনায় rasikulindia

**প্রশ্ন :০৯, কবর জিয়ারতের সময় সামনে রেখে জিয়ারত করা যাবে কি?**

**উত্তর :** কবর সামনে রেখে দোয়া করা জায়েজ রয়েছে। কেবলমুখী হয়ে দোয়া করা জায়েজ রয়েছে। দোয়া আল্লাহর কাছে করতে হবে, কবরবাসীর কাছে না। সুতরাং, কবরস্থ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। এতে কবর সামনে থাকলেও কোনো ধরনের নিষেধ নেই।

**প্রশ্ন :১০, কোনো মানুষ তার জীবদশায় তার শরীরের অঙ্গসমূহ কোনো অজানা মানুষের জন্য দান করে যেতে পারবেন? শুনেছি একজন মানুষ তার শরীরের ৯টা অঙ্গ দান করতে পারবেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা কতটা জায়েজ?**

**উত্তর :** কোনো অজানা মানুষের জন্য তার জীবদশায় শরীরের অঙ্গ প্রদান করা হারাম। সুতরাং এই কাজটি যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তিনি আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর অবাধ্যতায় হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কাছে আমানত। তিনি ইচ্ছামতো এই আমানত ব্যবহার করতে পারবেন না। শরীরের কোনো অঙ্গ যেমনিভাবে বিক্রি করা জায়েজ নেই, তেমনিভাবে দান করাও জায়েজ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কারণ প্রমাণিত না হবে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের জন্য মর্যাদাপূর্ণ।

**প্রশ্ন :১১, মৃত স্বামীর জন্য কীভাবে দোয়া ও সদকা করলে আল্লাহ খুশি হবেন, স্বামীকে মাফ করবেন?**

**উত্তর :** দোয়ার জন্য কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই। দোয়া করতে হলে মসজিদের হুজুর, আলেম, খাওয়ার ব্যবস্থা করা, দোয়া করার এগুলো কোনো আয়োজনের দরকার নেই। দোয়া করা খুবই সহজ। আপনি সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইবেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) যেগুলো শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো জানলে ভালো, আর না জানলে আপনি যা জানেন তা দিয়ে দোয়া করবেন। তার পক্ষ থেকে সদকা করতে পারেন, দান করতে পারেন, এতিম মিসকিনদের খাওয়াতে পারবেন। এগুলো তার আমলনামায় যোগ হবে।

**প্রশ্ন :১২, জোহরের চার রাকাত সুন্নত নামাজ কোনো কারণবশত দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়া যাবে কি?**

**উত্তর :** পড়া যাবে এবং এভাবে পড়াই হলো উত্তম। দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করলে সুন্নতের যতটুকু পরিপূর্ণতা দেওয়া দরকার আপনি ততটুকু পরিপূর্ণতা দিতে পারবেন। নবী করিম (সা.)-এর নির্দেশনা হচ্ছে, দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করা। সেটা রাতের নামাজ হোক আর দিনের নামাজ হোক। কেউ যদি চার রাকাত এক সঙ্গে পড়েন, তাহলে এভাবে পড়াও আমাদের জন্য জায়েজ রয়েছে।

**প্রশ্ন :১৩, আমরা তো জানি কবর পাকা করা হারাম। কিন্তু কবর যেন বিলুপ্ত না হয়, সে জন্য কবর সংরক্ষণ করা জায়েজ আছে কিনা? যেমন – কবরে নাম লেখা, জন্মতারিখ, মৃত্যুতারিখ এসব লেখার কোনো বিধান আছে কি?**

**উত্তর :** নাহ, কবরে নাম লেখা, জন্মতারিখ, মৃত্যুতারিখ এসব কিছুই লেখা জায়েজ নেই। কবরে যেকোনো কিছুই লেখা হারাম। উনি যেটা বলেছেন, পাকা করা যেমন হারাম, ঠিক তেমনি কবরে লেখাও হারাম। তিনি আরেকটি কথা বলেছেন, কবর সংরক্ষণ করার। সংরক্ষণ বলতে

বোঝায়—কবর যেন ভেঙে না যায়, পশু এসে কিংবা খারাপ কোনো কিছু এসে যেন নোংরা করতে না পারে সে জন্য কবরকে ঘেরাও করে রাখা যেতে পারে। পুরো কবরকেই ঘেরাও করে রাখা যেতে পারে। অথবা কবরটাকে একটা চিহ্ন দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—কোনো পাথর দিয়ে বা একটা ইট দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেন কবর ঠিক থাকে। ভেঙে গেলে ফের কবর সমান করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবরের জন্য আলাদা কোনো ডেকোরেশন করার দরকার নেই।

➤ প্রশ্ন :১৪, করোনার মধ্যে লকডাউনে মসজিদে নামাজ পড়া নিয়ে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। এখন আমি কি মসজিদে না গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে জামাত করতে পারব?

✍ উত্তর : আপনাকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিতে ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে জামাতে সালাদ আদায় করতে পারবেন আপনি। বাসায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে জামাত করতে বাধা নেই। পরিস্থিতির কারণে যদি মসজিদে না গিয়ে ঘরে জামাত করেন তাহলে এটা আপনার জন্য জায়েজ আছে। কিন্তু পরিস্থিতিকে সুযোগ মনে করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ আপনার জন্য জামাত হচ্ছে বিধান। পরিস্থিতির কারণে হয়তো আপনাকে আপাতত জামাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে অথবা জামাত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনোভাবেই যেন বিনা কারণে আমরা যেন ঘরের মুসল্লি না হই। পরিস্থিতির সুযোগ যেন না নেই। সেটা আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

➤ প্রশ্ন :১৫, আমার কাছে অনেক রোগী আসে হাঁটুর ব্যাথা নিয়ে। আমি তাঁদের পরামর্শ দেই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার জন্য। এ ক্ষেত্রে অনেক হুজুর বলেন, চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। ইসলাম কী বলে?

✍ উত্তর : ধন্যবাদ আপনাকে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি। তিনি হাঁটু গেড়ে নিচে বসলে যদি তাঁর সমস্যা বা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তিনি সেটা করবেন না। সে ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে পড়তে পারবেন। যে কাজ করলে তাঁর ক্ষতি হবে সেটুকু তিনি করবেন না। আর যে কাজটুকু তিনি করতে পারবেন, সেটা তাঁকে করতে হবে। তিনি যদি দাঁড়াতে পারেন, তাহলে যেগুলো তিনি করতে পারবেন তাঁকে সেটা করতে হবে। যেমন- রুকু করতে পারলে রুকু করবেন। যদি কিয়াম করতে ক্ষতি না হয়, তাহলে কিয়াম করবেন। মানে যে কাজটি তাঁর দ্বারা সম্ভব সেটা অবশ্যই তাঁকে করতে হবে।

এখানে আমাদের একটা সমস্যা আছে। অনেকে মনে করেন, ডাক্তার আমাকে বলেছে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে, তাই চেয়ারে পড়ব। এখানে তিনি ডাক্তারের কথায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। ফলে সালাত সম্পর্কে মিসগাইড হয়ে যাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :১৬, আমরা জানি, সাত নামে শেয়ারে কুরবানি দেওয়া যায়। এখন ওই সাত নামের মধ্যে একজন যদি দুই নাম দেয়। এর মধ্যে এক নাম কুরবানির জন্য অন্যটি হলো আকিকার জন্য। এই দুই নাম একসঙ্গে দেওয়া জায়েজ কি না?**

**উত্তর :** প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু না, এভাবে হবে না। কারণ হচ্ছে, কুরবানির জন্য শেয়ারের বিধান দেওয়া হয়েছে। আকিকাতে আপনাকে শেয়ারের বিধান দেওয়া হয়নি। আকিকাতে কোনো শেয়ার করার জায়েজ নেই। এটা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়নি। আকিকা আপনার সামর্থ্য থাকলে দেবেন। না থাকলে আপনি আকিকা শেয়ার করতে যাবেন না। আর আকিকায় আপনার একটা প্রাণী জবাই করতে হবে। এটার বিধান হচ্ছে, একটা জানের নিরাপত্তার জন্য আপনাকে আরেকটি জান দিতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটা জান আকিকায় পরিপূর্ণভাবে জবাই দিতে হবে। আকিকার জন্য শেয়ারের কোনো রীতি নেই। তাই বলব, কুরবানির সঙ্গে শেয়ার করে আকিকা দেওয়া যাবে না। যদিও অনেক আলেমরা এর পক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়।

**প্রশ্ন :১৭, নামাজে দাঁড়ালে অনেক সময় আমার মনোযোগ অন্য দিকে চলে যায়। মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না। সেক্ষেত্রে কী করা উচিত? কোন আমল করলে নামাজে মনোযোগ রাখা যাবে?**

**উত্তর:** নামাজের গুরুত্বপূর্ণ আমল হল অজু। এক্ষেত্রে সবার আগে অজুর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অজুতে গড়বড় হলে মনোযোগ ছুটতে পারে। দ্বিতীয়ত সালাতে দাঁড়ানোর আগে তাড়াহুড়া করবেন না, ধীরেসুস্থে শুরু করবেন। তাড়াহুড়া করলেও মনোযোগ নষ্ট হয়। তৃতীয়ত হচ্ছে শয়তানের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর পথে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করবেন। চতুর্থ বিষয় হল, সালাতে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সালাতের বিষয়-বস্তুর দিকে মনোযোগ দেবেন। আপনি কী পড়ছেন, না পড়ছেন সেসব দেখবেন। তাহলে আন্তে আন্তে নামাজে মনোযোগ চলে আসবে।

**প্রশ্ন :১৮, আমি অমুসলিম থেকে ১৯৮৭ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এখন নামাজ-রোজা করছি। সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু, আমার সন্তান আমার কথা শোনে না। সে নামাজ পড়ে, কিন্তু আমার কথা মানে না। এ ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?**

**উত্তর:** ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। এ ক্ষেত্রে প্রথমত বলব, আপনি বেশি বেশি দোয়া করবেন। সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। এটা আপনার প্রথম কাজ। সন্তানদের অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখুন। দেখা যায়, সে খারাপ কারও সঙ্গে মিশছে, তাই পিতামাতার কথা শুনছে না। সে ক্ষেত্রে যেভাবে পারেন খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। এখন হয়তো কথা শুনছে না, পরে আরও অব্যাহত হয়ে যাবে। পরিকল্পনা করেই বোঝাবেন। দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলো করবেন। সে যাদের সঙ্গে মিশছে, তারা ভালো নয়, না হলে সে এরকম চেতনা পেত না। এজন্য তাদের থেকে দূরে রাখুন। সন্তানদের যে সময় যে শিক্ষা দেওয়া উচিত সেই শিক্ষা দিতে আমাদের অনেকের ত্রুটি থাকে। তাই পরে আমরা এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই। যেগুলো আমাদের শুরুতে করার কথা ছিল, সেগুলো আমরা শেখাতে পারিনি। তাই সন্তানকে নীতিগত শিক্ষা দিন।

**প্রশ্ন :১৯, আমার প্রশ্ন হলো, কোনো মৃত মানুষের মৃত্যুবার্ষিকীতে কুরআন খতম করার কোনো বিধান আছে কিনা?**

**উত্তর:** আপনার প্রশ্নটা আসলে ঠিক হয়নি। আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা জায়েজ আছে নাকি। কিন্তু আপনি প্রশ্ন করেছেন মৃত্যুবার্ষিকীতে কুরআন খতম করা জায়েজ কিনা? এই প্রশ্ন তো তখন আসবে যখন মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যাবে। মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কোনো বিধানই ইসলামে নেই।

কারণ তাহলে তো আপনার সারাজীবনই মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে হবে। আপনার আত্মীয় স্বজনের জন্য মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে করতেই আপনি শেষ হয়ে যাবেন। তাই ইসলামে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার বিধান দেয়নি। মৃত্যুবার্ষিকী বলতে কিছুই নেই। তিনি যেদিন মারা গেছেন সেদিনই শেষ হয়ে গেছেন। যদি আপনাদের তার জন্য কিছু করতে হয় তাহলে দোয়া করেন। তবে ওইদিনই বিশেষ করে কুরআন খতম করার বা কিছু করার বিধান নেই। আপনি কুরআন পড়ে সবসময় দোয়া করতে পারেন। ওইদিনই আপনার কুরআন খতম করতে হবে কেন? ইসলাম মৃত্যুবার্ষিকীর কোনো অনুমোদন দেয়নি।

**প্রশ্ন :২০, রোজা থাকা অবস্থায় মুখে কি ক্রিম ব্যবহার করতে পারব?**

**উত্তর:** হ্যাঁ, ক্রিম, আতর বা তেল আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। রোজা থাকা অবস্থায় মুখে ক্রিম দেওয়া জায়েজ রয়েছে। এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না।

**প্রশ্ন :২১, তারাবির সালাতে শেষ করে আবার যখন নতুন করে আরম্ভ করব, তখন আল্লাহ্ আকবার বলার পরে কি আবার সানা পড়তে হবে?**

**উত্তর:** হ্যাঁ, সানা অবশ্যই পড়তে হবে। এটাকে আপনি সানা নাম দিয়েছেন। এটা হচ্ছে, সালাত শুরুর দোয়া। এটাকে কেউ বলেছেন সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, কেউ বলেছেন সুন্নাহ, গুটি কয়েক ওলামায়ে কেরাম এটাকে ওয়াজিবও বলেছেন। সুতরাং, এটাকে কোনোভাবেই গুরুত্বহীন মনে করার সুযোগ নেই।

**প্রশ্ন :২২, যে কাঠি নাকে দিয়ে করোনা টেস্ট করা হয়, সেটা নাকে দিলে কি রোজা ভেঙে যাবে?**

**উত্তর:** নাকে যে কাঠিটা দিয়ে করোনা টেস্ট করা হয়ে থাকে, এতে সিয়াম নষ্ট হবে না। এতে নাকের ভিতরে কোনো কিছু প্রবেশ করানো হচ্ছে না, শুধু নাক থেকে সামান্য কিছু বের করা হচ্ছে। শরীর থেকে কোনো কিছু বের হয়ে গেলে সিয়াম নষ্ট হয় না।

**প্রশ্ন :২৩, আমরা রোজা রেখে অনেক সময় টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করি। যেহেতু টুথপেস্ট মিষ্টিজাতীয়, এতে আমার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে কি?**

**উত্তর:** না, এতে সিয়ামের ক্ষতি হবে না। টুথপেস্ট ব্যবহার করলে এটা মাকরুহ হবে কি না, একদল ওলামায়ে কেরাম দ্বিমত করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে, মাকরুহ হবে না। কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন এটা মাকরুহ হবে, যেহেতু এর ভেতর স্বাদ আছে। এ স্বাদ জিহ্বায় লাগলে অবশ্যই অনুধাবন করা যায়। এ কারণে এটাকে মাকরুহ বলেছেন। কেউ যদি সেহরি করার পর ব্রাশ করে নেন, তাহলে আর রোজা রেখে দিনের বেলায় টুথপেস্ট ব্যবহার করে ব্রাশ করার প্রয়োজন হবে না, শুধু নরমাল ব্রাশ করে নিলেই হবে।

**প্রশ্ন :২৪, কান ও চোখের হেফাজতের উপায় কী?**

**উত্তর :** চোখের হেফাজত হচ্ছে, যে দৃষ্টি আল্লাহ হারাম করেছেন, যে দৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা রয়েছে, যে দৃষ্টির মধ্যে খেয়ানত রয়েছে, এই তিন প্রকার দৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন।

কানের হেফাজত হচ্ছে, কানকে যে কথাগুলো ইসলাম হারাম করেছে, যা শোনা ইসলামে নিষিদ্ধ আর যা শুনলে আপনি ইমান এবং কুফুরির মধ্যে অনিশ্চিত হয়ে যাবেন বা ইমান থেকে দূরে সরে যাবে এগুলো শোনা থেকে আপনি আপনার কানকে পরিপূর্ণরূপে দূরে রাখবেন। এই দুটি হেফাজতের কাজ বান্দাদের জন্য অপরিহার্য। কানের চেয়ে চোখের হেফাজতের বিষয়টি কঠিন। তাই যেসব জায়গায় ফেতনার অশঙ্কা আছে, সেখান থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন।

প্রশ্ন :২৫, তারাবির নামাজ না পড়লে কি রোজা হবে না?

উত্তর : তারাবির নামাজ না পড়লে রোজা হয়ে যাবে। তারাবির সালাত নফল সালাত হওয়ার পরও এর ফজিলত এত বেশি যে, রমজান মাসে ফরজ সিয়াম পালন করার যে মর্যাদা সেই মর্যাদা রমজান মাসে তারাবির সালাতে রয়েছে। যদিও তারাবির সালাত আদায় না করলেও সিয়াম হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন :২৬, সদকাতুল ফিতর কাদের দিতে হবে?

উত্তর : সদকাতুল ফিতরের খাত হচ্ছে, ফকির ও মিসকিনরা। এই বিষয়ে আলেমদের দ্বিমত থাকলেও বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, যেটা রাসুল (সা.)-এর হাদিসের মধ্যে রয়েছে, এটি শুধু ফকির এবং মিসকিনদের জন্য।

প্রশ্ন :২৭, আমি তিন বছর চুক্তি করে দোকান ভাড়া দিয়েছিলাম। এটার জামানত হিসাবে আমাকে জমা দিয়েছিল তিন লাখ টাকা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই জামানতের তিন লাখ টাকার জাকাত আমাকে কি দিতে হবে?

উত্তর : এই টাকাটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনাকে এটা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এই টাকার জাকাত আপনাকে দিতে হবে, যদি এক বছর আপনার কাছে এই টাকা থাকে।

প্রশ্ন :২৮, রমজান মাসে যদি কেউ নফল সালাত আদায় করে, তাহলে সে ফরজ সালাতের সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ফরজ সালাত আদায় করে তাহলে সে ৭০টি ফরজ সালাত আদায়ের সওয়াব পাবে। এই হাদিসটি কি সহিহ?

উত্তর : এই মর্মে যে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমরা জানি যে রমজান মাসে বা অন্যান্য সময় আল্লাহ বান্দার ইবাদতগুলোকে ১০ গুণ

থেকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। তাই রমজান মাসের ইবাদতকে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর এই সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি রাসুল (সা.) হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন :২৯, আমরা তো রোজা রাখি। রোজা রেখে টিভিতে নাটক এবং সিনেমা দেখি। এতে কি রোজার কোনো সমস্যা হবে? অনেকে তো ফেসবুক চালায়, সেখানে অনেক কিছুই দেখা হয়। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : এই ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। রোজা রাখেন নাটকও দেখেন, সিনেমাও দেখেন, ফেসবুকও দেখেন, টেলিভিশনও দেখেন। সিয়ামের সঙ্গে মূলত প্রকৃত সিয়াম যেটি সেটি তিনি পালন করছেন না। সহজ সিয়াম হচ্ছে, পানাহার থেকে বিরত থাকা, এটাকে উপবাস বলে। তিনি উপবাস থাকছেন, কিন্তু সিয়াম পালন করছেন না। সিয়াম হচ্ছে, বিরত থাকা এবং সর্বপ্রথম বিরত থাকা হচ্ছে হারাম থেকে। হারাম থেকে বিরত না থেকে আপনি শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকছেন। এটি অপ্রয়োজনীয় সিয়াম। এতে সামান্যতম ফায়দা বা ফজিলত লাভ করতে পারবেন না। এ জন্য রোজা রেখে যারা এসব কাজ করছেন, তাঁরা অপ্রয়োজনীয় সিয়াম পালন করছেন, সিয়ামের কোনো সওয়াব তাঁরা লাভ করতে পারবেন না। রোজা রাখাটা সম্পূর্ণ বিরত থাকার নাম। সুতরাং প্রথমেই হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যে কাজটি করছেন আসলে খুবই গর্হিত কাজ।

এখানে একটি বিষয় আসতে পারে। সেটি হলো টেলিভিশনে আপনি কী দেখছেন? আপনি আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট করেছেন তিনি নাটক, সিনেমা দেখছেন। টেলিভিশনে যদি হারাম কিছু না দেখেন তাহলে টিভি দেখাটা নাজায়েজ নয়। তবে আপনি আপনার প্রশ্নে বুঝিয়েছেন, আপনি সিয়ামের নৈতিক যেই দাবি রয়েছে সেই দাবি পূরণ করছেন না। এর মাধ্যমে সিয়ামকে বিনষ্ট করে বা ক্ষতি করে এই ধরনের কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

প্রশ্ন :৩০, কবর বা কফিনে কি ফুল দেওয়া যাবে?

উত্তর : কবর বা কফিনে ফুল দেওয়া জায়েজ নেই। এটা হারাম পর্যায়ে যেতে পারে আবার শিরকের পর্যায়েও যেতে পারে। এটা নির্ভর করবে এর সঙ্গে আমাদের আকিদাগত কী সম্পর্ক। এটা অন্য সংস্কৃতি থেকে এসেছে। এটা কোনোভাবেই ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত বিষয় নয়।

প্রশ্ন :৩১, আমরা যারা করোনার টিকা নিলাম তাদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ পড়েছে রমজান মাসে। কেউ বলছে রোজা রেখে টিকা নেওয়া যাবে, আবার কেউ বলছে রোজা রেখে টিকা নেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত আমরা জানতে চাই?

**উত্তর :** বর্তমানে এই বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতোবিরোধ আছে। আলেমগণ এখানে যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন টিকা নেওয়া যাবে আর যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে টিকা নেওয়া যাবে না। এখানে বোঝার বিষয় হলো, এই টিকা খাবারের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে কি না। কিন্তু আমরা যদি খুব বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, টিকার মধ্যে খাবারের কোনো উপাদান নেই। এই টিকার ডোজ খুবই স্বল্প এবং এটা কোনোভাবেই তার পাকস্থলীতে পৌঁছায় না। বরং এটা শুধু রক্তে পৌঁছে। রোজা রেখে এই ধরনের টিকা নিলেও তার সিয়াম নষ্ট হবে না। রোজা রেখে তিনি টিকা নিতে পারবেন।

**প্রশ্ন : ৩২, মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ না করে কয়েকজন মিলে ঘরে জমামাত করলে কি পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে? আগে থেকে মসজিদের জামাত তরফের গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে?**

**উত্তর :** আপনি সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। মসজিদের জামাত তরফ করে ঘরে জামাত করা, এটা কখনো কখনো মুনাফিকি হতে পারে, আবার কখনো মসজিদের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হতে পারে। এটা ইসলামী শরিয়তের মধ্যে হারাম এবং কুফুরি। মসজিদের জামাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যদি কেউ এই কাজটি করেন, তাহলে এটি জায়েজ হবে না। অলসতার কারণে যদি জামাতে না যান, তাহলে এই কাজটি মুনাফিকি হবে। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন, তারা জামাতে অংশগ্রহণ না করার জন্য বিভিন্ন বাহানা খোঁজে। তাই এই কাজটি তখন মুনাফিকি হবে। যদি সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকে আর ইসলামী শরিয়ত অনুমোদন দেয়। যেমন : বর্তমান পরিস্থিতি করোনা, অতিবৃষ্টি, বন্যা বা পথের ভয় ইত্যাদি ওজরের কারণে যদি তিনি জামাতে অংশ গ্রহণ না করেন এবং ঘরে জামাত আদায় করেন, তাহলে সালাত হয়ে যাবে এবং তিনি জামাতের ফজিলত পাবেন।

**প্রশ্ন : ৩৩, আমার কিছু সিয়াম কাজা হয়েছে। এখন রমজানের রোজা ব্যতিত অন্য রোজা রাখতে পারি না। এখন যদি প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখি, তাহলে কি আমার কাজা রোজা কবুল হবে? আমি আরাফার সিয়াম, সাওয়ালের মাসের ছয় সিয়াম ও মহররমের সিয়াম পালন করে থাকি।**

**উত্তর :** কী কারণে আপনি সিয়াম কাজা করেছেন, তা উল্লেখ করলে মাসায়ালা দেওয়া আমাদের জন্য সহজ হতো। প্রতি বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করলে আপনার যে সিয়াম আদায়

করেননি, তা আদায় হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে আপনি আরাফার সিয়াম, সাওয়ালের ছয় সিয়াম বা মহররমের সিয়াম পালন করেন, তাহলে এগুলো যে ফজিলত আছে সেগুলো আপনি পেয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :৩৪, কেউ কষ্ট দিয়ে কথা বললে তার নাম উল্লেখ না করে কাউকে শেয়ার করলে কি সেটা গিবত হবে?**

**উত্তর :** নাম উল্লেখ না করলে গিবত হবে না। আর নাম উল্লেখ করে যদি বিষয়টি শেয়ার করা হয়, তাহলে এটি দোষ নয়। এই ব্যক্তি আমার সঙ্গে এই রকম আচরণ করেছে, ঠিক এই পর্যন্ত বললে এটা গিবত হবে না। এটাতে তার দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে না। যেটা সে করেছে, সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

**প্রশ্ন :৩৫, বিয়ের আগে আংটি পরানো কি ইসলাম সম্মত?**

**উত্তর :** আংটি পরানোর মাসয়ালাটি ইসলামী শরিয়তের মধ্যে একেবারেই নতুন। এটা খ্রিস্টানদের কাছে থেকে এসেছে। ওলামায়ে কেরামরা এটাকে হারাম বলেছেন। এই কাজটি যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তা কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আংটি যদি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে এটি হারাম হওয়ার যুক্তি আমি দেখি না। আংটি পরানোর উদ্দেশ্য যদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা হয় আর এটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে আনা হয়, তাহলে এটি হারাম হবে। কারণ রাসুল (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, যে আমাদের ছাড়া অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ করল, সে তাদের উম্মতের আন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু যদি কেউ বউ দেখে আংটি দেন বা টাকা দেন হাদিয়া হিসেবে আর এটি যদি বৈবাহিক সম্পর্কে মধ্যে না আনা হয়, তাহলে এটি হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই।

**প্রশ্ন :৩৬, অনেকের মা-বাবার কবর অনেক দূরে। সেক্ষেত্রে কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়া লাগবে কি না?**

**উত্তর :** মা-বাবার দোয়া করার জন্য কবরস্থানে যাওয়া শর্ত নয়। ঘরে বসে দোয়া করলে যে কথা, কবরে গিয়ে দোয়া করলেও সেই কথা। দোয়া তো করবেন আল্লাহর কাছে। কবরে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে নিজের জন্য, কবর থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। যদি কোনো কারণে আপনি কবরের সেই জায়গায় যান, তাহলে আপনি তাদের কবর জিয়ারত করবেন। সেখানে আপনি নিজের অন্তরকে আল্লাহমুখী করতে পারবেন, আখেরাতমুখী করতে পারবেন।

প্রশ্ন :৩৭, রোজা অবস্থায় চোখে ড্রপ দেওয়া যাবে কি না, আর সাপোজিটরি ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, চোখে ড্রপ দিতে পারবেন। এই মর্মে শেখ শায়খ উল ইসলাম আহমেদ ইবনে হালিম (রা.) তাঁর ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, ‘এর মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে না। যদি কেউ চোখে, কানে অথবা নাকে ড্রপ দিয়ে থাকেন, তাহলে তার সিয়াম নষ্ট হবে না।’ কারণ হলো তিনি এটা খাবার হিসেবে ব্যবহার করেননি। আর ড্রপের মাত্রা এত সামান্য যে চোখের সামান্য কিছু অংশে এটি প্রবেশ করে থাকে। যেহেতু এটা ওষুধ, এর মাধ্যমে সিয়াম নষ্ট হবে না। এটা বিশুদ্ধ বক্তব্য।

সাপোজিটরি ব্যবহার করা, এটাও জায়েজ। যেহেতু এটা ওষুধ। ওষুধ হিসেবে যদি প্রয়োজন হয় তিনি ব্যবহার করবেন। এ ক্ষেত্রে সিয়াম নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন :৩৮, একজন মুসলিম শয়তানের ধোকায় পরে জেনে বুঝে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে মাবুদ মনে করে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে তওবা করে প্রত্যাবর্তন করেছে আল্লাহর দিকে। প্রশ্ন হলো, তার জীবনের আমল বরবাদ হলে সে তা ফিরে পাবেন কী করে?

উত্তর : ফিরে আসার সুযোগ হচ্ছে তওবা করা। আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, যে ব্যক্তি তওবা করে একেবারে খালেক দিলে ফিরে এলো, ইমান আনল এরপর নেক আমল করল, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তার গুনাহকে ভালো কাজে রূপান্তর করে দিতে পারেন। সুতরাং, তার এই প্রত্যাবর্তনকে আল্লাহ যদি গ্রহণ করেন, তাহলে তাকে আবার আগের ভালো কাজগুলো ফিরিয়ে দিতে পারেন। তাই যদি ফেরার মতো ফিরতে পারেন, তাহলে সবটাই ফিরে পাবেন।

প্রশ্ন :৩৯, রোজা রাখা অবস্থায় শরীরের ক্ষতে মলম লাগালে রোজার কি কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর : সিয়াম রাখা অবস্থায় কেউ যদি শরীরের ঘা বা কোনো ক্ষতের মধ্যে মলম ব্যবহার করেন, এতে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। সিয়াম নষ্ট হবে না বা সিয়াম মাকরুহ হবে না।

প্রশ্ন :৪০, কান ও চোখের হেফাজতের উপায় কী?

উত্তর : চোখের হেফাজত হচ্ছে, যে দৃষ্টি আল্লাহ হারাম করেছেন, যে দৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা রয়েছে, যে দৃষ্টির মধ্যে খেয়ানত রয়েছে, এই তিন প্রকার দৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন।

কানের হেফাজত হচ্ছে, কানকে যে কথাগুলো ইসলাম হারাম করেছে, যা শোনা ইসলামে নিষিদ্ধ আর যা শুনলে আপনি ইমান এবং কুফুরির মধ্যে অনিশ্চিত হয়ে যাবেন বা ইমান থেকে দূরে সরে যাবে এগুলো শোনা থেকে আপনি আপনার কানকে পরিপূর্ণরূপে দূরে রাখবেন। এই দুটি হেফাজতের কাজ বান্দাদের জন্য অপরিহার্য। কানের চেয়ে চোখের হেফাজতের বিষয়টি কঠিন। তাই যেসব জায়গায় ফেতনার অশঙ্কা আছে, সেখান থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন।

**প্রশ্ন :৪১, সালাতরত অবস্থায় কেউ এলে সালাত ছেড়ে দিয়ে কি দরজা খোলা যাবে? যদি তারা চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে কী করব?**

**উত্তর :** সালাতরত অবস্থায় যদি কেউ আসে এবং তার চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে সালাতরত অবস্থায় সালাত ছেড়ে দিয়ে নয় যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় দরজা খুলে দিয়ে আপনি আবার সালাত আদায় করবেন। যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দেবে এবং প্রয়োজনটা জরুরি হয় তখন ইসলাম এই ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে। সেটা সালাতরত অবস্থায় হলেও আপনি এই কাজটি করতে পারবেন। তাই দরজা খুলে দিয়ে আপনি সালাত আদায় করবেন। যদি খুব প্রয়োজন না হয়, হয়তো তখন আপনি তাশাহুদে আছেন, তাহলে সালাত শেষ করে আপনি দরজা খুলবেন।

**প্রশ্ন :৪২, বেশি বেশি করে সুরা ফাতিহা পড়ার বিশেষ কোনো ফজিলত আছে কি?**

**উত্তর :** সুরা ফাতিহার ফজিলত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং, যত বেশি বেশি পড়বেন তত ফজিলত পাবেন। সুরা ফাতিহার ব্যাপারে সরাসরি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এটি কোরআনের মৌলিক একটি বিষয়। বেশি বেশি করে যদি সুরা ফাতিহা পড়েন, তাহলে এর যে ফজিলত আছে সেটি পাবেন। আর এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়।

**প্রশ্ন :৪৩, কোনো জুয়েলারি দোকানে অমুসলিমদের জন্য ক্রস বিক্রি করা যাবে কি? সোনা ও রূপার ক্রস সংবলিত লকেট খ্রিস্টানরা কিনে থাকেন। আমার প্রশ্ন হলো, কোনো মুসলমান ভাই এগুলো বিক্রি করলে হালাল হবে কি?**

**উত্তর :** মুসলিমদের জন্য ক্রস বিক্রি করা জায়েজ নেই। মুসলিমরা ক্রস বিক্রি করবে না, যেহেতু আমাদের আকিদার সঙ্গে এগুলো সাংঘর্ষিক। সুতরাং, এই কাজটি তিনি করবেন না। কিন্তু যদি কোনো কারণে তিনি এই কাজটি করে ফেলেন, তাহলে তার এই উপার্জন হারাম হবে না।

কারণ, তিনি এখানে বস্তু বিক্রি করেছেন, আকিদা বিক্রি করেননি। তবে আকিদাগত দিক থেকে তার এই কাজটি শুদ্ধ নয়। তার এই বিভ্রান্তগত আকিদার কারণে তিনি হয়তো গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন :৪৪, মসজিদের বাক্সে দান করলে কতটা সওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর : দানের সওয়াবের বিষয়টি আল্লাহ সরাসরি হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন। এটাকে আল্লাহ সর্বনিম্ন দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন। আপনার দানের প্রক্রিয়া, আন্তরিকতা, এখলাস এবং দানের নিয়তের ওপর নির্ভর করে এটার ধাপ বৃদ্ধি পাবে। হতে পারে আপনি সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব পেতে পারেন। মসজিদে দান করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ।

প্রশ্ন :৪৫, বালেগ হওয়ার আগের গুনাহ কি মাফ হবে?

উত্তর : তিনি যদি গুনাহের কাজে লিপ্ত হন আর এই গুনাহ সম্পর্কে বোঝেন, তাহলে অবশ্যই তিনি গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন :৪৬, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা কি বৈধ? অনেক সময় স্বর্ণালংকার উপটৌকন হিসেবে পুরুষদের কাছে আসে, এই ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করে বিক্রি করা বা অন্যকে দেওয়া কি জায়েজ হবে?

উত্তর : পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। জায়েজ নেই। তাই পুরুষ স্বর্ণালংকার পরবে না। রাসুল (সা.) একদিন একহাতে স্বর্ণ ও অন্য হাতে রেশমি কাপড় নিয়ে বলেছেন, আমার পুরুষ উম্মতের জন্য এই দুটি জিনিস হারাম করা হয়েছে।

কিন্তু পুরুষকে যদি স্বর্ণ বা স্বর্ণ জাতীয় কিছু উপহার দেয়, তাহলে সেটা গ্রহণ করা জায়েজ। তিনি সেটা অন্যকে দিতে পারবেন, বিক্রি করতে পারবেন বা অন্য কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রশ্ন :৪৭, অনেকে দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু ঠিকমতো সিজদা দিতে না পারায় পুরো নামাজ দাঁড়িয়ে পড়েন শুধু সিজদা চেয়ারে বসে ইশারায় দেন, এটা কি ঠিক আছে?

উত্তর : তিনি যদি সিজদা দিতে অক্ষম হন তাহলে তিনি যেভাবে সিজদা দিতে সক্ষম হবেন সেভাবে সিজদা দেবেন। কাজটি যেভাবে করা তার সাথে কুলায় সেভাবে তিনি করতে পারবেন। এভাবে সালাত আদায় করা তার জন্য জায়েজ হবে। তবে আল্লাহ ভালো জানেন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে। কোনো কাজ কঠিন হলে আল্লাহ কাজটি সহজ করে দেন। বাকি একটু কষ্ট হয় সিজদা দিতে আর কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তিনি যদি মনে করেন আমি সিজদা দিতে পারব না, যদি এমনটি হয়, তাহলে সালাত হবে না।

প্রশ্ন :৪৮, হারাম স্বর্ণালংকারের ওপর কি জাকাত ওয়াজিব হবে? এগুলো হালাল করার উপায় কী? উল্লেখ্য, হারামের উৎস যৌতুক ও সরকারি বাজেট থেকে অর্থ আত্মসাৎ।

উত্তর : হারাম স্বর্ণালংকারের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তার মালিকানায থাকে, তাহলে জাকাত আদায় করতে হবে। আপনি যৌতুক এবং বাজেটের অর্থের কথা বলেছেন, এগুলো ফিরিয়ে দেওয়াই উত্তম। যৌতুক ফেরত দেওয়া আর সরকারি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়াই উত্তম। যদি ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবেন। জাকাত দিয়ে এটাকে হালাল করার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন :৪৯, মেয়েরা পড়াশোনা বা কাজের কারণে মা-বাবা থেকে দূরে থাকতে পারবে?

উত্তর : কাজের জন্য বা পড়াশোনার তাগিদে মা-বাবা থেকে দূরে থাকতে পারবে। এই ক্ষেত্রে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, ইসলামের নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে। পর্দা করতে হবে, থাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অবাধে মেলামেশার ব্যবস্থা না থাকে, এমন জায়গায় থাকতে হবে। সেই মূলনীতিগুলো জানতে হবে, যে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে নারীরা দূরে থাকতে পারবে।

প্রশ্ন : ৫০, জুমাবার যদি রোজা রাখা হয়, তাহলে কি কবরের আজাব মাফ হবে?

উত্তর : না, এই ধরনের বিষয় সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। জুমার দিনে রাসুল (সা.) নফল সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তাই আপনার এই হাদিসটি সব দিক থেকে মিথ্যা। যেহেতু বিষয়টি আল্লাহর নবী (সা.)-এর বক্তব্যের পরিপন্থি এবং এই হাদিসটি সঠিক নয়।

প্রশ্ন :৫১, আমরা জানি নামাজের সিজদায় আরবিতে ও মাতৃভাষায় দোয়া করা যায়। আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে কি সিজদায় আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে?

উত্তর : সিজদার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন কেন? সিজদার মধ্যে দোয়ার কথা বলা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা নামাজের মধ্যেই বলছি। নিয়ামতের শুকরিয়া শুরু তো হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে। খায়েশ মতো কোনো ইবাদত হয় না। ইবাদতের শৃঙ্খলা রয়েছে। ইবাদত হবে রাসুল (সা.)-এর তরিকা অনুযায়ী। যেখানে দোয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে দোয়া

করবেন আর সেখানে তাসবির কথা বলা হয়েছে, সেখানে তাসবি করবেন। যে সুন্নাহ দেওয়া হয়েছে সে সুন্নাহের অনুসরণ করুন, এটাই বিধান।

প্রশ্ন :৫২, একজন ব্যক্তিকে দুই-তিনজনের ফিতরা একসঙ্গে দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে দুই তিনজনের ফিতরা দিতে পারবেন। তবে যদি ফকিরের সংখ্যা বেশি থাকে আর সেখানে আপনি একজনকে দিলেন বাকিরা বাদ পড়ে গেল। এমন করা জায়েক নেই। সেক্ষেত্রে অভাবীদের মধ্যে ন্যায় সংঙ্গতভাবে বিতরণ করবেন।

প্রশ্ন :৫৩, হজ করার নিয়তে ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা করা যাবে?

উত্তর : যদি আপনার টাকা থাকে, তাহলে আপনি হজ করবেন। আর যদি অর্থ না থাকে তাহলে আপনি হজ করবেন না। কারণ আল্লাহ যেটা আপনার জন্য ফরজ করে নাই, এর জন্য আপনি কষ্ট করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে হজ করবেন—এটার দরকার নেই। এটা অশুদ্ধ চিন্তা। যে ব্যক্তির আল্লাহর ঘরে যাওয়ায় সামর্থ্য হবে, তার ওপর হজ ফরজ। আপনার এই পদ্ধতি শুদ্ধ নয়। এরপরেও যদি কেউ এই কাজটি করেন, তাহলে এটা তার জন্য হারামও নয়। যদি কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে হজ করেন, তাহলে এই কাজটি তার জন্য নিষিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন :৫৪, ছাগল সাদকা দেওয়ার নিয়ত করা আছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে পশু বাজারে যেতে পারছি না। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ছাগলের মূল্য ধরে সে মূল্য পরিশোধ করলে কি হবে?

উত্তর : আপনি যদি টাকা সাদকা করতে চান, তাহলে আপনি টাকা সাদকা করতে পারবেন। টাকা সাদকা করা জায়েজ। কিন্তু টাকা সাদকা করার মাধ্যমে ছাগল সাদকা করার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না বা সেই ফজিলত আপনি পাবেন না।

প্রশ্ন :৫৫, আমাদের মহল্লার মসজিদ বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। এখন কি আমরা সবাই ঘরে জুমার সালাত আদায় করতে পারব?

উত্তর : ঘরে যদি জায়গা থাকে সেখানে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করা যাবে। সেখানে জুমার সালাত আদায় করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। এটা শর্ত নয় যে, জুমার সালাতের জন্য মসজিদ থাকতে হবে। যদি কোনো কারণে মসজিদ পুড়ে যায় বা ডুবে যায় তাহলে মাঠেও একত্রিত হয়ে জুমার সালাত আদায় করতে পারবেন। তবে প্রত্যেকে বাড়িতে আলাদা আলাদা করে জুমার সালাত আদায় করতে পারবেন না। অনেকে একত্রিত হয়ে ঘরে সালাত আদায়

করতে পারবেন। আর যারা এখানে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তারা একদল আদায় করার পর আদায় করবেন। যারা আদায় করতে পারেননি তারা পরে জোহরের সালাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন :৫৬, ছবি ও কুকুর বাদে আর কী কী জিনিস ঘরে থাকলে ঘরের মধ্যে ফেরেস্তা আসে না? যদি না আসে, তাহলে কি তারা ইমান হারাবে?

উত্তর : ছবি ও কুকুর এই দুটো হাদিসের মধ্যে এসেছে। আর নারীরা এমনভাবে থাকা সেখানে তাদের গায়ে কোনো কাপড় থাকে না। সতর উন্মুক্ত থাকলে এমন অবস্থায় রহমতের ফেরেস্তা ঘরে ঢুকতে পারে না। এর পরের মাসয়ালা হচ্ছে, রহমতের ফেরেস্তার সঙ্গে ইমানের কোনো সম্পর্ক নেই। রহমতের ফেরেস্তা হলো, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নিয়ে আসবে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ইমান হারাবেন। এই অবস্থার কারণে তিনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

প্রশ্ন :৫৭, ইমাম সাহেব কোরবানির পশু জবাই করে কি টাকা নিতে পারবেন?

উত্তর : ইমাম সাহেব পশু জবাই করে টাকা নিতে পারবেন। এটা তার জন্য জায়েজ। তিনি পরিশ্রম করেছেন আর এর জন্য টাকা নেওয়া জায়েজ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে টাকা গ্রহণ করা না জায়েজ নয়।

প্রশ্ন :৫৮, মাদখালি কী? এটা কি ১৯ দলে বিভক্ত ফেতনা সৃষ্টিকারী কোনো আকিদা?

উত্তর : সৌদি আরবের পরিচিত একজন শেখ রয়েছেন, তাঁর নাম শেখ রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালি। তাঁর বিশেষভাবে যারা অনুসরণ করে থাকে, তাদের মাদখালি বলা হয়ে থাকে। তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো আকিদা নেই। তিনি সহিহ আকিদার দিকে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকেন এবং ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, চেতনা সবদিক থেকে তিনি কোরআন এবং হাদিসের যে অনুসরণের দিকে মানুষদের আহ্বান করে থাকেন। শুধু একদল ওলামায়ে কেরাম তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা হলো : তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রান্তিকতা পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। এটা কতটুকু বাস্তব তা এই মাদখালি গ্রুপের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারাই বুঝতে পারবেন। সর্বশেষ তিনি সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। এর আগে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমরা তাঁকে পেয়েছি তখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে মক্কায় গিয়ে তাঁর এই চিন্তাধারা লোকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামায়ে

পরিষদের সঙ্গেও তিনি দ্বিমত প্রকাশ করেন। তবে তিনি সহিহ চিন্তাধারার সহিহ আকিদায় বিশ্বাসী একজন লোক।

প্রশ্ন :৫৯, অনেকে মৃত্যুর পর তার আপনজনের কবরে সমাধিস্ত হতে চান, এর কোনো পরকালীন ফায়দা আছে কি?

উত্তর : এর পরকালীন ফায়দা আছে বলে আমার জানা নেই। এটা অনেকের আবেগও হতে পারে যে, আমার মায়ের কবরের পাশে আমাকে কবর দেবেন। তবে যদি কবর দেয়, তাহলে নিষিদ্ধ বিষয় হবে না। এর মধ্যে অতিরিক্ত কোনো ফায়দা নেই। এটা কোনো বিধান নয়।

প্রশ্ন :৬০, কেউ হিংসা করে যদি গরু ছাগলের পেটের বাচ্চা নষ্ট করার জন্য কালো জাদু করে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : ইসলামী শরিয়তের মধ্যে জাদুর যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, সেটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে শরিয়াহসম্মত কিছু ঝাড়-ফুক এবং চিকিৎসা আছে সেগুলো আপনি গ্রহণ করতে পারেন। এই কাজগুলো যারা শরিয়াহের ভিত্তিতে করে থাকেন, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কুফুরি বা আল্লাহ, রাসুলের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজ করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন :৬১, একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ কত টাকা ফিতরা দেওয়া যায়?

উত্তর : এর জন্য শর্ত নয় যে, একজনের ফিতরা একজনকেই দিতে হবে বা একজনকে এত টাকা দিতে হবে। একজনের ফিতরা আপনি একাধিক লোকের মধ্যে বন্টন করতে পারেন আবার একজনকেও দিতে পারবেন। দটোই জায়েজ রয়েছে। তবে উত্তম হচ্ছে, এই দিনের অভাব পূরণের মতো কোনো ব্যবস্থা তার নেই, তাহলে একজন ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণ ফিতরা দেওয়া উচিত, যাতে সে আজকের দিনে খেতে পারেন।

প্রশ্ন :৬২, ফিতরা কি ঈদের নামাজের আগেই পরিশোধ করতে হয়?

উত্তর : ফিতরা ঈদের সালাতের আগেই পরিশোধ করাটা হচ্ছে বিধান। ঈদের সালাতের পরে আদায় করলে সেটা ফিতরা হবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন, ঈদের সালাতের পরে আদায় করলে সেটা সদকা হবে। এটা সদকায়েতুল ফিতর হবে না, সাধারণ সদকা হবে। সুতরাং, ঈদের নামাজের আগেই আদায় করতে হবে অন্যথায় সদকায়েতুল ফিতর হবে না।

প্রশ্ন :৬৩, কবরবাসীর ওপর দরুদে হাজারির ফজিলত কি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত?

**🔪 উত্তর :** দরুদে হাজারি রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং, যারা দরুদে হাজারির চর্চা করছেন, অজিফা মনে করছেন, তাদের এই কাজটি সুন্নাহ সম্মত নয়। বরং, এটি একটি বেদাতি কাজ। রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা যেটা সাব্যস্ত হয়েছে, হাদিসের মধ্যে যে দরুদ এসেছে, সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করুন। তাই দরুদে হাজারির ফজিলত কবরবাসীর ওপর সাব্যস্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

**🌱 প্রশ্ন :৬৪,** আমার মেয়ের বয়স চার মাস। আমি পবিত্র রমজান মাসে একবার কোরআন খতম দেই। এই রমজানে মেয়েকে কোলে নিয়ে কোরআন খতম দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই আমি ইন্টারনেট থেকে কোরআনের সুরা ডাউনলোড দিয়ে পড়ি। বর্তমানে ইউটিউবে কোরআনের ভিডিও পাওয়া যায়। এভাবে মোবাইল দেখে দেখে এক থেকে দুই পারা পড়ে শেষ করলে আমার কোরআন খতম কি জায়েজ হবে?

**🔪 উত্তর :** যদি আপনি পড়ে শেষ করতে পারেন, তাহলে খতম হবে। তবে শুধু ডাউনলোড করে ভিডিও দেখলে হবে না। পড়তে হবে, তাহলে খতম হবে।

**🌱 প্রশ্ন :৬৫,** কাউকে জায়নামাজ কিনে দেওয়া কি সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত?

**🔪 উত্তর :** না, জায়নামাজ কিনে দেওয়া সদকায়ে জারিয়াহ নয়। এটা উপহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

**🌱 প্রশ্ন :৬৬,** চুরি বা ছিনতাইয়ের ভয়ে ফজর ও এশার সালাত বাসায় আদায় করা যাবে কি?

**🔪 উত্তর :** যদি পথে নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন অশংকা থাকে যে, চুরি বা ছিনতাই হতে পারে, তাহলে ফজর আর এশার সালাত বাসায় পড়া যাবে। কারণ, জামাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে জামাত ত্যাগ করা জায়েজ আছে।

দুই নম্বর বিষয়টি হলো, আপনি যে ধারণা করছেন, এটা কোন ধরনের অশংকা। আপনি মনে মনে ধারণা করেছেন যে, চুরি হতে পারে বা কারো পকেট মেরেছে বা রাস্তায় চলাচল করা মানুষ আপনাকে চেনে তারা আপনার পরিচিত, তাহলে শুধু সন্দেহ বা ধারণা থেকে জামাত ত্যাগ করা জায়েজ হবে না। এটি ওজর হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

**🌱 প্রশ্ন :৬৭,** চুরি বা ছিনতাইয়ের ভয়ে ফজর ও এশার সালাত বাসায় আদায় করা যাবে কি?

**উত্তর :** যদি পথে নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন অশংকা থাকে যে, চুরি বা ছিনতাই হতে পারে, তাহলে ফজর আর এশার সালাত বাসায় পড়া যাবো কারণ, জামাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে জামাত ত্যাগ করা জায়েজ আছে।

দুই নম্বর বিষয়টি হলো, আপনি যে ধারণা করছেন, এটা কোন ধরনের অশংকা। আপনি মনে মনে ধারণা করেছেন যে, চুরি হতে পারে বা কারো পকেট মেরেছে বা রাস্তায় চলাচল করা মানুষ আপনাকে চেনে তারা আপনার পরিচিত, তাহলে শুধু সন্দেহ বা ধারণা থেকে জামাত ত্যাগ করা জায়েজ হবে না। এটি ওজর হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

**প্রশ্ন : ৬৮, জানাজায় অনেককে দেখি জুতা পরে অংশ নেয়। আবার কেউ কেউ স্যান্ডেল পরে তার ওপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে। কোনটি সঠিক?**

**উত্তর :** জুতা বা স্যান্ডেলে যদি কোনো নাপাকি না থাকে, তাহলে জুতা স্যান্ডেল পরে তিনি জানাজায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। কারণ, জুতা, স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করা নবী করিম (সা.)-এর নির্দেশনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর বৈধতা রয়েছে। সুতরাং, এর মধ্যে যদি অপরিষ্কার কিছু না থাকে, তাহলে আপনি এইভাবে সালাত আদায় করতে পারবেন। তাই স্যান্ডেলের ওপর পা দিয়ে সালাত আদায় করার দরকার নেই।

**প্রশ্ন : ৬৯, জ্ঞানের অভাবে ও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক পাপাচার হয়ে গেছে। জানি না এগুলোর মধ্যে কোনটি কবিরাত্তা বা সগিরাত্তা গুনাহ। এখন আল্লাহর কাছে কীভাবে মাফ চাইব?**

**উত্তর :** অপরাধ থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। অপরাধ হয়ে গেলে, প্রথম কাজ হচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে তওবা করা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। চতুর্থ কাজ হচ্ছে, এর জন্য অধিক পরিমাণে ভালো কাজ করা। অপরাধের জন্য শর্ত নয় যে কোনটি বড় গুনাহ আর কোনটি ছোট গুনাহ, অপরাধ তো অপরাধই। আল্লাহর অবাধ্যতা ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। কবিরাত্তা গুনাহগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বড় কবিরাত্তা গুনাহের উদাহরণ হলো, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সতি নারীকে জেনা বা বেবিচারের অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা কথা বলা, যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলিমদের

ফিরে আসা, এতিমের মাল বা সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। এই ধরনের আরও অনেক রয়েছে।

প্রশ্ন : ৭০, আল্লাহর নামে শপথ করে ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দিতে হয়। যদি কেউ এমন কাজ না করার শপথ করে যে কাজ করাতে মৌলিকভাবে কোনো গুনাহ নেই এবং কাফফারা দেওয়ার বিধান না জেনে শপথ ভঙ্গ করে, তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে কি? আল্লাহর কোনো গুনাহের নামে শপথ করে ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : কোনো কাজ না করার জন্য যদি কেউ শপথ করে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারার বিধান না জেনে এরপরে যদি তিনি কাফফারার বিধান জানেন, তাহলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ তিনি আল্লাহর নামের শপথ ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করা বা শপথ ভঙ্গ করা বা এর বিধান সম্পর্কে জানে না, সে ব্যক্তির ওপর কাফফারা প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি জানেন তাহলে কাফফারা দিতে হবে।  
আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর নাম এগুলো আল্লাহর জাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, কেউ এগুলোর অবমাননা করতে পারবেন না। কেউ যদি ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, তাহলে অবশ্যই তাকে কাফফারা দিতে হবে।

প্রশ্ন : ৭১, আমাদের দেশে সাধারণত আমরা ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে সম্বোধন করি। কিন্তু কোরআন শরিফে বেশ কয়েকটি সূরায় এসেছে ‘সালামু আলাইকুম’। তো, আমরা কোনটা সম্বোধন করব?

উত্তর : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ’ বলবেন। ‘আসসালামু আলাইকুম’ হচ্ছে আমাদের তাহইয়া। কোরআনে কারিমের মধ্যে ‘সালামু আলাইকুম’ খবর হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, আরবি ভাষার জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা দুটি বিষয়কে এক করে ফেলেছি।

আসসালামু আলাইকুম হচ্ছে আমাদের তাহইয়া, যেটা রাসূল (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের অভিবাদন। এটাই হচ্ছে সালাম।

প্রশ্ন : ৭২, আমাদের সমাজে অনেক ধরনের বাজি খেলা দেখা যায়। কেউ নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে খেলে, সেখানে ব্যক্তির পরিচিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু যারা

অনলাইনে বাজি খেলে, তাদের ব্যক্তি পরিচিতি লক্ষ করা যায় না, ইসলাম এ ব্যাপারটা কীভাবে দেখে?

**উত্তর :** আপনি যেটাকে বাজি খেলা বলছেন, সেটা আসলে জুয়া। এটা হারাম। এই পদ্ধতিতে খেলায় অংশ গ্রহণ করা হারাম, জায়েজ নেই।

**প্রশ্ন :৭৩, শুরু থেকে জানাজার দোয়াগুলো কখন, কীভাবে, কোনটি পড়তে হয় এবং জানাজার নিয়ম কী বলবেন?**

**উত্তর :** জানাজার মধ্যে চারটি তাকবীর দিতে হয়। প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহ্ আকবার বলে তাকবীর দিয়ে সুরা ফাতেহা পড়বেন। দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দরুদে ইব্রাহিম পড়বেন। তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন। যে কোনো ধরনের দোয়া করা জায়েজ আছে। তাকবীরের পরে ডান দিকে সালাম ফেরাবেন। তবে একদল আলেম বলেছেন, ডান এবং বাম দুই দিকে সালাম ফেরাবেন। অর্থাৎ যদি কেউ দুই দিকেই সালাম ফেরান তাহলে এটাও জায়েজ।

**প্রশ্ন :৭৪, একটি বইতে পড়লাম, নবি করিম (সা.) বলেছেন, এক নিশ্বাসে পানি পান করো না। এক নিশ্বাসে জাহান্নামিরা পানি পান করবে। এই হাদিসটি কি সহিহ?**

**উত্তর :** রাসুল (সা.) থেকে এতটুকু বর্ণনা হয়েছে যে, তোমরা এক নিশ্বাসে পানি পান করো না। এক সঙ্গে পান করলে এর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি আছে আর পানি পান করার মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, তা প্রকাশ পায় না। নবি করিম (সা.) যখন পানি পান করতেন তখন তিন ডোকে পানি পান করতেন। এই কাজটি শিষ্টাচার এবং শালীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একসঙ্গে পানি পান করলে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কারণে রাসুল (সা.) এই নির্দেশনা দিয়েছেন। এটা আমল নয়, এটা নির্দেশনা। এক নিশ্বাসে পানি পান করলে সে জাহান্নামি হবে বা এক নিশ্বাসে জাহান্নামিরা পানি পান করবে—এই বক্তব্যটি যে রেওয়াতের মধ্যে এসেছে, তা সঠিক নয়।

**প্রশ্ন :৭৫, কিসাসের বিধান কী? আল্লাহ আমাদের কিসাস করতে বলেছেন, কিন্তু কেন আমরা তা করছি না?**

**উত্তর :-** কিসাসের একাধিক অর্থ রয়েছে। কোনো নিদর্শনের অনুসরণ করা, শাস্তি, সমতা। এ তিনটি অর্থই কিসাসের মধ্যে পাওয়া যায়। কিসাস গ্রহণকারী কিসাস গ্রহণ করে অপরাধীর অনুসরণ করবে। এর মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সে শাস্তি তার কৃত অপরাধের সমান হয়। আমরা অনেকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছি না। এটা আমাদের ইমানের দুর্বলতা, এটা

আমাদের আমলের দুর্বলতা। কোনো সন্দেহ নেই, যদি আমরা ইমান ও আমলকে সমৃদ্ধ করতে পারি, তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর বিধানের কাছে প্রত্যাভর্তন করতে পারব।

প্রশ্ন :৭৬, আমি জেনেছি পুরুষ মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় না করলে সে নামাজি নয়। যে পুরুষ বাসায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সে কি নামাজি নয়?

উত্তর :- কেউ যদি ওজরের কারণে বাসায় সালাত আদায় করেন, তাহলে তাঁর সালাত হয়ে যাবে এবং তিনি নামাজি। কিন্তু কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাতে সালাত আদায় না করে, মসজিদে না যায়, তাহলে অবশ্যই তার সালাত হবে না। নামাজি-বেনামাজি যে নাম আপনি বলেছেন সেই নাম এখানে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন :৭৭, আমি জেনেছি পুরুষ মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় না করলে সে নামাজি নয়। যে পুরুষ বাসায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সে কি নামাজি নয়?

উত্তর :- কেউ যদি ওজরের কারণে বাসায় সালাত আদায় করেন, তাহলে তাঁর সালাত হয়ে যাবে এবং তিনি নামাজি। কিন্তু কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাতে সালাত আদায় না করে, মসজিদে না যায়, তাহলে অবশ্যই তার সালাত হবে না। নামাজি-বেনামাজি যে নাম আপনি বলেছেন সেই নাম এখানে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন :৭৮, দাদার পাশে দাদির কবর, স্বামীর পাশে স্ত্রীর কবর দেওয়া বা পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেওয়াটা কি জরুরি? কবরস্থান ভালো হলে মৃত ব্যক্তির আজাব কম হবে আর কবরস্থান খারাপ হলে মৃত ব্যক্তির আজাব বেশি হবে—এমন ব্যাপার কি ঠিক আছে?

উত্তর :- কবরস্থানে কবর দিলেই যথেষ্ট হবে। ভালো কবরস্থান হলে আজাব কম হবে, এটা সঠিক নয়। আপনি দুনিয়াতে যা অর্জন করেছেন এটা তার ওপর নির্ভর করবে। আমরা অনেক মসজিদে দেখি যে, মসজিদের মধ্যে কবর আছে। যে ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়েছে তিনি ওসিয়ত করেছেন বা তাঁর সন্তানরা মনে করেছে যে, মসজিদের পাশে কবর দিলে তার হয়তো কবরের আজাব হবে না। কবর ভালো হলেই যে কবরের আজাব হবে না, শাস্তি পাবে না, এই ধরনের বক্তব্য শুদ্ধ নয়। মৃত্যুর আগেই নিজের আমলকে মজবুত করতে হবে।

প্রশ্ন :৭৯, আমরা জানি সুরা কাহাফ শুক্রবারের আমল। এটা শেষ করার জন্য যদি বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে পড়ি তাহলে কি হবে?

উত্তর :- শুক্রবারে যদি আপনি সুরা কাহাফের কিছু অংশ তিলাওয়াত করেন আর কিছু অংশ যদি এর আগে তিলাওয়াত করেন, তাহলেও আল্লাহ বান্দাদের ফজিলত দেবেন। আল্লাহ বান্দার কাছে আমল চান। শুক্রবার, শনিবার আল্লাহর লক্ষ্য নয়। আল্লাহর লক্ষ্য হলো বান্দা এই আমলটুকু করুক, তাহলে আল্লাহ বান্দার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সেই পুরস্কার দেবেন। আপনি যদি শুক্রবারে দিনে শেষ করতে না পারেন, তাহলে আপনি রাতেও পড়ে শেষ করতে পারবেন।

প্রশ্ন :৮০, রমজানে নারীদের হায়েজের কারণে যেসব রোজা বাদ পড়ে যায়, সেগুলোর জন্য কি ফিদিয়া দিতে হবে?

উত্তর :- রমজান মাসে নারীরা যদি হায়েজের কারণে বা অন্য কোনো কারণে রোজা আদায় করতে না পারেন, তাহলে ফিদিয়া আসবে না। তিনি যখন সুস্থ হবেন তখন তিনি সেগুলো আদায় করে দেবেন। ফিদিয়া আসবে ওই ব্যক্তির ওপর যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে পরিপূর্ণরূপে অক্ষম। পরবর্তী সময়ে তিনি আর সুস্থ হবেন না, ফিদিয়া তার জন্য। যিনি সিয়াম পালন করতে পরে সামর্থ্য লাভ করবেন, পরবর্তী সময়ে কাজা করে সিয়াম পালন করাই তাঁর জন্য বিধান। সুরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অন্য দিনগুলোতে তিনি একটি একটি করে গণনা করে রোজা পালন করবেন।

প্রশ্ন :৮১, কোরআনের বাহিরে যেসব দোয়া রয়েছে, সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে তাজবিদ ঠিক না রাখলে কি দোয়া কবুল হয় না?

উত্তর :- দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে তাজবিদ শর্ত নয়। দোয়ার জন্য দোয়ার উচ্চারণ এবং অর্থ জানা শর্ত। আপনি যে দোয়া করছেন, সেটা অন্তরের আকুতি দিয়ে আল্লাহর কাছে পেশ করবেন। দোয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে নিজের অভাবের দিকটা পেশ করবেন। এজন্য তাজবিদের মাসয়ালা দোয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধু কোরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাজবিদের মাসয়ালা প্রযোজ্য। আপনার উচ্চারণ সঠিক হলেই আপনার দোয়া হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :৮২, কোনো নারী যদি শব্দ না করে মনে মনে কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করেন, অর্থ ও ব্যাখ্যা করেন, তাতে শরীয়তের কোনো নিষেধ আছে কি না বা সওয়াব কম হবে কি না?

**উত্তর :-** তিলাওয়াতের জন্য কেরাত শর্ত। কেরাত ছাড়া তিলাওয়াত নেই। এমন একটি আওয়াজ হতে হবে, যার মাধ্যমে তার জিহ্বা এবং ঠোঁট নড়বে। জিহ্বা এবং ঠোঁট যদি না নড়ে এবং কিছু আওয়াজ যদি শুনতে না পান, তাহলে এটা তিলাওয়াত হবে না। এর জন্য আপনি সওয়াব পাবেন না। তিলাওয়াতের জন্য কেরাত শর্ত। কমপক্ষে নিজেকে শুনতে হবে।

**প্রশ্ন :৮৩, নামাজের ওমরি কাজা না কি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদিসটি কোনো গ্রন্থের, কত নম্বর হাদিস জানানোর জন্য অনুরোধ করছি?**

**উত্তর :-** নামাজের ওমরি কাজা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ওমরি কাজার বিষয়টি রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। যিনি বলেছেন, এটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রামাণিত, তিনি নবি করিম (সা.)-এর নামে মিথ্যাচার করেছেন। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ ধারণা করে এটি বলেছেন। কাজা ও কাফফারার বিষয়টি ইচ্ছেকৃতভাবে করা হয়নি—এমন ব্যাপারে এসেছে।

**প্রশ্ন :৮৪, আমার কিছু সিয়াম কাজা হয়েছে। এখন রমজানের রোজা ব্যতিত অন্য রোজা রাখতে পারি না। এখন যদি প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখি, তাহলে কি আমার কাজা রোজা কবুল হবে? আমি আরাফার সিয়াম, সাওয়ালের মাসের ছয় সিয়াম ও মহররমের সিয়াম পালন করে থাকি।**

**উত্তর :-** কী কারণে আপনি সিয়াম কাজা করেছেন, তা উল্লেখ করলে মাসায়ালা দেওয়া আমাদের জন্য সহজ হতো। প্রতি বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করলে আপনার যে সিয়াম আদায় করেননি, তা আদায় হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে আপনি আরাফার সিয়াম, সাওয়ালের ছয় সিয়াম বা মহররমের সিয়াম পালন করেন, তাহলে এগুলো যে ফজিলত আছে সেগুলো আপনি পেয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :৮৫, ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত বাকি সব ব্যাংক সুদি কারবার করে থাকে। এসব ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে যে মুনাফা হবে, তা কি হালাল হবে?**

**উত্তর :-** ট্রেডিশনাল বা কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে—এটি হালাল নয়, হারাম হবে।

**প্রশ্ন :৮৬, মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার জন্য আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি কখনো মিথ্যা কথা বলতে হয়, সেটা বৈধ হবে কি?**

**উত্তর :-** না, মিথ্যা কথা বলা ইসলামী শরীয়তে মধ্যে হারাম। মিথ্যা ভয়ঙ্কর একটি হারাম। এ ক্ষেত্রে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। যদি

কোনো বিষয় এরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, এটা এক প্রকার মিথ্যা থেকে বাঁচার আর একটি উপায়। আপনি সরাসরি সে বিষয়ে কথা না বলে ওই কথাই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারেন। এটি মিথ্যা নয়, এটি শুধু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা, এটা আপনার জন্য জায়েজ রয়েছে।

প্রশ্ন :৮৭, আমরা জানি কচ্ছপ খাওয়া হারাম। কচ্ছপ পালন করাও কি হারাম হবে? এটা পালন করলে কি ঘর অপবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর :- আপনি জেনেছেন কচ্ছপ খাওয়া হারাম। এই মাসয়ালার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত আছে। বেশির ভাগ ওলামায়েকেরামের বক্তব্য অনুসারে এটি হারাম। কারণ, এর মধ্যে হিংস্রতা রয়েছে। আরেকদল ওলামায়েকেরাম এটিকে খাওয়া জায়েজ বলেছেন। এটি পালন করা হারাম নয়। কিন্তু এর কিছু নিকৃষ্ট স্বভাব রয়েছে। এগুলো মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই কারণে এগুলো পালন করা সঠিক নয়। তবে এটি হারাম এই কথা বলা যাবে না। হারাম বলতে হলে অবশ্যই এর জন্য সুনির্দিষ্ট দলিল থাকতে হবে।

প্রশ্ন :৮৮, জমির ক্ষেত্রে খাজনা বা ইজারা দেওয়া কি ইসলামে জায়েজ?

উত্তর :- জমির মালিকানার জন্য খাজনা অপরিহার্য। খাজনা ওয়াজিব বিষয়। এখানে জায়েজ নাজায়েজের মাসয়ালার আসবে না। শুধু তাই নয়, জমির ইজারা দেওয়াও জায়েজ।

প্রশ্ন :৮৯, আমি একটি সেলুনে কাজ করি। এটি আমার জন্য জায়েজ হবে কি?

উত্তর :- প্রথম কথা হচ্ছে, সেলুনের যে কাজ রয়েছে সেটি যদি বৈধ হয় তাহলে এটি হারাম হবে না, এ কাজ করতে পারবেন। কিন্তু সেলুনে একটি কাজ আপনি করতে পারবেন না, সেটা হচ্ছে আপনি দাড়ি কাটতে করতে পারবেন না। এটি ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন দেয় না। এ ক্ষেত্রে আপনি সেলুনের মধ্যে লিখে রাখতে পারেন যে, এখানে দাড়ি কাটা করা হয় না। আর সেলুনে বাকি কাজগুলো ইসলামী শরীয়তে কোনো ধরনের বাধা নেই।

প্রশ্ন :৯০, আরব দেশের লোকেরা উটের দুধ পান করেন এবং বিভিন্ন কোম্পানি দুধ সরবরাহ করে থাকে। উটের দুধ পান করা কি হালাল?

উত্তর :- উটের মাংস খাওয়া, উটের দুধ পান এমনকি উটের প্রসাব পান করা জায়েজ রয়েছে। উটের প্রসাবের মধ্যে মানুষের জন্য কিছু চিকিৎসা রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, যাদের পেটের সমস্যা আছে তারা যেন উটের প্রসাব পান করে। তাই রাসূল (সা.) উটের প্রসাব পানের অনুমোদন দিয়েছেন। এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রশ্ন :৯১, মানুষ ট্রেনে কাটাপড়ে মারা গেলে দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। এভাবে মানুষ মারা গেলে কি শহীদ হন? আর পরকালে তাঁদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে?

উত্তর :- আল্লাহর কালেমা, তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিজের জীবন এবং নিজের সম্পদ সবটাই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে মৃত্যুবরণ করে, সেই হলো প্রকৃত শহীদ। একদল ব্যক্তি যাঁদের মৃত্যু অস্বাভাবিক এক প্রেক্ষাপটে হয়, তাঁদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) শাহাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক থেকে, শহীদের দরজা পাবেন। এই মর্যাদাটা প্রকৃত শহীদের মর্যাদার মতো হবে না। এই ক্ষেত্রে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের ওপর কোনো কিছু ভেঙে পড়েছে বা তার ওপর কোনো কিছু এসে পড়েছে এবং তিনি মারা গেছেন, তিনি শহীদ হবেন। ট্রেনের কথা রাসুল (সা.)-এর হাদিসের মধ্যে আসেনি। দুর্ঘটনা বা ট্রেনের আঘাতে মৃত্যু হলে একদল ওলামায়ে কেরাম নবী করিম (সা.)-এর হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, তাঁর এই মৃত্যু শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই শাহাদাতের মর্যাদা শুধু ইমানদার ব্যক্তির জন্য। যদি ইমান এবং আমল ঠিক না থাকে, তাহলে এই ব্যক্তিকে ওই মর্যাদা দেওয়া হবে না।

প্রশ্ন :৯২, দিনের যে সব সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ সে সময়ে কি কোরআন তিলাওয়াত করতে পারব? মসজিদে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে পারব, না অপেক্ষা করব?

উত্তর :- সালাত নিষিদ্ধ হলেও কোরআন তিলাওয়াত করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। কোরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন। রাসুল (সা.) যেখানে সালাত নিষিদ্ধ করেছেন সেখানে কারণ উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে শয়তানের পূজারিরা শয়তানের পূজা করত। শয়তানের পূজার সঙ্গে যেন সাদৃশ না হয়ে যায়, এই কারণেই রাসুল (সা.) আমাদের সতর্ক করেছেন। তবে বিশেষ কারণে যে সালাতগুলো পড়তে হয় সেগুলো পড়তে পারবেন। আপনি যদি মসজিদে প্রবেশ করেন, তাহলে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে পারবেন।

প্রশ্ন :৯৩, আমি প্রতিদিন সকালে কোরআন তিলাওয়াত করি। প্রথমে সুরা মূলক দিয়ে শুরু করে থাকি। আমার দিনের বেলা সুরা মূলক তিলাওয়াত কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর :- দিনের বেলা সুরা মূলক তিলাওয়াত শুদ্ধ, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। দিনেও তিলাওয়াত করতে পারবেন, রাতেও পারবেন। কিন্তু হাদিসের মধ্যে যে ফজিলতের কথা

এসেছে, এটি হচ্ছে রাতে তিলাওয়াত করা এবং ঘুমের আগে সেই তিলাওয়াত। এই ক্ষেত্রে রাতে ঘুমের আগে তিলাওয়াত করা আপনার জন্য উত্তম।

প্রশ্ন :৯৪, মাগরিবের নামাজ সময়মতো আদায় করতে পারিনি। মাগরিবের নামাজ এশার নামাজের আগে পড়তে ভুলে গেলে কী করব? এশার নামাজ শেষে পড়ব?

উত্তর :- যদি আপনি ভুলে যান, তাহলে এশার সালাতের পর পরই আপনি মাগরিবের সালাত আদায় করে নেবেন। তাহলে আল্লাহ আপনার সালাত কবুল করবেন, ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন :৯৫, আমাদের এলাকায় নারীদের কোরআন শিক্ষার মাদ্রাসা রয়েছে। সেখানে কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ হয়। রাস্তা দিয়ে মানুষ যায়, তিলাওয়াত শুনতে পায়। আওয়াজ করে কোরআন পড়া ঠিক আছে কী?

উত্তর :- প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের এমন আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত নয় যে আওয়াজ বাহিরের মানুষ শুনতে পায়। জোরে আওয়াজ করে কোরআন তিলাওয়াত করা, সালাত আদায় করা কোনো বিষয়ে সঙ্গত নয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে, মনুষ্য স্বাভাবিকভাবে যে কথা বলে থাকে তার চেয়ে একটু নিম্ন আওয়াজ হবে। জিকির এবং তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে এভাবে করবে। প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জন্য জোরে তিলাওয়াত করা জায়েজ নেই, কারণ এতে ফেতনার আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে যদি ছোট ছোট বাচ্চা হয়, তারা যদি আওয়াজ করে পড়ে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন :৯৬, মুসলিমরা কি অমুসলিমদের বাসায় দাওয়াত খেতে পারবে?

উত্তর :- অমুসলিমদের বাসায় খাওয়া জায়েজ। যদি দাওয়াত দেয় আপনি খেতে পারবেন। তবে খাবার হালাল হতে হবে। খাবারটা হারাম হলে আপনি খেতে পারবেন না। সন্দেহজনক কোনো খাবার আপনি খেতে পারবেন না।

প্রশ্ন :৯৭, যদি কোনো মুসল্লির ঈদের নামাজে তাকবির থেকে বাদ পড়ে যান, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর :- ঈদের নামাজে তাকবির বাদ পড়লে তার করণীয় কিছুই নেই। ঈদের সালাতের তাকবিরগুলো অতিরিক্ত তাকবির। যদি কেউ মিস করেন, তাহলে তাঁকে সিজদাহে সাহু দিতে হবে না, কিছুই করতে হবে না।

প্রশ্ন :৯৮, টিকটিকি মারা কি জায়েজ?

**🔪 উত্তর :-** টিকটিকি মারা জায়েজ আছে। এতে গুনাহ হবে না। বরং, টিকটিকি জাতীয় এক ধরনের গিরগিটি আছে, যেগুলো মারার ব্যাপারে রাসুল (সা.) উৎসাহিত করেছেন। এগুলো ঘরের মধ্যে থাকে এবং অনেক সময় বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে। যেগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এই জন্য রাসুল (সা.) এদের ঘরে রাখতে নিষেধ করেছেন। এগুলো মেরে ফেলতে রাসুল (সা.) নির্দেশ করেছেন।

**🔪 প্রশ্ন :৯৯, আমি ওয়াদা করেছিলাম কিন্তু ওয়াদাটা ভঙ্গ হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?**

**🔪 উত্তর :-** আপনার ওয়াদাটা কোন ধরনের, এটা হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত না ইজ্জতের সঙ্গে সম্পৃক্ত—সে বিষয় উল্লেখ করেননি। ওয়াদা ভঙ্গ হলে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে তওবা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এর যদি কোনো দায় থাকে, তাহলে সম্ভব হলে এর দায়টুকু আদায় করবেন।

**🔪 প্রশ্ন :১০০, সাদা চুলে নাকি আল্লাহর জ্যোতি চমকায়, এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় ও একটি নেকি দেওয়া হয়, এই বক্তব্য কি সঠিক?**

**🔪 উত্তর :-** চুল সাদা রাখার ব্যাপারে নবী করিম (সা.) বলেছেন, তোমরা এটাকে পরিবর্তন করো। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা ইহুদিদের বিপরীতটা করো। তাই দাড়ি, গোফ বা চুল যদি কারো পরিপূর্ণরূপে সাদা হয়ে যায় বা আংশিক সাদা হয় এর জন্য খেজাব (রং) ব্যবহার করা তার জন্য নবী করিম (সা.) নির্দেশনা। এটা রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ নয়, এটা নির্দেশনা। যদি এটা কেউ অনুসরণ করতে চান করতে পারেন। যেহেতু রাসুল (সা.) ইহুদিদের বিপরীত করতে বলেছেন।

**🔪 প্রশ্ন :১০১, মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন, সাত দিন বা ৪০ দিনে কুলখানি করা কি ঠিক?**

**🔪 উত্তর :-** মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন, সাত দিন বা ৪০ দিনে যে কুলখানির আয়োজন করা হয়, এই আয়োজনের কোনো ভিত্তি নেই ইসলামে। উত্তম হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা করা, দান করা। মৃত ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য সদকা করা হচ্ছে বিধান। এই ক্ষেত্রে যে আনুষ্ঠানিকতা করা হয় এগুলো মানুষের মন গড়া বিষয়। কিন্তু যদি কেউ এই ধরনের তারিখ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাউকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে, এটি করা জায়েজ।

**🔪 প্রশ্ন :১০২, ছেলেমেয়েরা বাবার সম্পত্তি দুই ভাগ আর একভাগ পায় কিন্তু মায়ের সম্পত্তি কীভাবে ভাগ হবে?**

**🔪 উত্তর :-** বাবার সম্পত্তি যেভাবে ভাগ হবে, মায়ের সম্পত্তিও সেভাবে ভাগ হবে। দুই সম্পত্তির মধ্যে আলাদা কোনো বিধান নেই। ২:১ এভাবে ছেলেরা দুইভাগ এবং মেয়েরা একভাগ পাবে।

**🔪 প্রশ্ন :১০৩, ফজরের সালাতের পর সম্মিলিতভাবে সুরা হাশর পড়া কতটুকু সঠিক?**

**🔪 উত্তর :-** সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার ব্যাপারে যে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। এই আমলটি দুর্বল হওয়ার পরও যদি কেউ করতে চান, তাহলে তিনি একাকী পড়বেন। ইমাম সাহেব পড়বেন আর বাকি সবাই উচ্চস্বরে ইমামের সঙ্গে পড়বেন, এই ধরনের পদ্ধতি রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। এটা বেদাত হবে, যদি এটাকে নিয়মিত করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ এই হাদিসটি আমল করতে চান, তাহলে করতে পারেন। শুধু এর ফজিলতটুকু নির্ধারণ করবেন না।

**🔪 প্রশ্ন :১০৪, শুকরিয়া সিজদার নিয়ম কী? এটা দাঁড়িয়ে না বসে দিতে হবে?**

**🔪 উত্তর :-** শুকরিয়া সিজদা হচ্ছে, একটি সিজদা দেওয়ার নাম। দাঁড়ানো অবস্থায় এই সিজদা দেওয়া উত্তম। যদি কেউ বসে থাকেন, তাহলে তিনি বসে থেকেও দিতে পারবেন। একটি সিজদা দেবেন এবং এই সিজদাতে আপনি দোয়াও করতে পারবেন।

**🔪 প্রশ্ন :১০৫, আমরা যারা করোনার টিকা নিলাম তাদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ পড়েছে রমজান মাসে। কেউ বলছে রোজা রেখে টিকা নেওয়া যাবে, আবার কেউ বলছে রোজা রেখে টিকা নেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত আমরা জানতে চাই?**

**🔪 উত্তর :-** বর্তমানে এই বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। আলেমগণ এখানে যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন টিকা নেওয়া যাবে আর যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে টিকা নেওয়া যাবে না। এখানে বোঝার বিষয় হলো, এই টিকা খাবারের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে কি না। কিন্তু আমরা যদি খুব বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, টিকার মধ্যে খাবারের কোনো উপাদান নেই। এই টিকার ডোজ খুবই স্বল্প এবং এটা কোনোভাবেই তার পাকস্থলীতে পৌঁছায় না। বরং এটা শুধু রক্তে পৌঁছে। রোজা রেখে এই ধরনের টিকা নিলেও তার সিয়াম নষ্ট হবে না। রোজা রেখে তিনি টিকা নিতে পারবেন।

**🔪 প্রশ্ন :১০৬, আমাদের মসজিদে জুমার নামাজের আগে বেশ কিছুক্ষণ বাংলায় বয়ান দেওয়া হয়। এরপর সুন্নাতের জন্য সময় দেওয়া হয়, তারপর দুটি খুতবা দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে বয়ানে অংশ গ্রহণ করা কি বেদাত হবে?**

**🔪 উত্তর :-** হ্যাঁ, এটা বেদাতে অংশগ্রহণ করা হবে। কারণ এই বয়ানটি বেদাত। এই কাজটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। যারা করছেন তারা বেদাত করছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

**🔪 প্রশ্ন :১০৭, দাফনের পর ইমাম সাহেব একটা মোনাজাত করেন আর আমরা মুসল্লিরা শুধু আমিন আমিন বলি, এটা কি সুন্নাহ সম্মত?**

**🔪 উত্তর :-** এই মোনাজাতের ভিত্তি আছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দোয়া করো, কারণ তাকে এখন জিজ্ঞাসা করা হবে। নবী করিম (সা.) সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছেন এবং দাফনের পর দোয়াও করতে বলেছেন। এগুলো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সবাই আলাদা আলাদা দোয়া করবে, এটাই সুন্নাহ। নবী করিম (সা.) সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে দোয়া করেছেন, এটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু নবী করিম (সা.) যেহেতু দোয়া করার নির্দেশনা দিয়েছেন সেহেতু যদি একজন দোয়া করে আর বাকিরা দোয়াতে শরিক হয়, তাহলে সেটাও জায়েজ রয়েছে।

**🔪 প্রশ্ন :১০৮, অনেকেই দেখি নামাজের মধ্যে তাশাহুদ তিলাওয়াতের সময় শাহাদত আঙুল উঠান। এটা কোন সময় উঠাতে হবে? আর না উঠালে কোনো সমস্যা হবে কি?**

**🔪 উত্তর :-** যখন আপনি দোয়া করবেন তখন আপনি শাহাদাত আঙুলকে ওপরে রাখবেন এরপরে দোয়া করার সময় আঙুল দিয়ে ইশারা করবেন। এই মর্মে আলেমদের অনেক বক্তব্য রয়েছে। এটা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, এটা মুস্তাহাব। যদি কেউ আঙুল না ওঠান, তাহলে তাঁর নামাজের ক্ষতি হবে না।

**🔪 প্রশ্ন :১০৯, নামাজ পড়ার সময় অনেক সময় নামাজে মনোযোগ আসে না।**

**সঠিকভাবে নামাজ পড়ার জন্য আমরা কীভাবে নামাজে মনোনিবেশ করতে পারি?**

**🔪 উত্তর :-** নামাজের ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন সালাতে আসবে তখন সালাতের জন্য দুটি জিনিস গ্রহণ করবে। একটি হলো, মানসিক প্রশান্তি আরেকটি হলো যখন সালাতে আসবে তখন মনে করবে আল্লাহর কাছে এসেছ, এমনটি মনে করতে হবে। সালাতের মনোযোগের মৌলিক বিষয় হলো, আপনি পরিপূর্ণরূপে অজু করে তাহারাত আদায় করে নেবেন। কোনো ধরনের মানসিক চাপ নিয়ে সালাতে দাঁড়াবেন না। সালাতের প্রত্যেকটি স্থানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে—আমি কোথায়, কীভাবে, কার সামনে দাঁড়িয়েছি। এরপর সালাতের যে আজগারগুলো, তিলাওয়াতগুলো আছে সেগুলোকে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে। সালাতের সঙ্গে আমাদের অন্তর এবং ইমানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন :১১০, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে খুশি করার জন্য যদি বলে যে, আমি তোমাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, তাহলে কি গুনাহ হবে? কারণ আমরা জানি যে নবী করিম (সা.)-কে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে।

উত্তর :- নবী করিম (সা.)-এর ভালোবাসা আর আমাদের ভালোবাসা দুটি ভিন্ন বিষয়। রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা হচ্ছে, আদর্শিক, নৈতিক ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হলো, প্রবৃত্তির যে কামনা-বাসনা আছে সেই ভালোবাসা। কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর স্ত্রীকে এ কথা বলেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন না। তবে নবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বিষয়টিতে উম্মতের সবার অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছেন। রাসুল (সা.)-এর প্রতি যে আকর্ষণ, আর এই আকর্ষণ এক নয়।

প্রশ্ন :১১১, অনেক সময় মা-বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার হয়ে যায়। পরে আবার সেটা ঠিকও হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে ক্ষমা নেওয়াটা জরুরি। তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, এভাবে কি বলতে হবে? না সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে এমনই ক্ষমা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে?

উত্তর :- মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের খারাপ ব্যবহার হয়ে যায়, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এটি সন্তানের জন্য বড় ক্ষতির দিক। এবং এ সন্তান সত্যিকারের নেক সন্তান হতে পারেনি। এ সন্তানের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওই মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। অন্যথায় এ অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় এজন্য মা-বাবার অবাধ্য সন্তান হিসেবে সে জাহান্নামে যাবে। ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে আপনি মনে করেছেন যে তাঁরা ভুলে গেছেন—এই জন্য ক্ষমা হয়ে গেছে। না এমন নয়, তাদের কাছ থেকে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এখানে আল্লাহতায়ালার একদমই স্পেস দেননি বা সামান্যতম কোনো সুযোগ দেননি। কোরআনের ভেতর আল্লাহতায়ালার হকের পরই মা-বাবার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসুল (সা.) বড় কবির গুনাহের কথা যখন উল্লেখ করেছেন, তখন আল্লাহর শিরকের পর মা-বাবার অবাধ্য হওয়াকেই বলেছেন। সুতরাং এটি জঘন্যতম করিবা গুনাহ।

প্রশ্ন :১১২, কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা কবির গুনাহ, এটা কোনো হাদিস থেকে বলা হয়েছে?

**উত্তর :-** রাসূল (সা.) কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পরের ত্রুটি-বিদ্যুতি অনুসন্ধান করবে না, একজন আরেক জনের খারাপ কাজ অনুসন্ধান করবে না, হিংসা বিদ্বেষ করবে না, ঘৃণা করবে না বরং তোমরা পরস্পর ভাই-ভাইয়ে পরিণত হও। আরেকটি হাদিসের মধ্যে রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা ধারণা থেকে নিজেদের বিরত রাখ। ধারণা বলতে এখানে কুধারণাকে বোঝানো হয়েছে।

**প্রশ্ন :১১৩, আমি মাজা ও হাঁটু ব্যথার কারণে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ি। এতে আমার নামাজ হবে কি?**

**উত্তর :-** আমি জানি না আপনার মাজা বা হাঁটুতে কেমন ব্যথা। এ বিষয়ে ডাক্তারের চেয়ে উচিত ছিল একজন যোগ্য আলেমের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। যদি এমন হয় যে, আপনি এই ব্যথার কারণে বসতেই পারবেন না, তাহলে অন্য কথা। সালাতের যে আরকানগুলো রয়েছে, তার মধ্যে শুধু যে কাজগুলো করা অসম্ভব, সে কাজগুলো থেকে আপনি ছাড় পাবেন। আপনার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে—একজন যোগ্য আলেমের কাছ থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া। এখনকার লোকেরা সালাতকে নিজেরাই নিজেদের মনগড়াভাবে আদায় করে থাকেন। এটি শয়তানের একটি ওয়াসওয়াসা। সালাতের মধ্যে বসতে বা উঠতে সমস্যা হতেই পারে। সালাতে একজন মানুষের কতটুকু কষ্ট হলে ছাড় পাবেন, আর কতটুকু কষ্ট হলে ছাড় পাবেন না—এ বিষয়ে একজন যোগ্য আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

**প্রশ্ন :১১৪, আমি আল্লাহর রহমতে রেগুলার নামাজ পড়ি। কিন্তু বিগত বেশ কিছু সময় নামাজ থেকে বিরত ছিলাম। এখন আমি অনুতপ্ত। এই নামাজগুলো আদায় করার জন্য রেগুলার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি আগের কাজা নামাজও আদায় করে নিই। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমার এই কাজা নামাজ আদায় করার পদ্ধতি ঠিক আছে কি?**

**উত্তর :-** কাজা সালাত আদায় করার যে পদ্ধতি আপনি আবিষ্কার করেছেন সেটা সুন্নাহ সম্মত নয়। এটি সাহাবা বা পরবর্তী সময়ে তাবে-তাবেইনদের আমল দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করা জায়েজ নেই। এটি ভুল পদ্ধতি। এখানে আপনি যা করবেন তা হলো, অধিক পরিমাণ নফল সালাত আদায় করবেন। যেসব সময়ে নফল সালাত আদায় করাটা জায়েজ, সেই সময়ে নফল সালাত আদায় করার চেষ্টা করবেন। আর অধিক পরিমাণে ফজিলতের যে সালাতগুলো রয়েছে, যেমন : রাতের সালাত, সালাতুত দোহা এই যে সালাত রয়েছে, সেগুলো বেশি বেশি আদায় করার চেষ্টা করবেন। আপনি আল্লাহর

কাছে বেশি বেশি করে তওবা করবেন, ক্ষমা চাইবেন এটাই হচ্ছে বিধান। আপনি ইবাদতকে নিজের মনগড়া বা নিজে আবিষ্কার করে পড়লে হবে না।

প্রশ্ন :১১৫, আমার স্বামী বাসায় নামাজ পড়ে। এই নামাজ কি মসজিদে গিয়েই পড়তে হবে?

উত্তর :-প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের ওজর আছে তাদের মধ্যে তিনি যদি অন্তর্ভুক্ত না হন, তাহলে তাঁর বাসায় সালাত আদায় করলে হবে না। অবশ্যই তাঁকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি ওজর থাকে বা তিনি অসুস্থ অথবা তাঁর অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে তিনি বাসায় সালাত আদায় করতে পারবেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর কোনো ওজর নেই। মসজিদে যাওয়ার সুযোগ আছে আর মসজিদও এমন যে আজান শোনা যায়। এরকম অবস্থায় যদি তিনি বাসায় সালাত আদায় করে থাকেন, তাহলে সালাতটি শুদ্ধ হচ্ছে না। বরং এই সালাত মোনাফেকের সালাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :১১৬, নামাজের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে নিজের ভাষায় আপনজনদের জন্য দোয়া করতে পারব?

উত্তর :- হ্যাঁ, সালাতের শেষে বা সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে দোয়া করা জায়েজ। বাংলা ভাষায়ও দোয়া করা জায়েজ। উত্তম হচ্ছে রাসুল (সা.) যে দোয়াগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন, সেই দোয়াগুলো করা।

প্রশ্ন :১১৭, কোনো খাবার খাওয়ার সময় কেউ কুনজর দিলে সেই খাবার খেলে পেটে ব্যথা বা অন্যান্য অসুস্থতা হতে পারে, এমন আকিদা কি ঠিক?

উত্তর :- খাবারে নজর দিলেই যে তার পেটে ব্যথা হবে, তিনি অসুস্থ হবেন, এই আকিদা শুদ্ধ নয়। কোনো কোনো ব্যক্তির কুনজরের কারণে ক্ষতি হয়, কিন্তু এই ক্ষতি হয় আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহর হুকুমের বাইরে কিছুই হয় না। তিনি এটা যদি মনে করে থাকেন যে, কুনজরের কারণে তার পেটে ব্যথা হতে পারে আর এই ব্যথা আল্লাহর হুকুমে হয়েছে, তাহলে তার এই আকিদা যথার্থ্য। কুসংস্কার এই জায়গায়, যে যেকোনো ধরনের খাবারে কুনজর দিলেই পেটে ব্যথা হবে এমন আকিদা শুদ্ধ নয়। সবার দৃষ্টি সমান নয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, কিছু কিছু দৃষ্টি আছে যেগুলো মানুষের ক্ষতির কারণ হয়, যেটাকে বদনজর বা কুদৃষ্টি বলা হয়।

প্রশ্ন :১১৮, টিভিতে নাটক সিনামায় পূজা অথবা এই জাতীয় কোনো কিছু দেখলে কি কুফরি আকবর হয়?

**উত্তর :-** পূজা দেখলে কুফরি হওয়ার কিছুই নেই। আর তিনি তো জানেন না এরপর নাটকে কী হবে। কুফরির কোনো কর্মকাণ্ড দেখানো হয়ে থাকে বা প্রত্যক্ষ করা হয়ে থাকে অথবা হারাম কোনো দৃশ্য দেখা, এগুলো সব কিছু হারাম।

**প্রশ্ন :১১৯, আমি লাভের আশায় শেয়ার বাজারে কিছু শেয়ার কিনেছি এবং ইসলামী ব্যাংকে কিছু টাকা রেখেছি। আমার প্রশ্ন হলো, এই টাকার জাকাত কীভাবে দেব?**

**উত্তর :-** যে শেয়ার আপনি কিনেছেন, সেগুলো যদি আপনার কাছে এক বছর পর্যন্ত থাকে এবং যদি নিসাব পরিমাণ টাকা থাকে, তাহলে এক বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব কষে আপনি আড়াই পার্সেন্ট জাকাত হিসাবে আদায় করবেন।  
বাংকে টাকা রাখার ব্যাপারে যদি টাইম নির্দিষ্ট থাকে দুই বছর বা তিন বছরের, তাহলে তিন বছর পর পরিপূর্ণ টাকা যখন গ্রহণ করবেন তখন এক সঙ্গে পরিপূর্ণ টাকার জাকাত আদায় করবেন।  
যদি ফিক্সড ডিপোজিট না হয়, সেটা যদি মাসিক বা ত্রৈমাসিক হয়, তাহলে এক বছর পরে নিসাব পরিমাণ হলে যে টাকা আসে সেটার হিসাব করে আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন :১২০, জন্ম সনদে যে বয়স কমানো হয়, এটা কি জায়েজ?**

**উত্তর :-** এই কাজটি যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে এটি প্রতারণা করা হবে। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটি নাজায়েজ কাজ। এখানে বয়স কমানোর কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর নবী করিম (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, যে প্রতারণায় शामिल হলো সে আমাদের দলভুক্ত হতে পারবে না।

**প্রশ্ন :১২১, আমিনকে জমি মাপার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয় বা খাওয়ানো হয়, এসব কি ইসলামে জায়েজ?**

**উত্তর :-** জমি যিনি মেপে দেন তাকে এই কাজের জন্য খাওয়ানোও জায়েজ, টাকা দেওয়াও জায়েজ। এর জন্য তাকে টাকা দিতে হবে আর যদি তিনি খেতে চান, তাহলে তাকে খাওয়াতে পারেন। সবটাই জায়েজ।

**প্রশ্ন :১২২, সালাতে এক সুরা বাদ দিয়ে পরের সুরা পড়লে নাকি বাদ দেওয়া সুরা কষ্ট পায়, এই কথা কতটুকু সত্য?**

**উত্তর :-** এই কথা সঠিক নয়। সুরা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ বলেছেন, কোরআন থেকে তোমরা ততটুকু তিলাওয়াত করো যতটুকু তোমাদের সামর্থ্য। সুতরাং, আপনি

যেটা সহজ মনে করবেন সেটাই তিলাওয়াত করবেন। এর জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে এর পরে এই সুরা পড়তেই হবে। বরং, এই কাজটি আল্লাহ বান্দাদের জন্য সহজ করেছেন।

প্রশ্ন :১২৩, বাথরুমে অজু করলে কি হবে?

উত্তর :- হ্যাঁ, বাথরুমে অজু করলে অজু হবে। এটা মূলত ওয়াশরুমা। এখানে শুধু টয়লেট সারা হয়, তা নয়। বর্তমান সময়ে এখানে ওয়াটার কোর্সের সব ব্যবস্থা আছে। সুতরাং, এখানে দোয়া এবং অজু করা দুটোই জায়েজ।

প্রশ্ন :১২৪, আমার আত্মীয়দের অনেকেই নামাজ পড়ে না। এখন তাদের বাসা থেকে কোনো খাবার পাঠালে সেই খাবার গ্রহণ করা বা খাওয়া যাবে?

উত্তর :- এমন আত্মীয় যিনি নামাজ পড়েন না, এমনকি জুমার নামাজও পড়েন না, তিনি যদি দাওয়াত দেন বা বাড়িতে খাবার পাঠান তাহলে তার খাবার খাওয়া আপনার জন্য জায়েজ। তবে যেহেতু তিনি নামাজ আদায় করেন না, তার ইমানের বিষয়টি নিয়ে সংশয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন। এটা আপনার জন্য উত্তম। কিন্তু ইসলামী শরিয়তের মধ্যে তার খাবার গ্রহণ করা বা তার বাসায় দাওয়াত খাওয়া সবটাই জায়েজ।

প্রশ্ন :১২৫, আমার আত্মীয়দের অনেকেই নামাজ পড়ে না। এখন তাদের বাসা থেকে কোনো খাবার পাঠালে সেই খাবার গ্রহণ করা বা খাওয়া যাবে?

উত্তর :- এমন আত্মীয় যিনি নামাজ পড়েন না, এমনকি জুমার নামাজও পড়েন না, তিনি যদি দাওয়াত দেন বা বাড়িতে খাবার পাঠান তাহলে তার খাবার খাওয়া আপনার জন্য জায়েজ। তবে যেহেতু তিনি নামাজ আদায় করেন না, তার ইমানের বিষয়টি নিয়ে সংশয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন। এটা আপনার জন্য উত্তম। কিন্তু ইসলামী শরিয়তের মধ্যে তার খাবার গ্রহণ করা বা তার বাসায় দাওয়াত খাওয়া সবটাই জায়েজ।

প্রশ্ন :১২৬, মোরগ ঠিক আজানের সময় ডাক দেয়, এটা থেকে কি এই কথা প্রমাণিত হয় যে মোরগ ফেরেস্তা দেখে ডাক দেয়?

উত্তর :- মোরগ ফেরেস্তা দেখে বলেই তো আজানের সময় ডাক দিয়ে থাকে। মোরগ তাহাজ্জুদের সময় ডাক দেয় এবং সুবহে সাদিকের সময়ও ডাক দিয়ে থাকে। এই দুই সময় মোরগ ডাক দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাকে এই ব্যাপারে অবগত করেছেন। তাহাজ্জুদের সময় মোরগ বেশি ডাক দেয় না। কারণ এই সময় সবাই ঘুম থেকে ওঠে না। কিন্তু ফজরের সময়

অনেকবার ডাক দেয়। তখন ইমানদার ব্যক্তিদের ঘুমানোর আর সুযোগ নেই। মোরগ ফেরেস্তা দেখেন এই মর্মে রাসূল (সা.)-এর হাদিস রয়েছে।

প্রশ্ন :১২৭, পরীক্ষায় নকল করে পাস করা কি বৈধ? ইসলাম এই বিষয়ে কী বলে?

উত্তর :- পরীক্ষায় নকল করে পাস করা হারাম। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত হতে পারল না। নকল করা, প্রতারণা করা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা, এগুলো ইসলামী শরিয়তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রশ্নই আসে না যে, ইসলাম এই ধরনের কাজকে অনুমোদন দিয়ে থাকবে।

প্রশ্ন :১২৮, কোরআন তিলাওয়াতকারীর কোরআন তিলাওয়াত করে সিজদাহ করতে দেখলে তাকেও কি সিজদাহ দিতে হবে?

উত্তর :- সিজদাহ দেখলে সিজদাহ দিতে হবে না। কোরআনের সিজদাহকে তিলাওয়াতের সিজদাহ বলা হয়ে থাকে। যিনি কোরআনুল কারিমের এই আয়াতগুলো সরাসরি তিলাওয়াত করবেন, তিনি সিজদাহ দেবেন। আর যিনি মনোযোগ দিয়ে এই তিলাওয়াত শুনবেন তিনি সিজদাহ দেবেন। এই দুইজন ছাড়া যিনি দেখবেন যে লোকেরা সিজদাহ দিচ্ছেন, তিনি সিজদাহ দেবেন না।

প্রশ্ন :১২৯, নফল ইবাদত কোন পর্যায়ে গেলে তা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে?

উত্তর :- বাড়াবাড়ি দুই দিক থেকে আসতে পারে। প্রথম দিক হচ্ছে, নফল ইবাদতকে গুরুত্বের দিক থেকে ফরজের কাছে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় দিক হলো, নফল ইবাদতকে আপনি নিজের জন্য এমনভাবে গ্রহণ করে নেবেন, যেটা আপনার সাধ্যের বাইরে। যেমন, মাসের দীর্ঘ সময় সিয়াম পালন করা। আপনার সামর্থ্যের বাইরে রাতে জাগা। এরপর যেটা আপনার সাধ্যে নেই, সেটা নিজের ওপর নিয়ে আসা।

প্রশ্ন :১৩০, আমরা তিন ভাই-বোন একই বাড়িতে থাকি এবং বাড়ির কাজের যা টাকা খরচ হয় তিন ভাই-বোন তা ভাগ করে দিতাম। এখন আমরা এক ভাই আর্থিক সংকটে আছেন এবং জাকাতযোগ্য অবস্থায় আছেন। এখন আমার ওই ভাই তো আর টাকা শেয়ার করতে পারছেন না। এখন আমাদের জাকাতের টাকা থেকে তাঁকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর :- যদি তিনি জাকাতের উপযুক্ত হন, জাকাতের যে খাত রয়েছে ফকির-মিসকিনের পর্যায়ে তিনি পড়েন। তাহলে তাঁকে জাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু অবশ্যই তাঁকে বলে নিতে হবে

যে জাকাতের টাকা থেকে তাঁকে জাকাত দেওয়া হলো। যাতে করে স্পষ্ট হয় যে তিনি আসলে জাকাত থেকে এই টাকা নেবেন কি না। হতে পারে তিনি জাকাত নাও নিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট করাই উত্তম। আর জাকাত নিতে কোনোই বাধা নেই। নিজের ভাই যদি ফকির হন বা মিসকিন হন তাহলে অন্য ফকিরকে দেওয়ার চেয়ে নিজের ভাইকে দেওয়াই বেশি উত্তম।

প্রশ্ন :১৩১, আমরা বাড়িতে কোরআন শরিফ তিলাওয়াতের পর অনেক সময় টেবিলের ওপর রাখি। অনেক সময় ভুল করে কোরআন শরিফের ওপর মোবাইল বা ঘড়ি রাখা হয়ে যায়। এতে কি কোনো সমস্যা আছে?

উত্তর :- ইচ্ছেকৃতভাবে যেহেতু রাখছেন না, সেহেতু আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ভুলকে ক্ষমা করে দেবেন এবং ভুলের জন্য যে গুনাহ রয়েছে সেটা দেবেন না, পাকড়াও করবেন না। এখানে যেহেতু কোরআনুল কারিম অবমাননার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সেহেতু এটি বড় ধরনের কোনো সমস্যা নয়। তবে কোরআন শরিফ যেখানে রাখা থাকবে চেষ্টা করবেন তার ওপর কিছু না রাখার। আর কোরআন শরিফ যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন সম্মানজনক জায়গায় রাখার।

প্রশ্ন :১৩২, নামাজ পড়ার সময় ইমাম সাহেব যখন নিম্ন স্বরে কিরাত পাঠ করেন, তখন এক শ্রেণির মুসল্লিও কিরাত পড়ে থাকেন, এটা কি জায়েজ?

উত্তর :- যদি ইমাম সাহেব নিম্ন স্বরে কিরাত পড়ে থাকেন, সে অবস্থায় মুসল্লিগণ সুরাতুল ফাতিহা পড়বেন। সুরা ফাতিহা পড়া মুসল্লির ওপর বাধ্যতামূলক। আর অন্য কোনো কিরাত মুসল্লিগণ পড়বেন না। শুধু সুরা ফাতিহা পড়বেন।

প্রশ্ন :১৩৩, ঘুমানোর আগে কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কেবলার দিকে মুখ করে ঘুমানো নাকি ডান কাত হয়ে ঘুমানো?

উত্তর :- রাসুল (সা.)-এর কাছে থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, ডান কাত হয়ে ঘুমানো। নবী করিম (সা.)-এর সুনাহ হলো, তিনি ডান কাতের ওপর ভর করে ঘুমাতে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সুতরাং, এইভাবে ঘুমানো সুনাহ। এখানে কেবলামুখী হয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কেবলামুখী হওয়ার বিষয়টি উত্তম হচ্ছে, সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন :১৩৪, অফিস-আদালতে নামাজ পড়ার সময় আমরা দেখি সামনে আলমারির গ্লাস থাকে। নামাজের সময় আলমারির গ্লাসে আমাদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি?

**🖋️ উত্তর :-** হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন, তখন তো আপনি গ্লাসের দিকে নয়, সিজদার দিকে তাকাবেন। সিজদার দিকে তাকালে তো আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। গ্লাসে আপনার ছবি থাকলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আপনার সালাতের মনোসংযোগ নষ্ট হবে। সুতরাং আপনি সব সময় সিজদার দিকে তাকিয়ে থাকবেন। আর সত্যিকার যদি কেউ সিজদার দিকে তাকিয়ে সালাত আদায় করেন তাহলে তাঁর সালাতের মধ্যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। এজন্য গ্লাস থাকলেও আপনার সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ।

**📖 প্রশ্ন :১৩৫, প্রতি নামাজে সুরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলিয়ে পড়ি। আমার প্রশ্ন হলো মেলানো সুরার সামনে কি বিসমিল্লাহ পড়ব?**

**🖋️ উত্তর :-** কোনো সুরা যদি শুরু করেন, তাহলে শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবেন। যেমন : সুরা ফাতেহা শুরু করার পরে যদি আপনি সুরা আল ফালাক পড়েন, তাহলে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, এইভাবে শুরু করবেন। আবার সুরা নাস বা অন্য সুরা এইভাবেই পড়বেন।

**📖 প্রশ্ন :১৩৬, ফরজ সালাতে প্রথম দুই রাকাতের যে কোনো রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা না মিলিয়ে যদি ভুলে রুকুতে চলে যাই, তাহলে কি সাহ্ সিজদা দিতে হবে?**

**🖋️ উত্তর :-** ফরজ সালাতে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা না মিলিয়ে যদি রুকুতে চলে যান, তাহলে আপনাকে সাহ্ সিজদা দিতে হবে না। এই মাসয়ালার মধ্যে আলেমদের মধ্যে একটু দ্বিমত আছে। তবে বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, সিজদাহে সাহ্ দিতে হবে না। যেহেতু আপনি আপনার ফরজ রোকনটুকু আদায় করেছেন আর সুরা ফাতিহাও আদায় করেছেন। আপনাকে আর সিজদাহে সাহ্ দিতে হবে না।

**📖 প্রশ্ন :১৩৭, সন্তান জন্মের কিছুক্ষণ পরে যদি মারা যায়, তাহলে কি তার জানাজা লাগবে অথবা মৃত সন্তান জন্ম নিলে তারও কি জানাজা লাগবে?**

**🖋️ উত্তর :-** সন্তান জন্মের কিছুক্ষণ পরে মারা গেলে বা মৃত সন্তান জন্ম নিলে, এই দুই অবস্থায় তার জানাজা দিতে হবে। এই দুই অবস্থায় জানাজা দেওয়া সুন্নাহ।

**📖 প্রশ্ন :১৩৮, খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়া সুন্নাহ, এটা কি শরিয়ত সম্মত?**

**উত্তর :-** খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়া সুন্নাহ, এই কথা রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। খাওয়ার পর মিষ্টির খাওয়ার ব্যাপারে যে কথাটি এসেছে সেটি হলো, প্রিয় নবী করিম (সা.) খাবারের ক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় খাবার পছন্দ করতেন। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে যদি কেউ মিষ্টি জাতীয় খাবার পছন্দ করেন, তাহলে তিনি খেতে পারেন। যেহেতু নবী (সা.) পছন্দ করেছেন। কিন্তু খাবারের পরে আলাদা করে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া আল্লাহর রাসুল (সা.) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক মাস এক মাস করে তিন মাস অতিক্রম হয়েছে, নবী করিম (সা.)-এর ঘরে চুলা জলেনি। তাহলে কীভাবে তিনি খাবার পরে আলাদা করে মিষ্টি খাবেন। সুতরাং, মিষ্টি খাওয়ার এই কাজটি নবী করিম (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

**প্রশ্ন :১৩৯, ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নত নামাজ ছেড়ে দিলে কি গুনাহ হবে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সঙ্গে যে সুন্নত নামাজ আছে সবগুলোর গুরুত্ব কি একই?**

**উত্তর :-** ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সুন্নত নামাজ ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবেন না। কিন্তু তিনি বড় ধরনের ফজিলত থেকে বাদ যাবেন। ফরজ সালাতের আগে পরে যে সুন্নাহ সালাত আছে, সেগুলো কেউ আদায় করলে অনেক ফজিলত পাবেন। এই মর্মে রাসুল (সা.)-এর অনেক হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে এবং এজন্য অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন।

**প্রশ্ন :১৪০, মাহরাম ছাড়া নারীরা একদিন একরাত সফর করতে পারবে না। নারীরা মাহরাম নয় এমন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় মাহরাম ছাড়া তিন-চারদিন বেড়াতে যেতে পারবে? চল্লিশ উর্ধ্বে নারীরা ডাক্তার দেখানো, দূরে বা নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে মাহরাম ছাড়া কি সফর করতে পারবেন? স্বামী যদি পাঠায় তাহলে নারীরা কী করবেন?**

**উত্তর :-** রাসুল (সা.) একদিন একরাতের কথা বলেননি, তিনদিন তিনরাতের কথা বলেছেন। এই রকম দূরত্বে যদি কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করে থাকেন, তাহলে তার সফর হারাম হবে। এটা সফরের সঙ্গে জড়িত বিষয়, কারো বাসায় থাকার সঙ্গে জড়িত নয়। বাসায় যদি তার জীবনের নিরাপত্তা এবং পর্দা লঙ্ঘন ঘটবে না, তাহলে সেখানে তিনি থাকতে পারবেন। কিন্তু সফরে তাকে অবশ্যই মাহরাম নিয়ে সফর করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সফরের দূরত্বে কোনো নারীর জন্য জায়েজ নেই তিনি একাকী সফর করতে পারবেন, তার বয়স ত্রিশ বা চল্লিশ হোক। কারণ এখানে তার জীবনের সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয় জড়িত। আরেকটি বিষয় হলো এইভাবে সফরে স্বামী যদি পাঠায় তাহলে স্বামী পাঠালেও হারাম হবে আর এটা স্ত্রীর জন্যও হারাম হবে।

প্রশ্ন :১৪১, আমার নিকট আত্মীয়ের উপার্জন হালাল নয়, আমি সেটা জানি। এখন আমি কি তার কাছ থেকে উপহার বা আর্থিক সাহায্য নিতে পারব? এটা কি আমার জন্য হালাল হবে?

উত্তর :- আপনি অবশ্যই তার কাছে থেকে উপহার ও আর্থিক সাহায্য নিতে পারবেন। আর এটা আপনার জন্য হালাল হবে। তার ইনকাম হালাল না হলেও এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

প্রশ্ন :১৪২, বাসার সঙ্গে অনেক মসজিদ আছে। এখন আজানের উত্তর কি সব মসজিদের আজানেই দিতে হবে নাকি একটিতে দিলেই হবে?

উত্তর :- আজানের উত্তর শুধু একটি মসজিদে দিলেই হবে। একটি আজানের উত্তর দিলেই আপনার আজানের উত্তর দেওয়া হবে। সব মসজিদের আজানের উত্তর দিতে হলে আপনাকে তো অনেক সময় ধরে আজানের উত্তর দিতে হবে। একটি আজানের উত্তর দিলে আজানের যে ফজিলত আছে সেটি আপনি পেয়ে যাবেন। সবগুলো আজানের উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন :১৪৩, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমাদের নানি-দাদিরা পান খান। পানের সঙ্গে যে চুন এবং সাদা পাতা বা তামাক খায়, এটা কি হালাল না হারাম? মানুষ ধূমপান করে এটা কিন্তু হারাম। তাহলে পান খাওয়া কি হারাম?

উত্তর :- পান পাতাকে হারাম বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এর কোনো দলিল নেই। এর মধ্যে ক্ষতিকর কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। চুনের কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। কিন্তু চুন খাওয়া জায়েজ। তামাক পাতা সব দিক থেকে ক্ষতিকর। সুতরাং, তামাক, জর্দা—এগুলোর মধ্যে মাদকতা রয়েছে, ক্ষতির দিকও আছে, যা খাওয়া একদম হারাম। যে জিনিসগুলো খেলে বা পান করলে ক্ষতি হয়, সেগুলো ইসলামী শরিয়তের মধ্যে হারাম করা হয়েছে।

প্রশ্ন :১৪৪, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, নামাজে তো অনেক সময় অনেক ভুল হয়। তখন যে সাহ্ সিজদা করতে হয়, সেটা কখন করতে হয়?

উত্তর :- সাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভুল। আর সিজদার অর্থ হচ্ছে সিজদা। ভুলের জন্য যে সিজদা দেওয়া হয়ে থাকে তাকে সাহ্ সিজদা বলে। আর এখানে দুটি সিজদা দিতে হয়। দুটি সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি আছে। সালামের আগেও দেওয়া জায়েজ, সালামের পরেও দেওয়া জায়েজ। এটি অনেক দীর্ঘ একটি আলোচ্য বিষয়।

সুতরাং আমি শুধু আপনাকে বলব, আপনি তাশাহুদ, দুরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ার পর আল্লাহ আকবার বলে দুটি সিজদা দিয়ে নেবেন, তারপর ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে নেবেন। এভাবে দুটি সিজদা দেওয়ার নামই হচ্ছে সাহু সিজদা। তবে ওই মাসআলাটি অনেক দীর্ঘ একটি আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন :১৪৫, অনেক আলেম বলে থাকেন যে, আল্লাহ সব রুহকে একসঙ্গে সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা উত্তরে বলেছিল, ‘হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব।’ তাহলে সব রুহকে তো একসঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর :- সব আদম সন্তানকে আল্লাহ একসঙ্গে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাদের কাছে থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সুতরাং, এটি সঠিক বক্তব্য। কিন্তু আল্লাহর ওই সৃষ্টিটা কোন প্রক্রিয়ায় ছিল, সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। সুতরাং, এই বিষয়ে অতিরিক্ত কোনো বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নেই। এটা নিয়ে অতিরিক্ত কোনো গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন :১৪৬, আমরা জিকির করার সময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে যখন জিকির করব তখন কি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতে হবে? নাকি না বললে গুনাহ হবে?

উত্তর :- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলার প্রয়োজন নেই। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকির করার সময় শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকির করবেন। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এটা জিকির নয়, এটা শাহাদাত। আপনি যখন উল্লেখ করবেন ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান আবদুল্লাহ ওয়া রাসুলুহা’ তখন আপনি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করবেন। কিন্তু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এতটুকু হলো জিকির। এর শেষে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলার প্রয়োজন নেই। না বললে গুনাহও হবে না এবং এটি জিকিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন :১৪৭, রমজান মাসে অসুস্থতার কারণে আমার মা অনেক রোজা রাখতে পারেননি। রমজানের পরে উনি রোজাগুলো করতে চাচ্ছেন। এখন এই রোজা করার বিধান কী? নফল এবং ফরজ সিয়াম একসঙ্গে করা যাবে?

উত্তর :- সুস্থ হলে তিনি নিজের সুবিধামতো সিয়ামগুলো রাখতে পারেন। এটা শর্ত নয় যে, একাধারে তাকে সিয়াম পালন করতে হবে। তিনি তাঁর সুবিধা অনুযায়ী ভেঙে ভেঙে বা একসঙ্গে রাখতে পারেন। এভাবে যত সংখ্যক সিয়াম তিনি পালন করতে পারেননি, তত সংখ্যক সিয়াম তিনি আদায় করবেন। এই আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম তাকে ছাড় দিয়েছেন। তিনি এই সিয়াম

একসঙ্গে পালন করতে পারবেন আবার ভেঙে ভেঙেও করতে পারবেন। তিনি যদি নফল সিয়ামের সঙ্গে এই সিয়াম পালন করে থাকেন, তাহলে তিনি দুটির ফজিলত পেয়ে যাবেন। যেমন: সোম ও বৃহস্পতিবার এবং মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ চাঁদের সিয়াম, এগুলো সুন্নাহ। এই দিনগুলোতে যদি নফল ও ফরজের নিয়ত একসঙ্গে করে সিয়াম পালন করেন, তাহলে তিনি নফল ও ফরজ দুটোরই সওয়াব পেয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :১৪৮, যানবাহনে যাওয়ার সময় দোয়া বা কোরআনের আয়াত অজু ছাড়া পড়া যাবে?**

**উত্তর :-** হ্যাঁ, অজু ছাড়া কোরআনের আয়াত বা দোয়া পড়তে পারবেন। বিশেষ করে চলাফেরা করার সময়, যানবাহনে যাওয়ার সময়, অন্য কোনো কাজের সময় পড়তে পারবেন। কোনো সন্দেহ নেই যদি অজুসহ পড়তে পারেন এটা উত্তম। বিশেষ করে কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অজুসহ পড়া উত্তম, কোনো সন্দেহ নেই।

**প্রশ্ন :১৪৯, প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরে কিশোরীদের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। এই টিকা অনেক সময় পুরুষ ডাক্তার দিয়ে থাকেন। কনুইয়ের ওপর হাতের নরম মাংসে টিকা দেওয়া হয়। এতে পর্দার খেলাপ হয়। এভাবে টিকা দেওয়া জায়েজ হবে কি?**

**উত্তর :-** অপরিহার্য কোনো বিষয়ে যদি টিকা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে টিকা দেওয়া জায়েজ হবে। টিকা দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে এর প্রয়োজনীয়তার ওপর। যদি প্রয়োজনীয়তা এমন হয় যে, জীবন বাঁচানোর জন্য এই টিকা দিতেই হবে, এই ধরনের অনেক টিকা আছে যেমন : হেপাটাইটিস বি, এই ধরনের টিকা যদি পুরুষ ডাক্তার দিয়ে দিতে হয়, তাহলে আপনার এটা ওজরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এর জন্য আপনাকে ক্ষমা করা হবে। তবে প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে টিকা বা চিকিৎসার জন্য যদি কেউ পুরুষ ডাক্তার দেখান, তাহলে তিনি অবশ্যই গুনাহগার হবেন।

**প্রশ্ন :১৫০, জুমাবারে মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করলে হবে কি?**

**উত্তর :-** হ্যাঁ, শুধু তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করলেই হবে। এর জন্য চার রাকাত কাবলাল মসজিদ অথবা অতিরিক্ত যে সালাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেটি পড়া শর্ত নয়। শুধু দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে যদি বসে যান, তাহলে আপনার কাবলাল জুমা বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন :১৫১, জায়নামাজের দোয়া করা কি বেদাত?

উত্তর :- জায়নামাজের দোয়া নামে কোনো দোয়া রাসুল (সা.)-এর কাছে থেকে সাব্যস্ত হয়নি। জায়নামাজ হলো, নামাজের জায়গা। এর জন্য রাসুল (সা.) কোনো দোয়া শিক্ষা দেননি। সালাতের পদ্ধতি হচ্ছে, তাকবিরে তাহরিমার মধ্যে সালাতে প্রবেশ করা। নবী করিম (সা.) থেকে সালাতের আগে আলাদা কোনো দোয়া সাব্যস্ত হয়নি। যে দোয়া রাসুল (সা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে, সালাতের শুরুর দোয়া। একাধিক দোয়া রাসুল (সা.) সালাতের শুরুতে করেছেন। সেটাকে কেউ কেউ সানাও বলেছেন। জায়নামাজের দোয়া বলতে কোনো দোয়া নেই। রাসুল (সা.) আমাদের নামাজ শুরুর একাধিক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রশ্ন :১৫২, সিজদায় যাওয়ার সময় হাত নাকি হাঁটু আগে দিতে হয়, কোনটি সঠিক?

উত্তর :- দুটোই সঠিক বক্তব্য। দুটোর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে প্রায় সবাই হাঁটু আগে যাবে তারপরে হাত, এই বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আরেকদল ওলামায়ে কেরামের মতে, হাত আগে দেওয়ার বক্তব্যটি বেশি বিশুদ্ধ। দুটি হাদিসকে যখন পর্যালোচনা করা হবে তখন আমাদের কাছে মনে হবে দুই হাদিসই সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। যেহেতু আমলের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন :১৫৩, নামাজের নিয়ত করা কি বেদাত?

উত্তর :- শুধু সালাত নয়, যেকোনো ইবাদতের নিয়ত করাই ফরজ। যদি নিয়ত না করে থাকেন, তাহলে ইবাদতই হবে না। প্রত্যেকটা ব্যক্তি সেই সওয়াব পাবে যেটার জন্য সে নিয়ত করেছে। নিয়ত না করলে আপনি কিছু পাবেন না। সুতরাং, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়ত ছাড়া ইবাদতই হবে না। কিন্তু নিয়ত বলতে আপনি যে ফরম্যাটের কথা বুঝিয়েছেন, সে ফরম্যাট বা কাঠামো রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। প্রায় সমস্ত ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এই ধরনের নিয়ত করা বেদাত। কারণ, সুন্নাহ দ্বারা এই ধরনের নিয়ত সাব্যস্ত হয়নি। অন্তরের ইচ্ছে প্রকাশ করাই হলো নিয়ত। এর জন্য ভাষার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন :১৫৪, মসজিদে ইমাম রুকুতে বা সিজদায় আছে, তখন কি মুসল্লি দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি ইমামকে ফলো করবেন?

উত্তর :- কোনো মুসল্লি যখন সালাত আদায়ের জন্য জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তিনি ইমাম সাহেবকে যে অবস্থায় পেয়েছেন সে অবস্থায় তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে চলে যাবেন। এরপর বাকি অংশ ইমামের সঙ্গে তিনি আদায় করে নেবেন। দাঁড়িয়ে থাকা বা অপেক্ষা করা এটি

সালাতের যে বিধান রয়েছে তার পরিপন্থি। তিনি যদি একটি সিজদাও দিয়ে থাকেন এটি ইবাদত হবে, বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে এটি ইবাদত হবে না।

প্রশ্নঃ ১৫৫, এখন অনলাইনের যুগ, মিডিয়ার যুগ। এখানে যদি অথেনটিক ইসলামিক পোস্ট শেয়ার করি বা সেটাকে নিয়ে চর্চা করি, এটা ঠিক হবে কি?

উত্তর :- এখানে যদি কোনো বৈধ পোস্ট হয়ে থাকে তাহলে দেওয়া জায়েজ রয়েছে। নাজায়েজের কিছুই নেই। এই বিষয়টা অবশ্যই বৈধ হতে হবে এবং সঠিক হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, এগুলো হলো মানুষের ছেড়ে যাওয়া আমল। সুতরাং আপনি কী আমল ছেড়ে যাচ্ছেন পরবর্তীদের জন্য, যদি সেটা খারাপ, ভুল বা বিভ্রান্তিকর পোস্ট হয় তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এই অপরাধের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে। এ জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে আমি কী রেখে যাচ্ছি। নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বা ভাইরাল করার জন্য মনে যা এলো তাই আপনি পোস্ট করলেন, এ বিষয়টি শুদ্ধ নয়। যাচাই না করে কোনো কিছু রেখে যাওয়া বিপজ্জনক বিষয়।

প্রশ্ন :১৫৬, আমি বিতরের নামাজ তিন রাকাত এক সঙ্গে পড়ি। আমি নামাজে হাত তুলে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত কি পড়তে পারব? আর বাংলায় কি দোয়া করতে পারব?

উত্তর :- সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত আপনি পড়তে পারবেন। আর সুন্নাহের যে দোয়া আছে সেগুলো যদি আপনি পড়তে না পারেন বা আপনার জানা না থাকে, তাহলে বাংলাতেও আপনি দোয়া করতে পারবেন।

প্রশ্ন :১৫৭, কোনো ব্যক্তি যদি চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে থাকেন, এমতাবস্থায় তার পরিবারের লোক যদি মানত করেন যে, জানের বদলে জান বা প্রাণের বদলে প্রাণ এই হিসেবে গরু জবাই করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। এটা কি ইসলামী শরিয়তের মধ্যে জায়েজ আছে? নাকি এটা বলির পর্যায়ে চলে যাবে?

উত্তর :- জানের বদলে জান, এই ধরনের মানত করা ইসলামের শরিয়তের মধ্যে জায়েজ। কিন্তু ইসলাম এই কাজকে উৎসাহিত করে না। বরং, ইসলাম যেটাকে উৎসাহিত করে সেটা হলো, আপনি সদকা করে দেবেন, সদকায়ে জারিয়াহ নয়। এই ব্যক্তির সুস্থতার জন্য আপনি যা দান করবেন সেটা হলো সদকা। এই সদকা আপনি পশু জবাইয়ের মাধ্যমে, টাকা দেওয়ার মাধ্যমে করতে পারেন। সদকার হাজারও মাধ্যম আছে। আর এটা বলির পর্যায়ে পড়বে না। বলি

দেব-দেবীর নামে করা হয়ে থাকে। আমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বিধানের আলোকে এই কাজটি করে থাকি। ফলে এটাকে বলি বলা যাবে না। তাই কেউ যদি এই ধরনের মানত করে থাকেন, তাহলে ওয়াজিব হচ্ছে, এই ধরনের মানতপূরণ করা। তবে উত্তম হচ্ছে, অসুস্থ বা সংকটগ্রস্ত মানুষের জন্য দান করে দেওয়া।

প্রশ্ন :১৫৮, তিনজন লোক নামাজ পড়ছেন এবং একজন ইমামতি করছেন। ইমামের আগে একজন মুক্তাদি ডান দিকে সালাম ফিরিয়েছেন, এতে কি তাঁর নামাজ হবে?

উত্তর :- ইমামের আগে একজন মুক্তাদি যদি ডানদিকে সালাম ফেরান, তাহলে তাঁর সালাত বাতিল হয়েছে। তিনি ইমামকে অনুসরণ করেননি। ইমামকে অনুসরণ করা তাঁর ওপর ওয়াজিব ছিল। যেহেতু তিনি ইমামের আগে সালাম ফিরিয়েছেন, সেহেতু তাঁর সালাত হয়নি। এটাই ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য এবং এটাই বিশুদ্ধ বক্তব্য।

প্রশ্ন :১৫৯, ওয়ারিশের জমির রেজিস্ট্রি খরচ কে বহন করবে? যাঁরা ওয়ারিশ তাঁরা, নাকি যাঁরা দেবেন তাঁরা?

উত্তর :- আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত, সেটা হলো জমি রেজিস্ট্রি খরচ যিনি সম্পত্তির মালিকানা নেবেন তিনি প্রদান করে থাকেন। আর ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে, যেটা প্রচলিত আছে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের নির্দেশনার বিরোধিতা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এটা গ্রহণযোগ্য এবং এটা বাস্তবায়ন করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়ারিশরা রেজিস্ট্রি করে নেবে।

প্রশ্ন :১৬০, মসজিদের মাইকে ফজরের আজানের ২০-৩০মিনিট আগে গজল, কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। অনেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার কারণে অভিযোগ দেয়। আমার প্রশ্ন হলো, এটা নিষেধ করা যাবে কি?

উত্তর :- এটা নিষেধ করা যাবে। এগুলো নিষেধ করা ওয়াজিব। মানুষের ঘুম নষ্ট করে এই কাজটি করা বেদাত। ফজরের আজানের আগে মানুষের ঘুম নষ্ট করা, এই কাজটি করা জায়েজ নেই। গজলের এত কী গুরুত্ব আছে ইসলামী শরিয়তের মধ্যে? আজানের আগে এবং আজানের পরে যেকোনো ধরনের বক্তব্য যুক্ত করা নবী (সা.)-এর সুন্নাহ পরিপন্থি কাজ। নবী করিম (সা.) আজান ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই পছন্দ করেননি। উচিত হলো সুন্দরভাবে এটি নিষেধ করা।

প্রশ্ন :১৬১, আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সঙ্গে আদায় করি। কিন্তু এই সালাত যদি কবুল না হয় তাহলে আমাকে কি পরকালে শাস্তি পেতে হবে?

**🔪 উত্তর :-** সালাত শুধু আদায় করলে হবে না। সালাত যাতে কবুল হয়, সে জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। সালাতের বিধি-বিধান ফরজ ও ওয়াজিবগুলো, যেগুলো পালন করা অপরিহার্য, সেগুলো পালন করে আপনি সালাত আদায় করবেন। এখন আপনি যদি বলেন, আমি সালাত আদায় করেছি, কিন্তু অজু করিনি, তাহলে তো আপনার সালাত কবুল হবে না। আপনি সালাত আদায় করেছেন, কিন্তু আপনার কাপড় পবিত্র নয় বা আপনি হারাম খেয়েছেন, তাহলে আপনার সালাত কবুল হবে না, আর এর জন্য আপনি শান্তিপ্ৰাপ্ত হবেন। আল্লাহর কাছে আপনার সালাত যেন কবুল হয় এর জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছেন এই নিয়ামতটুকু আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। সালাতের বিধিবিধানগুলো মেনে সালাত আদায় করলে আমরা মনে করতে পারি যে আল্লাহ আমাদের সালাত কবুল করছেন।

**🔪 প্রশ্ন :১৬২, আমাদের দেশে শিশুদের পাঁচ-ছয় মাস বয়সে মসজিদের ইমাম দিয়ে বা সমাজের বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়, এটা কি শরিয়তসম্মত?**

**🔪 উত্তর :-** পাঁচ-ছয় মাস বয়সে মিষ্টি দিয়ে যে কাজটি করানো হয়, তার কোনো শরিয়াহ সম্মত ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। নবী করিম (সা.) থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত, সেটি হলো—নবজাতক যখন জন্মগ্রহণ করে থাকে তখন নবী (সা.) এর বিধান হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব তার নামকরণ করা। আর নবজাতককে যখন নবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হতো তখন একটা খেজুর চিবিয়ে একেবারে নরম করে নবজাতকের ঠোঁটে লাগিয়ে দিতেন। যাতে এই মিষ্টিটুকু তার মুখে যায়। এটা রাসুল (সা.)-এর জন্য খাস ছিল। তবে এই কথা প্রমাণ হয়নি যে, নবী (সা.)-এর পরে এই কাজটি আবু বক্কর (রা.) বা অন্য সাহাবীরা করেছেন।

**🔪 প্রশ্ন :১৬৩, মেয়েরা চুল ফুলিয়ে যে হেয়ার স্টাইল করে, তাতে কি কাফের হয়ে যাবে?**

**🔪 উত্তর :-** স্টাইলের যে কথাটি বলেছেন, তা অবশ্যই ইসলামী কালচার থেকে আসেনি। এখানে এক প্রকারের সাদৃশ্য রয়েছে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজের সঙ্গে, যেটা নবী করিম (সা.) অপছন্দ করেছেন। চুলের একটা স্টাইলকে রাসুল (সা.) নিষেধ করেছেন। সেটা হলো, চতুর্দিক থেকে চুল নিয়ে মাঝখানে উঁচু করে রাখা। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে, এটা ওই নিষিদ্ধ কাজের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এ ধরনের কাজ করা উচিত নয়। আর এর মধ্যে প্রতারণার একটা বিষয়ও আছে। মনে হয় তার মাথায় অনেক চুল, এটা বোঝানোর জন্য এই কাজটি করা হয়ে থাকে।

এই কথা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, আদৌ কি এই স্টাইল কাফেরদের থেকে আমদানি হয়েছে? এর বেশির ভাগই দেখা যাবে কোনো ধর্ম থেকে আসেনি, এটা মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্টাইল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এ ধরনের স্টাইল থেকে নিজেদের বিরত রাখা উচিত।

প্রশ্ন :১৬৪, সম্পত্তির অনেক অংশ যদি ভাঙনের কবলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে পানিতে থাকে, যা এখন জেগে ওঠার সম্ভাবনা নেই, আবার জাগতেও পারে বা না-ও জাগতে পারে। এমন অবস্থায় ওয়ারিশদের অংশ কীভাবে দিতে হবে?

উত্তর :- যেটা নেই, সেটাকে সম্পত্তি বলা হয় না। যেটা আছে, সেটা সম্পত্তি, আর সেটাই বণ্টিত হবে। এটা নদীগর্ভ থেকে উঠে পরিপূর্ণরূপে কারো দখলে চলে এসে যখন মালিকানা সাব্যস্ত হবে, তখন যাদের মালিকানা আসবে তাদেরই উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন :১৬৫, কত টাকা মজুদ থাকলে বা কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে নারীদের জন্য হজ ফরজ হবে?

উত্তর :- আপনার কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় যে খরচ আছে, তার অতিরিক্ত বাড়ি থেকে আরম্ভ করে একেবারে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়া এবং আল্লাহর ঘর থেকে বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত সামর্থ্য যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনার ওপর হজ ফরজ। আমি আপনাকে সুনির্দিষ্ট করে বলে দিব না যে কত টাকা। এই ক্ষেত্রে আপনি যদি দেরি করেন বা হজ আদায় না করেন, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত হজ আদায় না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি গুনাহগার হবেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির ওপর যদি হজ ফরজ হয় আর সে যদি ইচ্ছেকৃতভাবে হজ পালন করতে দেরি করে বা হজ আদায় না করে, তাহলে আমি জানি না, তার ইহুদি বা খ্রিস্টানরূপে মৃত্যু হলো কি না।

প্রশ্ন :১৬৬, ছোটবেলায় আমার মা-বাবা আমার আকিকা দেননি। আমি এখন আমার আকিকা আদায় করেছি। এটা জায়েজ হবে কি?

উত্তর :- প্রথম কথা হচ্ছে, আকিকা মূলত হাদিস থেকে যা বোঝা যায়, যারা সুনাত বলেছেন বা যারা ওয়াজিব বলেছেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা অভিভাবক বা পিতার ওপর ওয়াজিব বা সুনাহ। কিন্তু কোনো ব্যক্তির ওপর সুনাহ বা ওয়াজিব নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘সপ্তম দিনেই তার পক্ষ থেকে আকিকা করা হবে।’ এই আকিকা করবে অভিভাবক বা পিতা। নিজের পক্ষ থেকে নিজের আকিকা করা এটি আলেমদের মধ্যে বিতর্কিত। সুতরাং এখন আর আকিকা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন :১৬৭, আমরা যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি, সেটাতে ৭০ শতাংশ অ্যালকোহল থাকে। এটাতে ওজু নষ্ট হবে কি?

উত্তর :- না, অ্যালকোহলের মাধ্যমে ওজু নষ্ট হবে না। অ্যালকোহল ব্যবহারের বিষয়টি এসেছে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজ করার জন্য যে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এতে অজু নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন :১৬৮, আমি ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি করেছি। ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি করলে জায়েজ হবে কি না?

উত্তর :- ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি করার বিষয় স্পষ্ট মাসয়ালা। যেখানে সুদ রয়েছে, সেখানে ঈমানদার ব্যক্তি সুদ থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আর তোমাদের যে সুদের লেনদেন আছে সব লেনদেনকে তোমরা পরিহার করো। আর যদি এটা করতে না পারো, আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে তোমরা যুদ্ধের ঘোষণা নাও। সুতরাং এখানে যেহেতু সুদের বিষয় আছে, প্রশ্নই আসে না ঈমানদারগণ ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি করবে।

প্রশ্ন :১৬৯, আমাদের মসজিদে আজান দেওয়ার পরে বাংলায় খুতবা দেয়া তখন আমি ইচ্ছে করে খুতবা শেষ হলে মসজিদে যাই, এতে আমার গুনাহ হবে কি?

উত্তর :- খুতবা যদি আপনি না শোনেন, তাহলে সালাতের মধ্যে আপনার উপস্থিতি গণনা হবে না। বাংলায় খুতবা হয় বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন, সেটা আপনি স্পষ্ট করেননি। আমাদের দেশে একটা প্রক্রিয়া আছে সেটা হলো, আজান দেওয়ার পরে ইমাম সাহেব এসে বাংলায় কিছু বক্তব্য দেন। তিনি তিনটি খুতবা দিয়ে থাকেন। এই ধরনের খুতবা বেদাত। এই ধরনের খুতবাতে যদি অংশ গ্রহণ করে না থাকেন, তাহলে আপনি গুনাহগার হবেন না। এই ধরনের খুতবার কোনো বৈধতা নেই।

কিন্তু জুমার আজানের পরে যে খুতবা দেওয়া হয়, আর সেটা যদি বাংলাতে হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। খুতবাতে আপনাকে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে, সেটা বাংলায় হোক বা আরবিতে। কিন্তু এর বাইরে যে অতিরিক্ত আলোচনা সেটা আমরা নিজেরা অবিকার করেছি, যেটাতে অংশগ্রহণ না করলেও হবে। এতে আপনি জুমার ফজিলত থেকে বাদ যাবেন না।

প্রশ্ন :১৭০, আমাদের কোম্পানিতে লিল্লাহ ফান্ড আছে। এই ফান্ডের টাকা বছর শেষে সবাই ভাগ করে নেয়, এটা কি জায়েজ?

উত্তর :- লিল্লাহ ফান্ডের যে পরিচয় আপনি দিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার হয়নি। দ্বিতীয় কথা হলো, কোম্পানির এমডি থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা আছেন—তারা এই টাকা ভাগ করে নেন, তাহলে তো এটা লিল্লাহ ফান্ড মোটেও হলো না। লিল্লাহ ফান্ড হলো, আল্লাহর জন্য যে ফান্ড। এটা সমবায় ফান্ড হতে পারে। আর অফিশিয়ালি যদি এটা বন্টন করার ব্যাপারে কোনো ধরনের অনৈতিকতা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে এটা নাজায়েজ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন :১৭১, সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দিলে সে জান্নাতে যাবে? যাদের সন্তান নেই তারা কীভাবে জান্নাতে যাবেন?

উত্তর :- শুধু জান্নাতে যাওয়ার একটিমাত্র পথ আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, এমনটি নয়। আল্লাহ তাঁর রাসুল (সা.)-এর মাধ্যমে জান্নাতের অনেক পথ আমাদের জানিয়েছেন। যাদের সন্তান আছে, তারা যদি তাদের সন্তানকে সত্যিকারের ইসলামের জ্ঞান দিতে পারে, তাহলে এই সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ হয়তো তাদের জান্নাত দিতে পারেন। কিন্তু যে কথাটি বলেছেন, সেটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো বিষয়ে তথ্য দিতে হলে সেই তথ্য একেবারে সুস্পষ্ট হতে হবে।

এই বক্তব্যটি এসেছে নারীদের ক্ষেত্রে। যদি কারো দুটি মেয়ে সন্তান হয় বা তিনটি মেয়ে সন্তান হয় এবং তাদের যথাযথভাবে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেন, তারপর তাদের একজন যোগ্য দ্বীনদার পাত্রস্থ করেন, তাহলে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ আছে। তখন রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি দুটি কন্যা সন্তান হয়, তখন তিনি বললেন, দুটি কন্যা হলেও হবে। আবার রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, যদি একজনও হয়, তখনও রাসুল (সা.) বললেন, একজন হলেও হবে। তাহলে বোঝা গেল শুধু মেয়ে সন্তানের ব্যাপারে এই কথা বলা আছে। অন্য সন্তানকেও যদি দ্বীনের জ্ঞান দেওয়া হয়, তাহলে তারাও জান্নাতে যেতে পারবেন। কিন্তু তখন এই কথাটি তাদের জন্য প্রমাণিত হবে না। এটা শুধু কন্যা সন্তানের জন্য।

প্রশ্ন :১৭২, আমার এলাকায় পানির পরিমাণ কম। বালতির পানিতে কাপড় ধুয়ে, ওই পানিতে তিনবার বিসমিল্লাহ বলে ফুঁক দিলে পানি কি পাক হবে?

উত্তর :- না, বালতির পানিতে কাপড় ধুয়ে ওই পানিতে তিনবার বিসমিল্লাহ বলে ফুঁক দিলেও ওই পানি আর পবিত্র হবে না।

প্রশ্ন :১৭৩, তাহাজ্জুদের সালাত সর্বনিম্ন কত রাকাত পড়া যাবে?

উত্তর :- তাহাজ্জুদের সালাত সর্বনিম্ন দুই রাকাত পড়তে পারবেন। নফল সালাত কমপক্ষে দুই রাকাত পড়া হচ্ছে সুন্নাহ। তাহাজ্জুদের সালাত কমপক্ষে দুই রাকাত পড়লেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :১৭৪, প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের টাকা নেওয়া যাবে কি না বা এটি হালাল হবে কি না?

উত্তর :- প্রাইজবন্ড এটি সুদভিত্তিক। এখানে সুদের সরাসরি লেনদেন রয়েছে। সুদের ওপর ভিত্তি করেই এটি দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের সুদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি আমাদের পরিহার করতে হবে।  
এই প্রাইজবন্ড যদি সুদভিত্তিক না হয়ে থাকে, যদি প্রাইজবন্ডের এমন কোনো সিস্টেম আবিষ্কার করা হয়, যার সঙ্গে সুদের কোনো সম্পর্ক নেই। সে ক্ষেত্রে এটি জায়েজ হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত যে সমস্ত প্রাইজবন্ডের সিস্টেম আছে, সেগুলো সুদভিত্তিক।

প্রশ্ন :১৭৫, আমি নতুন একটা কবরস্থান বানাতে চাই, এর জন্য কি কোনো নিয়ম আছে?

উত্তর :- কবরস্থানের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। কবরস্থান সংরক্ষণের জন্য আপনি চারদিকে বাউন্ডারি দিতে পারেন। এ ছাড়া আলাদা কোনো নিয়ম কবরস্থানের জন্য নেই।

প্রশ্ন :১৭৬, আমি দীর্ঘ সময় রোজা রাখিনি, ভেঙে ফেলেছি। এখন আমি অনুতপ্ত। এখন আমি কী করব?

উত্তর :- ১৭৭, প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করবেন। আপনার যে অপরাধ বা অনুশোচনা থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। আর আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করলে আল্লাহুতায়াল্লা অবশ্যই কবুল করে নেবেন ইনশা আল্লাহ। আর গুনাহ থেকে কোনো ব্যক্তি যদি তওবা করে থাকেন রসূল (সা.) বলেছেন, গুনাহ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো মনে হচ্ছে যেন তার কোনোই গুনাহ নেই। আপনি এইভাবে তওবা করবেন।

দ্বিতীয় যে কাজটি করবেন, অধিক পরিমাণে ফকির-মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন।  
তৃতীয় কাজ হচ্ছে, নফল যে সমস্ত নফল ইবাদত রয়েছে সেগুলো বেশি বেশি করে আদায় করা।

প্রশ্ন :১৭৮, আসরের নামাজের জন্য অজু করে মোজা পরার পর থেকে ফজরের নামাজের অজুতে মোজার ওপর মাসেহ করা যাবে? অর্থাৎ এশার নামাজের পর মোজা পরেই কি ঘুমাব?

উত্তর :- ধন্যবাদ, আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। যদি আপনি মোজা না খুলে থাকেন, তাহলে ফজরের সালাতে মোজা মাসেহ করতে পারবেন।

প্রশ্ন :১৭৯, মা-বাবা যদি ইসলামী শরিয়াহর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে বলেন, তখন কী করা উচিত?

উত্তর :- মা-বাবা যদি ইসলামী শরিয়াহর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে বলেন, তাহলে তাদের আনুগত্য করবেন না। কারণ, তাদের আনুগত্য সেখানে হারাম। এখানে আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারো আনুগত্যের জায়েজ নেই। এমনকি পিতা-মাতার আনুগত্যও ইসলামী শরিয়তের মধ্যে হারাম হয়ে যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে তিনি আসলেই ইসলামবিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন কি না।

প্রশ্ন :১৮০, আগে জানতাম আওয়াবিনের নামাজ মাগরিবের পরে পড়তে হয়। এখন হুজুরদের বলতে শুনি সকাল ১১টার দিকে পড়তে হয়, কোনটি সঠিক?

উত্তর :- সকাল ১১টার কথা শুদ্ধ নয়। এটা ৯টা থেকে সাড়ে ৯টা হতে পারে। ১১টা বা সাড়ে ১১টার এই সময় আওয়াবিনের নামাজ হবে না। সুতরাং, ১১টায় যিনি বলেছেন তিনি হয়তো সময় সম্পর্কে সে অভিজ্ঞতা রাখেন না।

প্রশ্ন :১৮১, অমুসলিমদের দোকানে মিষ্টি বা অন্য কিছু কি খাওয়া যাবে?

উত্তর :- অমুসলিমদের দোকানোর যে বৈধ খাবার আছে সেগুলো খেতে ইসলামের মধ্যে কোনো ধরনের বাধা নেই। যদি খাবার হারাম হয় তাহলে খাওয়া হারাম হবে। সেক্ষেত্রে মিষ্টি হালাল খাবার। আপনি মিষ্টি খেতে পারবেন। যেমন : আপনি মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি খেতে পারবেন। তবে এটা ব্যক্তির পরহেজগারের ওপর নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি অমুসলিমদের দোকানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সেখানে লেনদেন কম করাই উচিত। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তিনি লেনদেন করতে পারবেন। কারণ, ইসলাম কোনো কিছু কারো ওপর কঠিন করে না।

প্রশ্ন :১৮২, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীরা নফল ইবাদত করতে পারবে না ইবাদত কবুল হবে না, এমন বক্তব্য কি সঠিক?

**🔪 উত্তর :-** নফল ইবাদত করতে নারীদের স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নারীদের সিয়াম পালন করার ক্ষেত্রে। সিয়ামের সঙ্গে স্বামীর হকের সম্পর্ক আছে। সিয়ামের সঙ্গে যেহেতু স্বামীর হকের সম্পৃক্ততা আছে, তাই স্বামীর অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামীর হকের সম্পৃক্ততা নেই সে ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন আপনি নফল ইবাদত করছেন বা জিকির করছেন, এর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।

**📌 প্রশ্ন :১৮৩, আমি হাদিসে পড়েছি যে, নারীরা যদি পারফিউম লাগিয়ে মসজিদে যায়, তাহলে তাদের ফরজ গোসল করতে হবে। অনেক মেয়ে বাইরে ঘুরতে গেলে পারফিউম লাগিয়ে যায়। এমনতেই বাইরে পারফিউম লাগিয়ে গেলেও কি ফরজ গোসল করতে হবে?**

**🔪 উত্তর :-** এই ধরনের কোনো বক্তব্য রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এই ধরনের বক্তব্য যদি কেউ দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হাদিসের নামে জালিয়াতি করেছেন। রাসুল (সা.)-এর যে হাদিসটি বর্ণনা হয়েছে- সেটা হলো, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করলেন, তারপর তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাহলে তিনি এক প্রকার ব্যাভিচারে লিপ্ত হলেন। এই ফেতনার কারণে তিনি এক প্রকারের ব্যাভিচারে লিপ্ত হলেন। এটা তাঁর চোখের ফেতনা, জেনা নয়; যার কারণে তাঁকে ফরজ গোসল করতে হবে।

**📌 প্রশ্ন :১৮৪, হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি অপরাধ করে সবার কাছে প্রকাশ করে তাঁর গুনাহ মার্ফ করা হবে না। ভুল বা অজ্ঞতাবশত যদি সে এটা করে থাকে, এরপর তাঁর করণীয় কী?**

**🔪 উত্তর :-** কোনো ব্যক্তি অপরাধ করার পর যদি মানুষের কাছে প্রকাশ করে নিজের অহংকার দেখানোর জন্য, এই কাজটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এই ধরনের ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, তওবা তার পূর্ববর্তী যত গুনাহের কাজ আছে সবগুলোকে মুছে দেয়। তওবা যদি কেউ করে থাকে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই এই ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেবেন। কোনো বান্দা যদি একেবারে মন থেকে আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ সেই ব্যক্তি যে অপরাধ করে প্রকাশ করে ঘুরে বেড়ায়। এই ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেবেন।

প্রশ্ন :১৮৫, গানবাজনা কি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ?

উত্তর :- প্রাচীন আরবি শব্দে গানের যে ব্যবহার ছিল সেটা হলো আল গানা বা আল গজল। এগুলোর বেশির ভাগই ছিল নারী সম্পর্কিত এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা সম্পর্কিত, উত্তেজনামূলক, বিভিন্ন ধরনের সুর সঙ্গীতের মতো, যেগুলোকে গান বলা হতো। এগুলো ইসলামী শরিয়তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হারাম। গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু বিষয় যেগুলো সামাজিক দিক থেকে বা পারিবারিক দিক থেকে অথবা জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা- এই ধরনের বিষয়। যেগুলোতে হারাম কিছু নেই। এই কথার সঙ্গে সুর যুক্ত করা হলে তা হারাম হবে না।

আর বাজনা প্রাচীন সময়েও ছিল কিন্তু এত আধুনিক ছিল না। তবলা, বেহালা বা সুরের জন্য যেসব বাজনা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো সেই সময়েও ছিল। এগুলো নবী করিম (সা.)-এর সময়ে পছন্দ করেননি। আর সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) এগুলো হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। তাই বাজনা ইসলামী শরিয়াহর মতে একেবারেই হারাম।

প্রশ্ন :১৮৬, ব্যাংকের মুনাফা গরিবদের দান করা কি ঠিক হবে?

উত্তর :- ব্যাংকের মুনাফা গরিব এতিমদের বণ্টন করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। বণ্টন করতে পারবেন।

প্রশ্ন :১৮৭, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীরা নফল ইবাদত করতে পারবে না ইবাদত কবুল হবে না, এমন বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর :- নফল ইবাদত করতে নারীদের স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নারীদের সিয়াম পালন করার ক্ষেত্রে। সিয়ামের সঙ্গে স্বামীর হকের সম্পর্ক আছে। সিয়ামের সঙ্গে যেহেতু স্বামীর হকের সম্পৃক্ততা আছে, তাই স্বামীর অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামীর হকের সম্পৃক্ততা নেই সে ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন আপনি নফল ইবাদত করছেন বা জিকির করছেন, এর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন :১৮৮, কোনো মৃত মানুষকে ফুল দেওয়া ইসলামে জায়েজ আছে কি?

উত্তর :- ফুল দেওয়ার কোনো রীতিনীতি আমরা ইসলাম থেকে পাইনি। কোরআন হাদিসের কোনো বক্তব্য থেকে এটা প্রমাণিত হয়নি যে, ইসলাম ফুল দেওয়াকে উৎসাহিত করেছে। ফুল দিয়ে কাউকে সন্মান জানানো, কাউকে প্রদর্শন করা, সালাম জানানো, কাউকে পূজা করা

ইত্যাদি, এই পদ্ধতি ইসলামের পদ্ধতি নয়। এটি ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আমাদের মধ্যে এসেছে। যদি এটা আমাদের সংস্কৃতিতে থাকত, তাহলে আমরা অবশ্যই নবী করিম (সা.)-এর আমলে দেখতাম, সাহাবিদের আমলে দেখতাম। কিন্তু এগুলো আমরা কখনো দেখিনি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই কাজটি যে সংস্কৃতি থেকে এসেছে তারা ফুলের মাধ্যমে নিজেদের উপাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যদি অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মুসলিমরা গ্রহণ করে তাহলে এটি একেবারেই গর্হিত কাজ হবে এবং কোনো না কোনো পর্যায়ে কুফরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই এটা কোনোভাবেই জায়েজ নেই।

সর্বশেষ কথাটি হলো, এর মাধ্যমে কোনো ফায়দা নেই। যদি বিবেক দিয়ে বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়, তাহলে বোঝা যাবে যারা এই কাজটি করছেন তারা একেবারেই অন্য কালচারের অনুসরণ করছেন। এই কাজটি কোনোভাবেই বিবেকসম্মত নয়। ইসলাম কোনোভাবেই এটাকে অনুমোদন দেয় না।

**প্রশ্ন :১৮৯, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সুরা ফালাক, নাস, ইখলাস পড়া এবং ঘুমের সময় এগুলো পড়া বা সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া কি ঝাড়ফুঁকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?**

**উত্তর :-** হ্যাঁ, এগুলো ঝাড়ফুঁকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের ঝাড়ফুঁক করা জায়েজ রয়েছে। যদি কেউ চান এগুলো পড়ে ফুঁক দিতে পারেন। তবে ফুঁক না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। এগুলো এমনিতেই পড়লে এর ফজিলত পেয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :১৯০, কোরআন, হাদিস কম জানার জন্য জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। সহজে কীভাবে দ্বীনি শিক্ষা নিতে পারি?**

**উত্তর :-** আল্লাহ বলেছেন যে, কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তোমরা সহজে উপদেশ গ্রহণ করতে পার। সুতরাং কোরআন, হাদিস বা ইসলামী জ্ঞান নেওয়া কোনো কঠিন বিষয় না। এটা আমরা কঠিন করে নিয়েছি। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং এগুলো সহজ। এর জন্য সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, এখন কোরআন হাদিসের মৌলিক জ্ঞানের ওপর অনেক বই বের হয়েছে। সেগুলো থেকে আপনি নির্ভরযোগ্য লেখক যারা কোরআন ও হাদিসের সহিহ বক্তব্য লিখেছেন বা কোরআন হাদিসের সহিহ সূত্রে লেখা, এই ধরনের কয়েকটি বই যদি আপনি পড়েন এবং ভালো করে বোঝার জন্য চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি খুব সহজে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। আর যখনই কোনো মাসয়ালার বিষয়ে সংশয় তৈরি হবে তখন কোনো যোগ্য

আলেমের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে নেবেন, তাহলে আপনি সহজে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

আরেকটি পদ্ধতি হলো, ইমানদার ব্যক্তিগণ সব সময় আল্লাহর কাছে হেদায়েতের জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে বান্দা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন :১৯১, সুরা আল মুলক পড়ার সঠিক সময় কখন?

উত্তর :- আপনি সুরা আল মুলক রাতে পড়তে পারেন। সুরা আল মুলক রাতে পড়াই ভালো।

প্রশ্ন :১৯২, সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করা কি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে? শোনা যায়, সকাল-সন্ধ্যা তিলাওয়াত করলে ৭০ হাজার ফেরেসতা দোয়া করে এটা কি সঠিক?

উত্তর :- এই মর্মে যে হাদিসগুলো রয়েছে সবই সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, এটি সুন্নাহ এবং এর ফজিলতের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলা হয়েছে কোনোটিও সঠিক নয়। বাকি সুরাতুল হাশরের শেষ তিন আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ হলো, এর মধ্যে আল্লাহর আসমাউল হুসনায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসমা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলো আল্লাহ এই তিন আয়াতের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তাই কেউ যদি এগুলো নিয়মিত তিলাওয়াত করেন, তাহলে করতে পারেন। এর যে ফজিলত আছে সেটি তিনি পাবেন। কিন্তু আপনি যে ফজিলতের কথা বলেছেন, সেটি সহিহ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।

প্রশ্ন :১৯৩, মাতা-পিতাকে কি মা-বাবা বলা যাবে? নাকি এটা হিন্দুদের কালচার? ইসলামে মাতা-পিতাকে কী সম্বোধনে ডাকা উত্তম?

উত্তর :- মা এবং বাবা দুই নামেই ডাকা জায়েজ। আর এটা এমনই পরিচিত শব্দ যে, প্রায় সব জায়গাতেই এই ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং, ইসলামী শরিয়তের মধ্যে এই শব্দ ব্যবহার করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। হিন্দু কালচারের সঙ্গে এর সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন :১৯৪, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর শরীর মুছে আবার গোসল করানো যাবে? একাধিকবার গোসল করানো যাবে কি?

উত্তর :- একাধিকবার গোসল করানো প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। গোসল একবার করাই যথেষ্ট। পরিপূর্ণ গোসল যদি একবার হয়, তাহলে মাইয়াতের জন্য একবার শরীর মুছে আবার গোসল করাতে হবে বা তিনবার গোসল করাতে হবে এ ধরনের নির্দেশনা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু

যদি মনে হয় শরীরে ময়লা রয়েছে এটা দূর করা দরকার, তাহলে তার জন্য আবার গোসল করানোর জায়েজ রয়েছে।

প্রশ্ন :১৯৫, মৃত ব্যক্তিকে কাফনের সাদা কাপড় ডান দিক থেকে না বাম দিক থেকে মোড়াতে হয়?

উত্তর :- কাফনের কাপড় ডান দিক থেকে মোড়ানো হলো সুন্নাহ। এ ধরনের কাজ যিনি করবেন, তিনি রাসুল (সা.) যেভাবে করেছেন সেভাবে করবেন। নবী করিম (সা.) যে কাজগুলো ভালো, সেগুলো ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

প্রশ্ন :১৯৬, সিজদাহর ১৫ নম্বর আয়াতে একটা সিজদাহ আছে। এই সিজদাহটা কি আমি সুরা শেষ করে দিতে পারব? নাকি যখনই সিজদাহর আয়াত আসবে তখনই দিতে হবে?

উত্তর :- যখনই তিলাওয়াত করবেন তখনই সিজদাহ দেবেন। তিলাওয়াতের জন্য আমরা যে সিজদাহ দিয়ে থাকি, এটি আপনি যখনই তিলাওয়াত করবেন তখনই সিজদাহ দেবেন। সুন্নাহ হচ্ছে তখনই সিজদাহ দেওয়া। এটাকে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। সুতরাং, যখনই তিলাওয়াত হবে তখনই সিজদাহ হবে, তিলাওয়াত শেষ করে নয়। তিলাওয়াত শেষ করে সিজদাহ দেওয়া এই কাজটি ভুল। কিন্তু যদি কোনো কারণে তিনি ভুলে যান, তাহলে তার যখনই মনে পড়বে তখনই তিনি সিজদাহ দেবেন।

প্রশ্নঃ ১৯৭, মাগরিবের ওয়াক্তে দুখুলুল মসজিদ (তাহিয়াতুল মসজিদ) নামাজ পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। আজানের পরেই নামাজ শুরু হয়ে যায়। তাহলে কীভাবে এই নামাজ পড়া যাবে? নাকি না পড়ে বসে যাবে?

উত্তর :- যদি সালাত আদায়ের সময় না থেকে তাহলে তিনি ফরজ সালাতের জন্য অপেক্ষা করবেন। আপনি মসজিদে বসবেন না। আর যদি দুই রাকাত সালাত পড়ার মতো সময় থাকে তাহলে পড়ে নেবেন। আর যদি দুই রাকাত সালাত পড়ার মতো সময় না থাকে তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন ফরজ সালাতের জন্য।

প্রশ্ন :১৯৮, রাতে ঘুমানোর আগে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ার জন্য বিশেষ কোনো ফজিলত আছে কি?

উত্তর :- হ্যাঁ, এর ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। রাতে ঘুমানোর আগে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে, তাহলে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো’

কী যথেষ্ট হবে- এ নিয়ে ওলামায়ে-কেরামরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তিনি আল্লাহর হেফাজতে থাকবেন। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো ধরনের ক্ষতি বা শয়তানের ক্ষতি থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। কেউ কেউ বলেছেন, জাদু-টোনা থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, নবী করিম (সা.) একটি কমন শব্দ বলেছেন ‘তার জন্য যথেষ্ট’।

সুতরাং এটি আজাব থেকে যথেষ্ট হবে, এটি বান্দাকে হেফাজত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

**প্রশ্ন :১৯৯, নামাজের প্রতি রাকাতে আলহামদুলিল্লাহ সুরা এবং অন্য সুরার আগে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে শুরু করতে হবে নাকি নামাজের শুরুতে পড়লেই হবে?**

**উত্তর :-** নামাজে সুরা ফাতিহা যখন তিলাওয়াত করবেন তখন বিসমিল্লাহ পড়বেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, এইভাবে তিলাওয়াত করবেন। প্রত্যেক রাকাতেই বিসমিল্লাহ পড়ে সুরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াত করবেন।

**প্রশ্ন :২০০, সুরা আল বাকারা এবং সুরা আল ইমরান পড়লে কেয়ামতের দিন ছায়া হবে। এই সুরা দুইটির কিছু অংশ প্রতিদিন পড়লে হবে, নাকি সম্পূর্ণ সুরা পড়তে হবে?**

**উত্তর :-** সুরা আল বাকারা এবং সুরা আল ইমরান পড়লে কেয়ামতের দিন ছায়া হবে, এই মর্মে রাসুল (সা.)-এর সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং, কোনো সন্দেহ নেই যিনি সুরা আল ইমরান এবং সুরা বাকারা নিয়মিত তিলাওয়াত করবেন তিনি এই ফজিলত লাভ করবেন। যেহেতু এই দুটি সুরা অনেক দীর্ঘ, কেউ যদি এই দুটি সুরা নিয়মিতভাবে তিলাওয়াত করে যান, তাহলে তিনি যতটুকু তিলাওয়াত করেছেন, পরের দিন বাকিটা তিলাওয়াত করবেন। এইভাবে যদি তিনি তিলাওয়াত করেন, তাহলে আল্লাহর রাসুল (সা.) এই ব্যাপারে যে ফজিলতের কথা বলেছেন সেই ফজিলত তিনি পাবেন। এ জন্য শর্ত নয় যে, তাকে পুরো সুরা বাকারা এবং সুরা আল ইমরান প্রতিদিন পড়ে শেষ করতে হবে।

**প্রশ্ন :২০১, একই রাকাতে সুরা ফাতিহা একাধিকবার পড়া যাবে কি?**

**উত্তর :-** সালাতের মধ্যে সুরাতুল ফাতিহা একাধিকবার পড়া জায়েজ নেই। এটা একাধিকবার পড়া সাহাবিদের আমল বা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। সুরা ফাতিহা শুধু একবার পড়বেন। এ ছাড়া আপনি যদি অন্য কোনো সুরা পুনরায় করতে চান, তাহলে পড়তে পারবেন। কিন্তু সুরা ফাতিহা একবার পড়লেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :২০২, ওমরাহ করার সময়, তাওয়াফ করার সময় আমরা নারীরা কি মুখের ঢাকনা খুলতে পারব?

উত্তর :- এই ব্যাপারে নবী করিম (সা.)-এর যে হাদিসটি আছে সেটা হলো, নারীরা নিকাব ব্যবহার করবেন না। নিকাব ব্যবহার করা আর মুখ খোলা রাখা এক কথা নয়। নিকাব একটা সুনির্দিষ্ট পোশাককে বলা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে মুখ ঢাকা হয়ে থাকে। তিনি নিকাব ব্যবহার করবেন না। তিনি বড় ওড়না ব্যবহার করবেন, যাতে করে তার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে অন্য পুরুষদের কাছে।

প্রশ্ন :২০৩, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরাধ করে প্রকাশ করে বেড়ায় তার গুনাহ মাফ করা হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে সে যদি তার ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে, তাহলে কি তার গুনাহ মাফ করা হবে?

উত্তর :- গুনাহের কাজ করার পরে সেটা লোকদের কাছে নিজের অহংকার দেখানোর জন্য প্রকাশ করে, এই কাজটি আল্লাহর কাছে একেবারেই অপছন্দনীয় কাজ। আল্লাহ এই ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। এই ধরনের ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে তার ভুল বুঝতে পারেন এবং তওবা করেন, তাহলে আল্লাহ তার এই ভুল ক্ষমা করে দেবেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, তওবা করার পর তার পূর্ববর্তী যত গুনাহ আছে সবটাকে মুছে দেওয়া হয়। সুতরাং, তওবা যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ এই ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু অবশ্যই তাকে সত্যিকারভাবে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন :২০৪, আমার স্বর্ণ আছে। এত বছর ধরে আমি এগুলোর জাকাত দিয়ে আসছিলাম। এখন শুনেছি, ব্যবহৃত স্বর্ণের আর জাকাত দিতে হবে না। আমার ছেলেরও ১৫-২০ ভরির মতো স্বর্ণ আছে। ওর কি জাকাত দিতে হবে?

উত্তর :- এই মাসয়ালাটি ব্যবহৃত স্বর্ণের বিষয়ে। আমরা বলেছি যে, এই ব্যাপারে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, জাকাত দিতে হবে। আরেকদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, জাকাত দিতে হবে না। জাকাত দিতে হবে না বক্তব্যটিকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। কেউ যদি আমাদের বক্তব্যটি গ্রহণ করেন, তাহলে তার জাকাত না দিলেও হবে। কারণ, ইসলামে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ব্যবহৃত স্বর্ণ আসে না। ব্যবহারের জন্য যে কোনো সম্পদ যেটা স্বর্ণ, বাড়ি, গাড়ি হোক বা অন্য কিছু হোক যদি ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম এগুলোর ওপর কোনো জাকাত বা

আল্লাহর হুকুম বর্তায় না। তাই এই মাসয়ালাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। তবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে জাকাত দিতেও পারেন। তাহলে আপনি সদকা করার ফজিলত পাবেন যদি আপনার কাছে সেই সামর্থ্য থাকে।

যদি কারো শুধু স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিনি কোথা থেকে জাকাত দিবেন, তাকে সেই স্বর্ণ ভেঙে ফেলতে হবে। অলংকার সৌন্দর্যের বিষয়, এটা নষ্ট করার জন্য ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে স্বামীর কাছে থেকে, ভাইয়ের কাছে থেকে টাকা নিয়ে জাকাত আদায় করেন। এটা জাকাত আদায়ের পদ্ধতি নয়। এই জন্য আমরা এই বিষয়টি বলেছি। সুতরাং, ব্যবহৃত সম্পদের ওপর জাকাত আসবে না।

**প্রশ্ন : ২০৫, এমন কোনো ক্লাবের সদস্য হওয়া কি ইসলামী দৃষ্টিতে ঠিক হবে, যাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, বিভিন্ন সামাজিক কাজও করে এবং এর সঙ্গে তাদের বারও আছে, সেখানে তারা ওয়াইন বা মদ বিক্রি করে?**

**উত্তর :-** ইমানদার ব্যক্তি, মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমোদন দেয় না, এই ধরনের কোনো কাজে যোগ দেবেন না। এই ধরনের কাজ তাদের জন্য হারাম, জায়েজ নেই। শুধু সম্পৃক্ততা নয় বরং আল্লাহ সুরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন, পাপের কাজে এবং সীমা লঙ্ঘনের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারবে না। সুতরাং, সম্পৃক্ততা তো দূরের কথা সহযোগিতা করাটাও হারাম। তাই এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব, যেটা সরাসরি কিছু হারামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যদি কোনো ইমানদার ব্যক্তি জানেন, তাহলে তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না। এটা তার জন্য হারাম। এর সদস্য পদ গ্রহণ করা জায়েজ নেই এবং এর সহযোগিতা করাও জায়েজ নয়।

**প্রশ্ন : ২০৬, মৃত্যুর আগে পরিবারের সদস্যরা জালালি খতম দেন। এটা কি শরিয়তসম্মত?**

**উত্তর :-** এই ধরনের খতমের শরিয়াহসম্মত কোনো ভিত্তি নেই। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির জন্য সদকা করতে পারেন। তার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করবেন এবং তার এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সদকা করবেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, সদকা মানুষের এই সমস্ত ভুল-ত্রুটিকে মুছে দেয় যেমনভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। সুতরাং, এই সময় তার পক্ষ থেকে বেশি করে সদকা করবেন, দোয়া করবেন। এমন কোনো কাজ এই সময় করবেন না যে কাজ রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি অথবা যে কাজের ইসলামী শরিয়তে কোনো ধরনের অনুমোদন নেই, বেদাতি কাজ।

প্রশ্ন :২০৭, জন্মের একদিন পরে আমার বাচ্চা মারা গেছে। এই সম্পর্কে নবী (সা.) কী বলেছেন?

উত্তর :- আপনার বাচ্চা মারা গেছে, এই জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করুন। আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করতে হবে। রাসুল (সা.)-এর সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পিতামাতার যদি ইমানের ওপর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের সন্তানেরা কিয়ামতের দিন পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আপনাদের এই সন্তানকে যেন আল্লাহ আপনাদের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ করে দেন। এই জন্য শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই পিতামাতাকে ইমানের ওপর মৃত্যু হতে হবে। তিন নম্বর বিষয় হলো, আপনি আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন। দোয়া করা জায়েজ, সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন :২০৮, জুমার আগে মসজিদে কয় রাকাত সূনাত পড়ব?

উত্তর :- জুমার সালাতের আগে সূনাতের রাকাত নির্দিষ্ট নেই। আপনি যখন মসজিদে যাবেন তখন ইমাম আসার আগ পর্যন্ত যতটুকু পারেন ততটুকু পড়বেন। কিন্তু ইমাম আসার পরে আর পড়তে পারবেন না। ইমাম আসার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম খুতবার জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন তখন তিনি খুতবা শুনবেন। দুই রাকাত দুই রাকাত করে আপনি চার রাকাতও পড়তে পারেন, ছয় রাকাতও পড়তে পারেন বা আরো বেশি পড়তে পারেন। তবে সর্বনিম্ন দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে আপনাকে বসতে হবে। যে নামাজ না পড়ে মসজিদে বসা সূনাতের পরিপন্থী।

প্রশ্ন :২০৯, বিতরের নামাজ কত রাকাত? পুরুষ ও মহিলারা নামাজের নিয়ত কীভাবে করবে এবং তারা কি একইভাবে নামাজ পড়বে?

উত্তর :- বিতরের সালাতের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। এক রাকাত থেকে আপনি ১১ রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারবেন। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। তবে বেশির ভাগ ওলামায়ে কেরাম তিন রাকাতের ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন। আপনি তিন রাকাতও আদায় করতে পারেন।

পুরুষ এবং নারীদের সালাতের নিয়তের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য আছে বলে রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিসেও সাব্যস্ত হয়নি। নবী করিম (সা.) এভাবে সালাতের বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।

সুতরাং, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, নারী ও পুরুষের সালাতের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য করেছেন, তা প্রমাণিত হয়নি।

প্রশ্ন :২১০, দ্বিতীয় জামাতে একামত দেওয়া যায়?

উত্তর :- জামাতের জন্য সুন্নাহ হচ্ছে একামত দেওয়া। যখন জামাত শুরু হবে তখন একামত দিয়েই জামাত শুরু হবে। দ্বিতীয় জামাত বা তৃতীয় জামাত যত জামাত হোক না কেন, জামাতের জন্য সুন্নাহ হলো একামত দেওয়া। সব জামাতে একামত দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন :২১১, এশার নামাজের কাজা আদায়ের সময় কি বিতরের সালাত আদায় করতে হবে?

উত্তর :- বিতরের সালাতের কাজা নেই। কিন্তু বিতরের সালাত যদি কেউ নিয়মিত করেন, তাহলে এই সালাতের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার জন্য তিনি পরবর্তী দিবসে সালাত আদায় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি দিনের বেলায় দুই রাকাত দুই রাকত করে চার রাকাত সালাত আদায় করে নেবেন। তাহলে সালাতের মধ্যে আপনার নিয়মিত করার অবস্থাটা ঠিক থাকবে। সালাতের মাঝখানে কোনো ধরনের বিরতি আসবে না। ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। এই কারণে এটা পড়া হয়। এটাকে কাজা বলা যায় না।

প্রশ্ন :২১২, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফজিলত সংক্ষেপে জানতে চাই?

উত্তর :- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, এটা এমন একটা নদীর মতো যে নদী আপনার ঘরের দরজায় প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে আর এই নদীতে আপনি পাঁচবার গোসল করার পরে আপনার শরীরে যেমন কোনো ময়লা-আবর্জনা থাকবে না, ঠিক আপনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তাহলে আপনি অপরাধ এবং গুনাহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যাবেন। একটি সালাতের পরে আরেকটি সালাত, এরপর আরেকটি সালাত- এভাবে আদায় করলে বান্দা পুরা দিনের তার যত সগিরা গুনাহ রয়েছে, ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সবটাকে আল্লাহ মুছে দিয়ে একেবারেই আপনার আমলনামা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

প্রশ্ন :২১৩, সঞ্চয়পত্রের লাভ নেওয়া কি সুদ হবে?

উত্তর :- সঞ্চয়পত্রের পরিপূর্ণ লেনদেনটাই সুদের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। আপনি এই লেনদেনের যে পরিপূর্ণ যুক্তি বা তথ্য আছে, সেগুলো দেখে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :২১৪, আমি জুমার দিন রোজা থাকতে চাচ্ছি। আমি কি শুধু শুক্রবারে রোজা থাকব না বৃহস্পতিবার শুক্রবার মিলিয়ে রোজা রাখব?

উত্তর :- জুমার দিন রোজা রাখার কোনো বিধান নেই। শুধু জুমার দিন সিয়াম পালন করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। যদি আপনি সিয়াম পালন করতে চান তাহলে বৃহস্পতি শুক্র একসঙ্গে অথবা শুক্র শনি একসঙ্গে সিয়াম পালন করবেন। দুই দিনের সিয়াম পালন করবেন। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ও সোমবার সিয়াম পালন করা। যেহেতু রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনার দুটি আমল হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে বড় মর্যাদার আমল হলো, বান্দার নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছে এই অবস্থায় পেশ করা হবে যে বান্দা সিয়াম পালন করছে। এটা আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন :২১৫, ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর মতে শাকসবজির জাকাত দিতে হবে, কোনো নিসাব নেই। আর অন্যদের মতে শাকসবজির জাকাত দিতে হবে না। কোরআন হাদিসের মতে কোনটি সঠিক?

উত্তর :- আপনি যে ইমাম (রা.) ব্যাপারে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেটি যথার্থ নয়। এটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। শাকসবজির জাকাত দিতে হবে না, এটাই বিশুদ্ধ বক্তব্য। এই মর্মে একাধিক সাহাবায়েকেরামের বক্তব্য সাব্যস্ত হয়েছে। শাকসবজি গুদামজাত করা যায় না অথবা সংরক্ষণ করা যায় না, তাই সেগুলোর জাকাত হবে না। এগুলো পচনশীল বস্তু।

প্রশ্ন :২১৬, আমার করোনা পজিটিভ হয়েছে। তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি কোনটি? তায়াম্মুমের সহজ পদ্ধতি একটু যদি বলতেন?

উত্তর :- তায়াম্মুম দীর্ঘ আলোচনার একটি বিষয়। তায়াম্মুম সম্পর্কে মূল কথা হলো, তায়াম্মুম মাটি বা মাটি জাতীয় অথবা মাটির ওপর কোনো কিছু যদি বৃদ্ধি পায় সেটার ওপর তায়াম্মুম করা জায়েজ। দেওয়াল যদি মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এবং মাটি আছে মনে হয় তাহলে সে দেওয়ালে আপনি তায়াম্মুম করতে পারবেন।

তায়াম্মুম করার জন্য আপনি মাটিতে বা মাটি জাতীয় বস্তুতে হাত রাখবেন। মাটিতে হাত রাখার পর আপনি মুখমণ্ডল মাসেহ করবেন, তারপর দুই হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করে নেবেন। এটাই হচ্ছে তায়াম্মুম। এর আগে আপনাকে অবশ্যই তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত করতে হবে। আমরা খুব সংক্ষেপে আপনাকে বলেছি। আর প্রত্যেকটি মাসয়ালার মধ্যে আলেমদের দীর্ঘ বক্তব্য এবং দ্বিমত আছে।

প্রশ্ন :২১৭, নামাজের মধ্যে মনোযোগী হওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে কি সুরা কেরাত পড়া যাবে?

উত্তর :- নামাজের মধ্যে চোখ বন্ধ করে সুরা-কেরাত পড়া সুন্নাহপরিপন্থি করা কাজ। কেউ কেউ এটাকে হারামও বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে সুন্নাহপরিপন্থি বেদাতি কাজ বলেছেন। তাই যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, চোখ বন্ধ করলে তার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, তার এই বক্তব্যটুকু সঠিক নয়। বরং এটা ভুল কাজ। মনোযোগের জন্য কোরআনে কারিম তিলাওয়াত করতে হলে চোখ খুলে রাখলেই মনোযোগ বেশি হয়। মনোযোগ বৃদ্ধি করার জন্য চোখের প্রয়োজন রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে আপনার মনোযোগ তৈরি হয় না। ফলে রাসুল (সা.)-এর নির্দেশনা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাগণ চোখ খোলা রেখেই সালাত আদায় করবে, চোখ বন্ধ করে নয়। এই জন্য চোখ বন্ধ করে সুরা-কেরাত তিলাওয়াত করা জায়েজ নেই।

প্রশ্ন :২১৮, ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর মতে শাকসবজির জাকাত দিতে হবে, কোনো নিসাব নেই। আর অন্যদের মতে শাকসবজির জাকাত দিতে হবে না। কোরআন হাদিসের মতে কোনটি সঠিক?

উত্তর :- আপনি যে ইমাম (রা.) ব্যাপারে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেটি যথার্থ নয়। এটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। শাকসবজির জাকাত দিতে হবে না, এটাই বিশুদ্ধ বক্তব্য। এই মর্মে একাধিক সাহাবায়েকেরামের বক্তব্য সাব্যস্ত হয়েছে। শাকসবজি গুদামজাত করা যায় না অথবা সংরক্ষণ করা যায় না, তাই সেগুলোর জাকাত হবে না। এগুলো পচনশীল বস্তু।

প্রশ্ন :২১৯, আমার করোনা পজিটিভ হয়েছে। তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি কোনটি? তায়াম্মুমের সহজ পদ্ধতি একটু যদি বলতেন?

উত্তর :- তায়াম্মুম দীর্ঘ আলোচনার একটি বিষয়। তায়াম্মুম সম্পর্কে মূল কথা হলো, তায়াম্মুম মাটি বা মাটি জাতীয় অথবা মাটির ওপর কোনো কিছু যদি বৃদ্ধি পায় সেটার ওপর তায়াম্মুম করা জায়েজ। দেওয়াল যদি মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে এবং মাটি আছে মনে হয় তাহলে সে দেওয়ালে আপনি তায়াম্মুম করতে পারবেন।

তায়াম্মুম করার জন্য আপনি মাটিতে বা মাটি জাতীয় বস্তুতে হাত রাখবেন। মাটিতে হাত রাখার পর আপনি মুখমণ্ডল মাসেহ করবেন, তারপর দুই হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করে নেবেন। এটাই হচ্ছে তায়াম্মুম। এর আগে আপনাকে অবশ্যই তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত করতে হবে। আমরা

খুব সংক্ষেপে আপনাকে বলেছি। আর প্রত্যেকটি মাসয়ালার মধ্যে আলেমদের দীর্ঘ বক্তব্য এবং দ্বিমত আছে।

**প্রশ্ন :২২০, নামাজের মধ্যে মনোযোগী হওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে কি সুরা কেরাত পড়া যাবে?**

**উত্তর :-** নামাজের মধ্যে চোখ বন্ধ করে সুরা-কেরাত পড়া সুন্নাহপরিপন্থি করা কাজ। কেউ কেউ এটাকে হারামও বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে সুন্নাহপরিপন্থি বেদাতি কাজ বলেছেন। তাই যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, চোখ বন্ধ করলে তার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, তার এই বক্তব্যটুকু সঠিক নয়। বরং এটা ভুল কাজ। মনোযোগের জন্য কোরআনে কারিম তিলাওয়াত করতে হলে চোখ খুলে রাখলেই মনোযোগ বেশি হয়। মনোযোগ বৃদ্ধি করার জন্য চোখের প্রয়োজন রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে আপনার মনোযোগ তৈরি হয় না। ফলে রাসুল (সা.)-এর নির্দেশনা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাগণ চোখ খোলা রেখেই সালাত আদায় করবে, চোখ বন্ধ করে নয়। এই জন্য চোখ বন্ধ করে সুরা-কেরাত তিলাওয়াত করা জায়েজ নেই।

**প্রশ্ন :২২১, অজুর ক্ষেত্রে ঘাড় মাসেহ করার ব্যাপারে কী বলবেন? এটা কি বেদাত নাকি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত?**

**উত্তর :-** অজুর মধ্যে ঘাড় মাসেহ করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে, ঘাড় মাসেহ করার ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর কোনো হাদিস সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং, এই আমলটি সুন্নাহসম্মত নয়। এই ক্ষেত্রে ওলামায়ে-কেরামদের মধ্যে যারা ঘাড় মাসেহ করা সুন্নাহ অথবা মুত্তাহাব বলেছেন, এর সপক্ষে কোনো ধরনের দলিল নেই।

**প্রশ্ন :২২২, আমার দুইটা বাচ্চা আছে। সামর্থ্য না থাকার কারণে এখনও একজনের আকিকা করতে পারিনি। আমার প্রশ্ন হলো, কত বছর পর্যন্ত আকিকা করা যায়?**

**উত্তর :-** সামর্থ্য না থাকলে আকিকা করা সুন্নাহ নয়। আকিকা করার সুন্নাহ হচ্ছে, সামর্থ্য থাকা। এই ক্ষেত্রে আকিকা করা আপনার জন্য সুন্নাহ নয়। সুতরাং, আপনি যদি সামর্থ্যবান হন, তাহলে পরবর্তীতে আকিকা করতে পারেন, একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি সে শিশু বয়সে থাকে, দুই বছরের মধ্যে যদি বয়স থাকে, তাহলে একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তার আকিকা করা জায়েজ রয়েছে। তবে এই মাসয়ালার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তিনি যে কোনো সময় আকিকা করে দিতে পারবেন। আরেকদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যেহেতু আকিকার হক হচ্ছে এই সময় আর এই সময়ের

মধ্যে যেহেতু তিনি আকিকা করেননি, তাই আকিকা আর না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু আপনার আকিকা করার কোনো সামর্থ্যই নেই সুতরাং, আপনার ওপর আকিকার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন :২২৩, মেডিকেলে পড়ার সময় অনেক সময় কঙ্কাল কেনা লাগে বা মানুষের দেহ কাটাছেড়া করতে হয়। মুসলিমদের জন্য অন্য কোনো মুসলিমের দেহ কাটাছেড়া করা বা কঙ্কাল কেনা কি নিষিদ্ধ? আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের এটা করতেই হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর :- মুসলিমদের জন্য অন্য কোনো মানুষের দেহ কাটাছেড়া করা জায়েজ নেই, এই ধরনের বক্তব্য সঠিক নয়। কেউ না বুঝে আপনাকে এই বক্তব্য দিয়েছেন। মুসলিম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির দেহ কাটাছেড়া করা হারাম, জায়েজ নেই। পোস্টমটেম, মেডিকেলে শিক্ষার প্রয়োজনে, এমন কোনো প্রয়োজন যদি দেখা দেয়, যার জন্য কাটাছেড়া করতে সে বাধ্য হয়, তাহলে সেটা তার জন্য জায়েজ রয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজে ইসলাম অনুমোদন দেয়। যেমন: অপারেশন করা জায়েজ। যদি শিক্ষার জন্য কোনো লাশ, খুলি বা কঙ্কাল ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে যতটুকু প্রয়োজন রয়েছে ততটুকু ব্যবহার করা তার জন্য জায়েজ। তবে মানুষ মারা গেছে বলেই সব লাশ কঙ্কাল করতে হবে বা কাটাছেড়া করতে হবে, এই ধরনের কাজ জায়েজ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, ততক্ষণ ইসলাম এই কাজটিকে অনুমোদন দেবে।

প্রশ্ন :২২৪, জুমার দিন মৃত ব্যক্তির আত্মা মসজিদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং আত্মীয়-স্বজনদের বলে আমাদের জন্য দোয়া করো, এই কথাটি কি কোরআন-সুন্নাহসম্মত?

উত্তর :- আপনার এই বক্তব্যটি একেবারেই সঠিক নয়। যিনি বলেছেন, তিনি ভুল বলেছেন। এটি রাসুল (সা.)-এর কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার কী হবে সেটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যদি তিনি ইমানদার হন, আল্লাহর নেকবান্দা হন, তাহলে ইল্লিনে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। আর যদি পাপী, পাপাচারী হয়, তাহলে সিজ্জিনে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা যদি স্বাধীনভাবে মানুষের কাছে আসা-যাওয়া করতে পারে, তাহলে মৃত্যুর বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা পরবর্তী জন্ম, এক দেহ থেকে আরেক দেহতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে- এই ধরনের আকিদাতে বিশ্বাস করে থাকে,

তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই ধরনের বিষয়। এইগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**প্রশ্ন :২২৫, আমরা যখন হাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তখন কি মোনাজাত শেষে মুখ মাসেহ করতে হবে?**

**উত্তর :-** মুখ মাসেহ করার বিষয়ে যে হাদিসটি রয়েছে, সে হাদিসটিকে একদল ওলামায়ে কেরাম দুর্বল বা গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। সুতরাং, কেউ যদি মুখ মাসেহ না করেন, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আবার যদি কেউ ওই হাদিসটি মেনে আমল করেন, তাহলে বলা যাবে না যে তিনি ভুল কাজ করেছেন, গর্হিত কাজ বা বেদাত করেছেন। কারণ, ওই হাদিসটি অনেকে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসটি সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

**প্রশ্ন :২২৬, অজু করার সময় কি কথা বলা যাবে?**

**উত্তর :-** হ্যাঁ, অজু করার সময় কথা বলা যাবে। এই সময় কথা বলা হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। শুধু সালাতের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া আর যত ইবাদত আছে প্রত্যেকটি ইবাদতের মধ্যে কথা বলা জায়েজ। খাওয়ার সময় এবং অজু করার সময়ও কথা বলা জায়েজ রয়েছে।

**প্রশ্ন :২২৭, বিতর নামাজের সময় কি রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে?**

**উত্তর :** রাফউল ইয়াদাইন বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় সেই রাফউল ইয়াদাইন বিতরের সালাতে নেই। বিতরের সালাতের সময় রাফউল ইয়াদাইন আছে সেটা হলো হাত তুলে দোয়া করা। এই ব্যাপারে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা মিথ্যা হাদিস। বিতরের সালাতের সময় উল্টা তাকবির নামে যে রাফউল ইয়াদাইন করা হয়ে থাকে, সেটা সহিহ কোনো রেওয়াজ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।

**প্রশ্ন :২২৮, ইসলামে রিসালাত বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর :-** রিসালাত একটি দীর্ঘ বিষয়। রিসালাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, ম্যাসেজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব বান্দা যুগে যুগে নবুওয়্যাত এবং রিসালাতের পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন রাসুল। এটা স্বীকার করতে হবে যে, রাসুল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বান্দা এবং রাসুল। এখানে মৌলিক কথা হলো, তিনি আল্লাহর বান্দা, দ্বিতীয় হচ্ছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল, তৃতীয় হলো, তিনি সর্বশেষ রাসুল। চার নম্বর হলো, তিনি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে রাসুল। এরপরে হলো, তার পরে আর কোনো রাসুল আসবেন না। তার পরে কাউকে নবী বা রাসুল হিসেবে স্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। তারপরে রিসালাতের আরেকটি মৌলিক

বিষয় হচ্ছে, রাসুল (সা.) যে বক্তব্য নিয়ে এসেছেন, সেটাকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন, এটা মনে করতে হবে। এটা ইমানের অংশ। এটা না মানলে ইমান থাকবে না। আল্লাহর নবী যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে সত্যায়িত করতে হবে। আরেকটি হলো, নবী (সা.) যা বলেছেন সবই ওহি, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি। এগুলো বিশ্বাস করতে হবে। এগুলো হচ্ছে, মৌলিক রিসালাতের কথা।

প্রশ্ন :২২৯, আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমার দিনে সবাই মিলে উচ্চস্বরে জিকির করেন, এটি শরিয়তসম্মত নাকি সুন্নাহসম্মত?

উত্তর :- এটা শরিয়তসম্মত নয় এবং সুন্নাহসম্মত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আপনি কোরআনুল কারিমের সূরা আরাফের ২০৫ নম্বর এবং ৫৫ নম্বর আয়াত দেখেন, আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দুই জায়গাতে আল্লাহ জিকিরের পদ্ধতি স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছেন। জিকিরের সর্বোচ্চ পদ্ধতি হলো, স্বাভাবিকভাবে আমরা যে কথা বলে থাকি এর চেয়ে উচ্চ আওয়াজে জিকির হবে না। সুতরাং, জোরে জোরে আওয়াজ করে, উচ্চস্বরে জিকির করা শরিয়াহসম্মত নয়।

প্রশ্ন :২৩০, মুখ গোল দেখে মেয়েদের কি বিয়ে করতে হাদিসে বলা হয়েছে? মা ও খালাদের সন্তান বেশি হয় কি না, সেটা দেখে কি মেয়েদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে?

উত্তর :- মুখ গোল দেখে বিয়ে করতে বলা হয়েছে, এই ধরনের হাদিস আমার জানা নেই। সন্তানের যে বিষয়টি রাসুল (সা.) থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তোমরা এমন নারীদের বিয়ে করো যাদের অন্তরে ভালোবাসা আছে। যাদের ভালোবাসার বিষয়টি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। আরেকটি হচ্ছে, যাদের সন্তান বেশি হয়। তার মা, বোন, খালা এদের দিকে তাকালে আপনি বুঝতে পারবেন, এদের সন্তান বেশি হয়। এখান থেকে উপলব্ধি করার বিষয় আছে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। আল্লাহ না দিলে সন্তান হবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন, এটা শুধু অনুমানের জন্য। এই হাদিসটি সনদের দিক থেকে সহিহ।

প্রশ্ন :২৩১, সুবহানাল্লাহ ১০০ বার পড়লে কি ১০০০ সওয়াব হয়, এটা কি সঠিক? এটা পড়ার কি কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে?

উত্তর :- সুবহানাল্লাহর ফজিলতের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এতে তো অসামান্য সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন যে, আসমান-

জমিন পুরাটাই আল্লাহ ভরপুর করে দেবেন। সুতরাং, এর ফজিলত অনেক বেশি। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যেকোনো সময়ে আপনি পড়তে পারেন।

**প্রশ্ন : ২৩২, আমাদের এখানে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় ৩টায়, আর মসজিদে জামাত হয় ৪টায়। কোনো মসজিদে সোয়া ৪টায়। এ কারণে অনেকে বাসায় একাকী নামাজ আদায় করেন। তাদের মতে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় হয় না বলে বাসায় আদায় করেন, এভাবে প্রতিদিন সালাত বাসায় পড়া যাবে কি?**

**উত্তর :-** এই কাজটি শুদ্ধ নয়। এটা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। সালাতকে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার জন্য অবশ্যই জামাত কায়েম করতে হবে। আপনি যদি জামাতের মাধ্যমে সালাত আদায় করতে পারেন তাহলে এটি উত্তম। কোনো কারণে যদি দেরি হয়, তাহলে আপনাকে ওই জামাতের সঙ্গেই সালাত আদায় করতে হবে। আলাদাভাবে ঘরে সালাত আদায় করার কোনো বিধান নেই। যেহেতু সালাতের ওয়াক্ত তখনো রয়েছে।

যারা এভাবে দেরিতে সালাত আদায় করছে, তাদের এই কাজটি নবী করিম (সা.)-এর সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ এবং তারা সালাত বিনষ্টকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই কাজটি অন্যায় এবং নবী (সা.)-এর সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। এজন্য তারাই দায়ী হবে যারা সালাতকে এইভাবে দেরি করে আদায় করছে। জামাত ছাড়া সালাত আদায় করার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য আপনি জামাতে সালাত আদায় করবেন। একাকী সালাত আদায় করার বিষয়টি শুদ্ধ নয়।

**প্রশ্ন : ২৩৩, আমার স্বামী প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। এমনভাবে রাগান্বিত থাকেন যে, ছোটবড় সব বিষয়ে দুর্ব্যবহার করেন। অনেক সময় তার এই ব্যবহারের জন্য কষ্ট পাই। এখন আমার করণীয় কী?**

**উত্তর :-** এ ক্ষেত্রে দুটি করণীয় আছে। একটি হচ্ছে, প্রথমে আপনি অবশ্যই ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন যাতে সে আপনার ওপর রাগান্বিত না হতে পারে বা রাগান্বিত হওয়ার মতো কোনো কারণ খুঁজে না পায়। দ্বিতীয় কাজটি হলো, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করবেন। বান্দার অন্তরগুলোকে আল্লাহ নিজের দুই আঙ্গুলের মধ্যে রেখেছেন। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তিনি পরিবর্তন করে দেন। যদি আল্লাহ তাঁর অন্তর পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আপনার এই কঠিন অবস্থা সহজ হয়ে যাবে। এজন্য দোয়া কবুলের সময়গুলোতে তার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন।

কোনো সন্দেহ নেই, এভাবে উপদেশ দেওয়া যায় যে, আপনি নিজে বিবেচনা করেন- এই কাজটি আপনার ঠিক হচ্ছে কি না? দাম্পত্য জীবনে ইসলামী শরিয়তের ভিত্তি হচ্ছে দুটি। একটি

হলো, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আরেকটি হলো, দয়া। দাম্পত্যের মূল যে উদ্দেশ্য রয়েছে, যা সব ওলামায়ে-কেরামের ঐকমত্যে সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে, মানসিক প্রশান্তি। এখানে মানসিক কোনো প্রশান্তি নেই। মানসিক অশান্তি রয়েছে। সুতরাং, যারা এই ধরনের আচরণ করছে তারা সতর্ক হোন।

আপনাকে যে দুটি উপদেশ দিয়েছে, সে দুটি উপদেশকে কাজে লাগান। তাহলে দেখবেন, আল্লাহ বান্দার অবস্থার পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। আল্লাহ বান্দার অবস্থা সব ক্ষেত্রে একই ধারায় রাখেন না, পরিবর্তন করে দেন। সবসময় অশান্তি, কষ্ট, অন্ধকার থাকে না।

**প্রশ্ন :২৩৪, অনেককে দেখি মসজিদে নামাজ আদায় করতে গিয়ে সিজদাহের জায়গায় গাড়ির চাবি, মানিব্যাগ, মোবাইল রাখেন। এতে সালাতের কি কোনো ক্ষতি হয়?**

**উত্তর :-** এটা তেমন কোনো বিধান নয়। নামাজে এসে তিনি এগুলো কোথায় রাখবেন? যদি পেছনে রাখেন তাহলে তো চুরি হয়ে যাবে। আর যদি মাঝখানে রাখেন, তাহলে হয়ত উঠে যাওয়ার সময় ভুলে যাবেন। এই জন্য সিজদাহর সামনে রাখেন, এটা ব্যবস্থাপনার বিষয়। এটি সালাতের বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় নয়।

**প্রশ্ন :২৩৫, আমার ছেলে রাতে ঘুমের ভেতরে চিৎকার দেয়। এর জন্য আমি একটা হুজুরকে দেখিয়েছি। উনি আমাকে পানিপড়া এবং তাবিজ দিয়েছেন। এখন এটা ব্যবহার করা ঠিক হবে না বেদাত হবে?**

**উত্তর :-** আপনি হুজুরকে বলেন, এটা যদি কোরআন ও হাদিসের কোনো বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে তিনি যেন আপনাকে পানিপড়া বা তেলপড়া দেন। এগুলো আপনি ব্যবহার করবেন অথবা তিনি ফুঁ দিয়ে দিবেন। কিন্তু তাবিজ গ্রহণ করতে পারবেন না। তাবিজ দেওয়া শিরক। এটা বেদাত হবে না, এটা শিরক হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :২৩৬, আমার স্ত্রী গর্ভবতী। নামাজের সিজদাহ দেওয়ার সময় তাঁর পেটে চাপ লাগে, ব্যথা পান। এখন ইসলামী শরিয়তে সিজদাহ দেওয়ার অন্য কোনো নিয়ম আছে কি?**

**উত্তর :-** তিনি যতটুকু ঝুঁকতে পারেন ততটুকু ঝুঁকে সিজদাহ করবেন। যদি তাঁর পক্ষে কষ্ট হয়, তাহলে যতটুকু পারেন ঝুঁকে সিজদাহ করবেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এই সমস্ত ওজরের ক্ষেত্রে আল্লাহ বান্দাদের ছাড় দিয়েছেন। মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ

মানুষদের কষ্ট দেন না। তিনি হাত সামনে রেখে ঝুঁকে সিজদাহ দেবেন। যদি সম্ভব হয় হাত জমিনে রেখে তারপর সিজদাহ দেবেন।

প্রশ্ন :২৩৭, মুকিম ও মুসাফির কাকে বলে?

উত্তর :- মুকিম বলা হয়ে থাকে তাঁকে, যিনি পরিবারের কাছে বা বাসস্থানে অথবা এমন জায়গায় তিনি থাকেন যেখানে তাঁর বসবাসের সব আয়োজন আছে। তিনি সফরে আছেন এটা বোঝা যায় না।

আর মুসাফির হচ্ছেন, যিনি এমন জায়গায় গিয়েছেন সেখানে তাঁর বসবাসের জায়গা নেই, স্থায়ী বাসস্থান নেই, পরিবার-পরিজন নেই, তিনি কোনো জায়গা থেকে সফর করে এসেছেন, এখন সফরের মধ্যে আছেন আবার ফিরে যাবেন নিজ বাড়িতে। মুসাফির হচ্ছেন সফরকারী ব্যক্তি আর মুকিম হচ্ছেন, স্থায়ী বাসস্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি।

প্রশ্ন :২৩৮, ইহরামের ওয়াজিব বিষয় কয়টি এবং কী কী?

উত্তর :- ইহরামের ওয়াজিব হলো চারটি। এক নম্বর হচ্ছে, অবশ্যই মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে, মিকাত অতিক্রম করলে ইহরাম হয় না। দুই নম্বর হলো, ইহরামের জন্য পুরুষেরা সেলাইবিহীন কাপড় পরবেন। নারীরা হাত মোজা ও নেকাপ পরবেন না। এটা ইহরামের ওয়াজিবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তিন নম্বর হলো, ইহরাম করার পর থেকে খোলা পর্যন্ত যেগুলো নিষিদ্ধ বিষয় আছে, সেগুলোকে পরিপূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে, যেগুলো নিষিদ্ধ বিষয় আছে সেগুলো থেকে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দূরে রাখবেন। চার নম্বর বিষয়টি হচ্ছে, ইহরামের মধ্যে অবশ্যই ওমরাহ, হজ ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। এই চারটি বিষয় হলো ইহরামের ওয়াজিব।

প্রশ্ন :২৩৯, আমি কোরআন তিলাওয়াত করার সময় সিজদাহর আয়াতে দুটি করে সিজদাহ দিয়ে ফেলেছি। পরে এটা আমার মনে হলে এই ভুল কীভাবে শুদ্ধ করব?

উত্তর :- একটি সিজদাহের জায়গায় যদি দুটি বা তিনটি সিজদাহ দেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। একটির জায়গায় একাধিক সিজদাহ দেওয়াও জায়েজ এবং এটিও ইবাদত হবে। কোরআনুল করিম তিলাওয়াতের পরে সিজদাহের আয়াত তিলাওয়াতের পরে যদি তিনি একাধিকবার সিজদাহ দেন, এটা তার জন্য জায়েজ হবে এবং সেটা ইবাদত হবে। তবে রাসূল (সা.) একটি সিজদাহের কথা বলেছেন। সুন্নাহ হলো একটি সিজদাহ দেওয়া। রাসূল (সা.)

অনুসরণ করার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি সিজদাহ দেন তাহলে এটি বেদাত হবে না।

প্রশ্ন :২৪০, খরগোশ পালন করা আর খরগোশের গোস্ত খাওয়া কি ইসলামে হালাল?

উত্তর :- খরগোশ পালন করা ইসলামী শরিয়তের মধ্যে জায়েজ আর খরগোশের গোস্ত খাওয়াও জায়েজ। তবে এতে আলেমদের দ্বিমত আছে। একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, খরগোশে নখ আছে। তাই এর হিংস্রতার কারণে এটি খাওয়া জায়েজ নেই বা মাখরুহ। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, খরগোশের অনেক জাত আছে, যে খরগোশগুলো পালন করা হয়, সেগুলো একেবারেই নিরীহ হিংস্র নয়, তাদের নখ বলতে কিছুই নেই, এগুলো খাওয়া জায়েজ, হারাম নয়।

প্রশ্ন :২৪১, আমাদের অনেক জেলার মানুষের সঙ্গে থাকতে হয়। কিছু মানুষ মিথ্যা কথা বলে, আবার মিথ্যা কথা বলে বড় সাহেবের কাছে বিচার দেয়। দীর্ঘ সাত বছর এইভাবে চলছে। সেই ঝগড়াটে লোকের কারণে আমি আতঙ্কিত থাকি, তার কাছ থেকে দূরে থাকি, কথা কম বলি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, মিথ্যা বলে সে কি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে? তার খাবার খাওয়া যাবে কি?

উত্তর :- মিথ্যা মুনাফিকের একটি আলামত। তিনি মিথ্যাবাদী হবেন, কিন্তু তাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা যাবে না। মুনাফিক বলতে হলে, পরিপূর্ণভাবে তার মধ্যে মুনাফিকী আছে, সেটা সাব্যস্ত হতে হবে। মিথ্যা মুনাফিকের একটি আলামত। আপনি তার খাবারও খেতে পারবেন। আপনি যদি বলেন যে, মিথ্যাবাদীর খাবার খাবেন না, তাহলে হয়তো কোথাও আপনার খাবার খাওয়াই হবে না। কারণ, হোটেলে, দোকানে খেতে পারবেন না। এরপর ঘরেরও খাবার খেতে পারবেন কি না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে। আপনি এ বিষয়গুলো যত কঠিন করেছেন, ইসলাম তত কঠিন করেনি। আমরা ইসলামকে নিজেদের ওপর কঠিন করে নিয়েছি।

প্রশ্ন :২৪২, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্রের মুনাফা গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর :- আপনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উল্লেখ করেছেন, এটা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্রের পদ্ধতি। এই সঞ্চয়পত্রের পলিসির ওপর নির্ভর করবে এর বৈধতা এবং এর মুনাফার বৈধতা। এর পলিসি যদি সুদভিত্তিক হয়, তাহলে ইসলামে সুদ হারাম। অবশ্যই ইমানদার ব্যক্তিগণ সুদের কোনো লেনদেন করতে পারবেন না। সেটাকে যদি আপনি মুনাফা নাম দেন

তাও সেটা আপনার জন্য হারাম হবে। আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারবেন না। ইমানদার ব্যক্তির জন্য সেটা হারাম, কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন :২৪৩, আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী। আমার বিবাহিত জীবনের নয় বছরে আমার কোনো সন্তান নেই। বহু ডাক্তার, কবিরাজ দেখিয়েছি, কোনো সুফল পাইনি। আমাদের যে সন্তান হচ্ছে না, এই বিষয়ে ইসলামে কিছু বলা আছে কি? সন্তান না হলে কী করণীয় থাকতে পারে?

উত্তর :- সন্তান না হলে আল্লাহকে দোষ দেওয়া, কুখারণা করা, আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলো হারাম। এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের সন্তান হয়নি। সুতরাং, এটাকে খুব সাধারণভাবে নেওয়া উচিত। আল্লাহ কোরআনে এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, তাকে সন্তান দেন না। এটা আল্লাহর ইচ্ছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আল্লাহর ইচ্ছেকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর এই ইচ্ছেকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় করণীয় হলো, আল্লাহর কাছে নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। রাসুল (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহর বিশাল ধন-ভাণ্ডার থেকে দুনিয়ার সব বান্দার যত চাওয়া আছে সব একসঙ্গে দিলেও এক ফোটা কমবে না। তাই এখানে হতাশা বা নিরাশার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর কাছে চাইবেন। যে সময়গুলোতে আল্লাহ বান্দাদের দোয়া কবুল করে থাকেন, ওই সময়ে বেশি বেশি করে দোয়া করবেন।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, কবিরাজ বা হাতুরে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে যোগ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কাছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার কাজ সহজ করে দিতে পারেন। তবে এর জন্য হতাশ হওয়া বা আল্লাহ সম্পর্কে সামান্য কুখারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন :২৪৪, আমার এক আত্মীয় সারা দিন আইপ্যাড বা ফোনে উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত শোনে। এমনকি রাতেও শোয়ার সময় শোনে যা তার স্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় কিন্তু গুনাহ হওয়ার ভয়ে কিছু বলেন না। আমার এই আত্মীয় কোরআন তিলাওয়াত করতে পারেন কিন্তু সওয়াবের আশায় সারা দিন উচ্চস্বরে কোরআন শোনে। আগে তিনি কোরআন পড়তেন এখন শুধু শোনে। তার এই কাজে বাসার সবাই বিরক্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম কী জানতে চাই?

**🔪 উত্তর :-** কোরআনুল কারিম তিলাওয়াত শোনার চেয়ে কোরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। যিনি তিলাওয়াত করতে পারবেন তিনি তিলাওয়াত করবেন। যেহেতু আল্লাহ কোরআনে এরশাদ করেছেন, যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, তিলাওয়াতটা আগে করতে হবে। কোরআন তিলাওয়াত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি একটি ইবাদত। রাসুল (সা.) বলেছেন, আমাকে কোরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল যে, তিলাওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিষয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন, যে কোরআনের একটি অক্ষর পড়বে, তার জন্য ১০টি নেকি রয়েছে। যে ব্যক্তি কোরআন শ্রবণ করবেন, এই শ্রবণটুকু তার জন্য ইবাদত কিন্তু তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম নয়। যেহেতু আল্লাহর কালামের জন্য তিনি চুপ থেকেছেন তাই আল্লাহর নির্দেশে তিনি সওয়াব পাবেন কিন্তু কোরআনে কারিম তিলাওয়াতের ফজিলত তিনি পাবেন না। তিলাওয়াতের ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর স্পষ্ট হাদিস রয়েছে। তিলাওয়াত হচ্ছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত আর শ্রবণ করা বা চুপ থাকা এই দুটি কোরআনুল কারিমের কারণে ইবাদত হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়ালা হচ্ছে, রাসুল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, কোরআন তিলাওয়াত বা ইবাদতের মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত করা যাবে না। এর মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

**🟢 প্রশ্ন :২৪৫, ফজরের আজান হওয়ার পর কি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা যাবে?**

**🔪 উত্তর :-** আজান শোনার পর আপনি আর তাহাজ্জুদ সালাত পড়বেন না। আজানের আগে আপনি সালাত শেষ করবেন। এমন অবস্থায় যদি সালাত এক রাকাত অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে শুধু ওই রাকাত আপনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। নতুন করে আর সালাতের নিয়ত করতে পারবেন না। শুধু এক রাকাত সম্পূর্ণ করতে পারবেন। আপনি দ্বিতীয় রাকাত পড়ছেন, তাহলে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে আপনাকে সালাত শেষ করতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, আপনি প্রথম রাকাত পড়ছিলেন, তাহলে ওই এক রাকাত পড়ে আপনি সালাম ফিরিয়ে নেবেন। এতে আপনার তাহাজ্জুদ এবং বিতর একসঙ্গে হয়ে যাবে। আর কেউ যদি সালাত বিজোড় করতে না পারেন, তাহলে ওলামায়ে কেরামের মতে তিনি আর বিতরের নিয়ত করবেন না ফজরের আজান দেওয়ার পর।

**🟢 প্রশ্ন :২৪৬, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে একবার করে সুরা নাস, ফালাক ও ইখলাস পড়া কি হাদিস সম্মত?**

**🔪 উত্তর :-** প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে একবার করে সুরা নাস, ফালাক ও ইখলাস পড়া সুন্নাহ। হাদিস দ্বারা সম্মত হয়েছে। এই মর্মে রাসূল (সা.)-এর সহিহ হাদিস রয়েছে।

**🔪 প্রশ্ন :২৪৭, আমি ফজরের নামাজের সুন্নত বাসায় পড়লাম, তাহলে মসজিদে গিয়ে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে কি?**

**🔪 উত্তর :-** রাসূল (সা.)-এর যে আদর্শ আছে সেটা হলো, তিনি তাহাজ্জুদের শেষে ফজরের আজানের পর থেকে ফজরের জামাতের আগ পর্যন্ত শুধু দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়তেন। আর সে জন্য ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ দিয়েছেন যে, কেউ যদি বাসায় দুই রাকাত সুন্নাত পড়েন, তাহলে তিনি এমন সময় মসজিদে যাবেন যে সময়ে জামাত শুরু হয়ে যাবে, তার আর তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার দরকার হবে না। আর তিনি যদি বাসায় সুন্নাত আদায় না করে মসজিদে গিয়ে আদায় করতে চান, তাহলে তিনি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজের সঙ্গে তাহিয়াতুল মসজিদের নিয়তও করে নেবেন।

**🔪 প্রশ্ন :২৪৮, না জেনে বেদাত করলে কি গুনাহ লেখা হয়?**

**🔪 উত্তর :-** বেদাত সম্পর্কে যদি তার জ্ঞান না থাকে, এই কাজটি বেদাত, এই সম্পর্কে যদি তার জ্ঞান না থাকে, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন না। কিন্তু তিনি জানেন কাজটি বেদাত এবং বেদাতের হুকুম সম্পর্কে জানেন, কাজটি ভুলবশত তিনি করে ফেলেছেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর এর জন্য আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

**🔪 প্রশ্ন :২৪৯, মেয়েরা নামাজে একামত দিলে কি অতিরিক্ত সওয়াব পাবে?**

**🔪 উত্তর :-** অবশ্যই একামত দিলে তিনি সওয়াব পাবেন। সওয়াব না হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে মেয়েদের জামাত হলে একামত দেওয়া সুন্নাহ। জামাত ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে পড়লে তিনি একামত দিতে পারেন।

**🔪 প্রশ্ন :২৫০, সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে বিশেষ কী ফজিলত পাওয়া যাবে?**

**🔪 উত্তর :-** সুরা ইয়াসিনের ফজিলতের ব্যাপারে যে বক্তব্যগুলো দেওয়া হয়, সেগুলোর কোনোটাই সহিহ সনদে সাব্যস্ত হয়নি। তাই এর ফজিলতের বিষয়গুলো রাসূল (সা.)-এর দিকে সম্পর্কিত করা জায়েজ নেই। তবে এই কথা স্পষ্ট যে, সুরা ইয়াসিন কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা এবং এই সুরা যদি কেউ তিলাওয়াত করেন, তাহলে তিনি ফজিলত পাবেন। যদিও যে ফজিলতগুলোর কথা বলা আছে সেগুলো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এগুলো মনে না করে যদি কেউ তার নিয়মিত আমল হিসেবে তিলাওয়াত করেন, তাহলে করতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন :২৫১, কারো সম্পত্তিতে হারাম-হালাল মিশ্রিত থাকে আর সে জানে না কতটুকু হারাম, তাহলে জাকাত কীভাবে দেব?

উত্তর :- সম্পত্তির মালিকানা তার সাব্যস্ত হয়েছে, তাহলে সে পুরো সম্পত্তির জাকাত আদায় করবে। যেহেতু এই সম্পদ তার মালিকানায় রয়েছে। যেহেতু সে মালিক হিসেবে পুরো সম্পত্তি ভোগ করছে তাই সে পুরো সম্পত্তির জাকাত আদায় করবে। আর যদি সে তার সম্পত্তি থেকে হারাম অংশ বের করে মানুষদের দিয়ে দেয়, তাহলে পুরো সম্পত্তির জাকাত তাকে বের করতে হবে না। আর বের না করে যদি ভোগ করে থাকে, তাহলে তাকে পুরো সম্পত্তির জাকাত দিতে হবে। এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমার কাছে হারাম টাকা আছে, তাই আমাকে জাকাত দিতে হবে না। আপনাকে অবশ্যই জাকাত দিতে হবে। জাকাত আল্লাহ কবুল করবেন কি না সেটা তিনি ভালো জানেন।

প্রশ্ন :২৫২, ফরজ গোসল করার সময় শরীরের কোনো অংশ শুকনো থাকে, যেখানে পানি পৌঁছায় না, তাহলে কি ফরজ গোসল হবে?

উত্তর :- ফরজ গোসল করার সময় শরীরের কোনো অংশ শুকনো থাকলে, ফরজ গোসল হবে না। রাসুল (সা.) বলেছেন যে, পুরো শরীরকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। সুতরাং, প্রশ্নই আসে না যে সামান্যতম অংশ শুকনো থাকবে। তার গোসল হবে। ফরজ গোসলের জন্য শর্ত হচ্ছে, তিনি শরীরের সব জায়গায় পানি পৌঁছাবেন। আর এর জন্য শর্ত হচ্ছে, শরীর হাত দিয়ে ডলে নেওয়া। হাত দিয়ে ডলে নিলে পানি পৌঁছার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এর কারণে, রাসুল (সা.)-এর সুনাহ হচ্ছে, তিনবার শরীর ধোয়া। তিনবার ধুয়ে নিলে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। যদি কেউ তিনবার না পারেন একবার ধুয়ে নেন, তাহলে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে শরীরের কোনো অংশ শুকনো থাকেনি। যদি শুকনো থাকে তাহলে তার গোসল হবে না।

প্রশ্ন :২৫৩, অজু ছাড়া আজান দেওয়া যাবে কি?

উত্তর :- অজু ছাড়া আজান দেওয়া জায়েজ রয়েছে। তবে প্রতিটি জিনিসের একটা মাধ্যুরতা রয়েছে। আজান একটা ইবাদত। আপনি আল্লাহর দিকে মানুষদের আহ্বান করছেন, সালাতের জন্য মানুষদের আহ্বান করছেন। এই জন্য আজানের সৌন্দর্য হচ্ছে, যিনি আজান দেবেন, তিনি অজুসহ আজান দেবেন। কারণ, আজানের পরে তিনি তো মসজিদে অবস্থান করবেন, সালাত আদায় করবেন। যদি কোনো কারণে তিনি অজু করতে না পারেন, তাহলে তিনি অজু ছাড়াও

আজান দিতে পারবেন। কিন্তু যারা আজানকে সত্যিকারভাবে ইবাদত মনে করেছেন, তারা অজু ছাড়া আজান দেবেন না।

প্রশ্ন :২৫৪, বিয়ের সময় বর কনের যে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান করা হয়, এটা কি ইসলামী শরিয়তে বৈধ?

উত্তর :- এই আনুষ্ঠানিকতা ইসলামী দিক-নির্দেশনা থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এই আনুষ্ঠানিকতা গ্রহণ করা হয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে। তবে বর এবং বউকে সাজানো ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত। তাই সাজানোর জন্য যদি বড় ধরনের আনুষ্ঠানিকতা, অপচয়ের মাত্রা যদি যোগ করা না হয়ে থাকে, তাহলে এটি ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী বৈধ হতে পারে। কিন্তু এটাকে একটা বিয়ের অংশ হিসেবে মনে করা এবং এই আনুষ্ঠানিকতার জন্য অতি মাত্রায় অপচয় করা এবং এর সঙ্গে কিছু অবৈধ কাজ যোগ করা, এই কাজগুলো ইসলামী মানদণ্ডে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। অনেক অবৈধ কাজ এর সঙ্গে যোগ হওয়ায় এখন গায়েহলুদের অনুষ্ঠানটি এক কথায় হারাম।

প্রশ্ন :২৫৫, ফজরের এবং আসরের পরে যে হারাম সময় আছে, সে সময়ে কি আমি কোরআন তিলাওয়াত করতে পারব?

উত্তর :- হারাম সময় বলতে তিনটি সময় আছে। সেগুলো হলো, সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং সূর্য ঠিক মধ্য আকাশে যখন আবস্থান করে। এই তিন সময়কে হারাম সময় বলা হয়। এই তিন সময়ের মানে হলো, শুধু একটি ইবাদত এই সময়ে নিষিদ্ধ। সেটি হলো, আল্লাহকে সিজদাহ করা বা নামাজ পড়া। নামাজ বাদে যেকোনো ধরনের ইবাদত এই সময়ে করা যেতে পারে। সেটা জিকির, দুরুদ, কোরআন তিলাওয়াত হতে পারে। শুধু সিজদাহ করা বা নামাজ নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন :২৫৬, আজান চলা অবস্থায় কি তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর :- জোহর, আসর ও মাগরিবের সালাতের আজান চলছে, এই অবস্থায় তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়বেন না। এই অবস্থায় তিনি আজানের উত্তর দেবেন এবং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন। আজান শেষ হওয়ার পরে আজানের যে দোয়া আছে এই দোয়া পড়বেন। তারপর তিনি তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়ে মসজিদে বসবেন। যদি এরপরে তিনি সময় না পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তিনি মসজিদে আর বসবেন না। মসজিদে না বসেই জামাতে চলে যাবেন।

মাগরিবের সালাতের সময় আমরা দেখি সময় কম থাকে। আপনি যদি দেখেন তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করার মতো সময় নেই অথবা যে সময়ে আপনি মসজিদে পৌঁছেছেন, সে সময়ে ইমাম সাহেব জামাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, সে অবস্থায় আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ফরজ সালাতের মধ্যে ঢুকে যাবেন। তাহিয়াতুল মসজিদ আর পড়তে হবে না। কিন্তু যদি আপনি বসেন, তাহলে গুনাহগার হবেন।

**প্রশ্ন :২৫৭, একটি পরিপূর্ণ নামাজ কাকে বলে? যে নামাজে আল্লাহ ১০০ ভাগ পর্যন্ত সওয়াব দিবেন? কীভাবে নামাজ পড়লে আমি ১০০ ভাগ সওয়াব পাব?**

**উত্তর :-** পূর্ণাঙ্গ নামাজের বিষয়টি অনেক ব্যাপক। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, সালাতের যে ফরজ এবং ওয়াজিব আছে, এগুলোকে ধীরস্থিরতার সঙ্গে আদায় করবেন। মনোসংযোগ যেন থাকে সেদিকে খেয়াল করবেন। আর সুন্নাহ, মোস্তাহাবগুলো পরিপূর্ণরূপে মেনে আপনি পড়ার চেষ্টা করবেন। এটাই হলো পূর্ণাঙ্গ সালাত।

**প্রশ্ন :২৫৮, আমার এক মুসলমান প্রতিবেশী বিষ খেয়ে মারা গেছেন। এখন মুসলমান হিসেবে আমরা কি তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করব?**

**উত্তর :-** আত্মহত্যা করা ইসলামী শরিয়তের মধ্যে জঘন্য অপরাধের মধ্যে একটি। রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহলে যে পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করেছে, তাকে কেয়ামতের ময়দানে একই পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হবে। নিরাশ হয়ে কোনো মুসলিম আত্মহত্যা করতে পারেন না। কারণ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ শুধু কাফেররা হতে পারে। কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তি, যার আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকবে, সে কখনো নিরাশ হতে পারবে না। এ জন্য একজন মুসলিম কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন না। যদি আত্মহত্যা করেন, সেক্ষেত্রে তিনি কবিরী গুনাহে লিপ্ত হলেন। এই ব্যক্তির জন্য আমরা দোয়া করতে পারব, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারব। যেহেতু তিনি পাপ কাজ করে দুনিয়া থেকে গেছেন। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতেও পারেন।

সাধারণ মানুষ অবশ্যই তার জানাজায় शामिल হবে। অনেকে মনে করেন তার জানাজা পড়া যাবে না। তিনি তো মুসলিম, তাই অবশ্যই তার জানাজা পড়তে হবে। তবে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি যেমন ইমাম সাহেব তার জানাজায় যাবেন না, শুধু অন্য সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে তোমরা যদি আত্মহত্যার পথ বেছে নাও, তাহলে তোমাদের এই পরিণতি হবে।

**প্রশ্ন :২৫৯, ঘরের মধ্যে কি বাচ্চাদের ছবি রাখা যাবে?**

**উত্তর :-** যে ছবিগুলো মোবাইলে, কম্পিউটারে, ল্যাপটপে আছে- এই ছবিগুলোর ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো, এগুলো স্মৃতির জন্য রাখা যেতে পারে। যে ধরনের ছবির ওপর রাসুল (সা.) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, সেটা এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। ওলামায়ে কেরামদের মতে, এটি জায়েজ রয়েছে। আর যদি ছবি প্রিন্ট হয়ে যায়, এটা একটা মানুষের আকৃতি ধারণ করে, তার পরও এটাকে প্রয়োজনের জন্য রাখা যেতে পারে। যেমন- পাসপোর্ট। এগুলো নিজের পরিচিতির জন্য রাখা যেতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া ছবি প্রিন্ট করে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়। অনেকে বাসাবাড়িতে দেওয়ালে ছবি টাঙিয়ে রাখেন, এটা মোটেও উচিত নয়। রাসুল (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, ওই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না রহমত নিয়ে, যে ঘরে কোনো ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। যদি অ্যালবামে রাখা হয়, তাহলে সেটা এই হাদিসের আওতায় পড়বে না।

**প্রশ্ন :২৬০, আমি অনেক বছর নামাজ পড়িনি, রোজাও করিনি। তখন দ্বীন সমন্ধে আমি জানতে পারিনি। আমি এখন রেগুলার রোজা রাখি। এখন আমি কী করলে আমার জীবনের এই গুনাহ মাফ হবে?**

**উত্তর :-** ফরজ ইবাদত আল্লাহ নফল দিয়ে পূরণ করবেন। বান্দার ইচ্ছের বাইরে অজান্তে কোনো ভুল যদি থেকে যায়, তাহলে আল্লাহ সেটা কেয়ামতের ময়দানে পূরণ করে দেবেন। যেহেতু ভুল পথে থাকায় রোজা রাখতে পারেননি, সেক্ষেত্রে রোজাগুলো কাজা রেখে দিতে হবে। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে কত বছর নিয়মিত রোজা করার মাঝে ব্যবধান ছিল, সেই বছরগুলো ৩০ দিন করে হিসাব করে অনুমানিক একটা সংখ্যা বের করে তিনি রোজাগুলো রাখতে থাকবেন। মাসে দুইটা, তিনটা বা চারটা করে এই রোজাগুলো করতে পারেন। নফল রোজা না রেখে এই রোজাগুলো করতে পারেন। আর যদি তিনি কোনো কারণে রোজা শেষ না করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তিনি আশা রাখতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করবেন। যেহেতু তিনি শুদ্ধতার পথে ছিলেন।

**প্রশ্ন :২৬১, তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ না পড়ে মসজিদে বসার অনুমতি নেই- এমন বক্তব্য কি ঠিক?**

**উত্তর :-** তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ না পড়ে মসজিদে বসার অনুমতি নেই- এই বক্তব্যটি একেবারেই সঠিক, শুদ্ধ বক্তব্য। রাসুল (সা.) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি মসজিদে আসবে, সে মসজিদে যেন না বসে যতক্ষণ পর্যন্ত দুই

রাকাত সালাত আদায় না করবো তাহলে বোঝা গেল যে, এই কাজটি রাসুল (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন। যদি এই সুন্নত কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে আদায় করে না থাকেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর যদি কেউ ভুলে বসে যান, তাহলে যখনই মনে পড়বে তখনই দাঁড়িয়ে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়ে নেবেন। এটা রাসুল (সা.)-এর সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন :২৬২, শুনেছি গায়ের রং ফর্সা করার জন্য কিছু করা হারাম। কারো শরীরের কিছু অংশ যদি ফর্সা আবার কিছু অংশ কালো থাকে, তাহলে কী ফর্সা হওয়ার জন্য সাবান বা ক্রিম ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর :- সৌন্দর্যের জন্য ইসলামি শরিয়তের মধ্যে যেটা অনুমোদন দেওয়া আছে, সেটা করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। যদি কেউ সৌন্দর্যের উপকরণগুলো ব্যবহার করেন আর সেটাতে ইসলামি শরিয়তের নিষিদ্ধ কোনো বিষয় না থাকে, যেমন : সাবান, ক্রিম ব্যবহার করা, এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলো হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় নয়। এই কাজ করতে বাধা নেই। হারামের কিছুই এখানে নেই।

প্রশ্ন :২৬৩, করোনার মতো এত বড় আজাব আসার পরও আমরা মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলি। এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর :- বুখারি শরিফের হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কথার মাধ্যমে কাউকে আঘাত করে, এটা অত্যন্ত ভয়ংকর কাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার যাকে কথার মাধ্যমে আঘাত করা হলো তিনি প্রতিঘাত করবেন না।

কিন্তু আমরা মানবিক দুর্বলতার কারণে আঘাত দিয়ে থাকি। ইসলামের বিধান হলো, কোনো কারণে যদি কেউ কাউকে আঘাত করে থাকেন, তাহলে সে তা সহ্য করে নেবেন, এটা তার জন্য সবর। কেউ যদি সবর করতে পারে তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। কিন্তু আঘাত বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন সামাজিক কারণে হতে পারে। এ রকম হলে তাঁর জন্য প্রতিবাদ করা জায়েজ রয়েছে। আর যদি ব্যক্তিগত হয়ে থাকে তাহলে তিনি সবর করবেন এবং যথা সম্ভব তিনি এড়িয়ে যাবেন। আর এই সমস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এড়িয়ে চলা জায়েজ, তিনি নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন :২৬৪, আমার একজন কাছের আত্মীয় তিনি মাঝেমধ্যে আমাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলেন। আমি তাঁর সঙ্গে হালকা যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি বলেন, ‘আমি

একা থাকতে পছন্দ করি, আমি তোমার সঙ্গে মেশা পছন্দ করি না।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে কী রকম বা কীভাবে সম্পর্ক বজায় রাখব?

**উত্তর :-** কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশী যাঁদের সঙ্গে সরাসরি ওয়াজিবের হক নেই, তাঁদের সঙ্গে সৌজন্যতা বজায় রাখলেই যথেষ্ট। আর যাঁদের সঙ্গে সরাসরি ওয়াজিবের হক রয়েছে যেমন : পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোন হতে পারে, সেক্ষেত্রে তাঁদের ওয়াজিব আদায় করতে হবে। আর বাকি যে আত্মীয় রয়েছে যাদের ওপর কোনো ধরনের ওয়াজিবের হক আপনার নেই, তাদের বিষয়ে সৌজন্যতা বজায় রাখলেই যথেষ্ট যেমন : কথা বলা, সালাম বিনিময় করা। এর বেশি কিছু করা ইসলামী শরিয়তের মধ্যে নেই।

**প্রশ্ন :২৬৫, মসজিদের ইমাম যদি কিয়াম না করেন, তাহলে তাঁর পেছনে নামাজ পড়া যাবে কি না?**

**উত্তর :-** নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই। কিয়াম হচ্ছে, মিলাদ মাহফিলে দাঁড়িয়ে যে তাকবির দেওয়া হয়ে থাকে। এটি করার সঙ্গে ইমামের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, এই কাজ করা ঠিক কি না, তারপর এই মাসআলা আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, আমরা কিয়াম কী, এ সম্পর্কে না জানার কারণে ইমামের পেছনে সালাত হবে কি না এ বিষয় নিয়ে পড়ে আছি। মিলাদ মাহফিলে দাঁড়িয়ে কিয়াম করা রাসুল (সা.)-এর নিষিদ্ধ কাজের ভেতর অন্তর্ভুক্ত। রাসুল (সা.) সুস্পষ্ট (বুখারি শরিফ) উল্লেখ করেছেন, তোমরা সম্মান দেখানোর জন্য যে ভাবে দাঁড়াও সে ভাবে দাঁড়াবে না।

সুতরাং সম্মান দেখানোর নামে যে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে রাসুল (সা.) এটি নিষেধ করেছেন, এটি হারাম। এটি রাসুল (সা.) জীবদ্দশায় নিষেধ করে গেছেন। এই কিয়াম এমনিতেই হারাম। এই কিয়াম যদি ইমাম সাহেব না করে থাকেন, এতে নামাজ হবে না, এ কথা যাঁরা বলছেন তাঁরা একেবারেই বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।

**প্রশ্ন :২৬৬, আকিকার পশু কেনার জন্য দাদা, নানা বা আত্মীয় থেকে অন্য কেউ এ টাকা দেন, তাহলে এই আকিকা হবে কি?**

**উত্তর :-** হ্যাঁ, আকিকা হয়ে যাবে। আকিকার টাকা দাদাও দিতে পারেন, অন্য কেউ দিতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। তার পক্ষ থেকে আকিকা করলেই হয়ে যাবে। এই টাকা যেই দিক না কেন। এটি শর্ত নয় যে, এই টাকা পিতাকেই দিতে হবে বা মাকেই দিতে হবে।

**প্রশ্ন :২৬৭, বেগানা নারীদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ বা কথা বলতে পারব কি?**

**উত্তর :-** না, আপনি বেগানা (অপরিচিত) নারীদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ বা কথা বলতে পারবেন না। ইসলামী শরিয়তের মধ্যে এটি জায়েজ নেই। এতে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা নারীর অভিভাবকের মাধ্যমে যদি সেটা হয়, তাহলে আপনি কথা বলতে পারবেন। সরাসরি কোনো নারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা আপনার জন্য জায়েজ নেই। এটি ফিতনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :২৬৮, দোয়া করার সময় বলা হয় যে আল্লাহ তো সবকিছু জানেন, তার পরও নিজের মুখে চাইতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজনটা জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে মাফ চাওয়ার সময় কি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে মাফ চাইতে হবে? কিংবা একসঙ্গে আসতাগফিরুল্লা দোয়া পড়লে হবে কি?**

**উত্তর :-** প্রথম কথা হচ্ছে- আল্লাহতায়ালার সবকিছু জানেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এ কথা দোয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বান্দা দোয়া করবে আল্লাহতায়ালার কাছে। বান্দাকে আল্লাহতায়ালার কাছে বারবার চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহতায়ালার সবকিছু জানেন, এ কথা দোয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- দোয়ার ক্ষেত্রে বান্দা ইস্তেগফার করবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, এর প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্ষমা চাইবে আল্লাহর কাছে সব অপরাধের জন্য। কিন্তু যখন কোনো নির্দিষ্ট অপরাধ থেকে তিনি তওবা করবেন, তখন সেই অপরাধকে উল্লেখ করেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন। সব গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন এবং বিশেষ গুনাহর জন্য বিশেষভাবে মাফ চাইবেন।

**প্রশ্ন ২৬৯, বর্তমান সময়ে আমরা হাতে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি, এতে তো অ্যালকোহল থাকে। এই অবস্থায় নামাজ হবে?**

**উত্তর :-** বর্তমান সময়ে আমরা যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি, তার জন্য নির্দিষ্ট কারণ বা ওজর রয়েছে। এ ওজরের কারণে আপনি স্যানিটাইজার ব্যবহার করে সালাত আদায় করতে কোনো ধরনের বাধা নেই। এটি জায়েজ, এতে ওজুও নষ্ট হবে না এবং সালাত আদায়েও কোনো বাধা নেই। এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :২৭০, রাফউল ইয়াদাইন করলে সওয়াব বেশি হবে কি?**

**উত্তর :-** রাফউল ইয়াদাইন এটি সুন্নাহ। এটি সওয়াবের বিষয়ে যে হাদিসটি রয়েছে সেটি দুর্বল হাদিস। রাফউল ইয়াদাইন রাসুল (সা.)-এর আমল ছিল এবং এটি সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সুন্নাহ আদায় করলে যে সওয়াব হয়ে থাকে সেই সওয়াবই হবে। এটি যে সুন্নাহ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন : ২৭১, কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুরা মুলক পড়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সুরা মুলক অনেক বড়, বয়স্ক লোক যিনি কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করতে পারেন না, তাঁদের জন্য কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্য কোনো সুরা বা অন্য ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর :- না, সুরা মুলক কবরের আজাব থেকে মুক্তির জন্য নয়। এখানে যে বর্ণনা এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, কবরের ফেতনা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। কবরের ফেতনা হচ্ছে প্রশ্ন আর আজাব হচ্ছে শাস্তি। এখানে কতগুলো আমলের কথা বলা হয়েছে। আমলগুলো হচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে পবিত্র থাকা, ওজু-গোসল ভালোভাবে করা, চোগলখরি করা বা একজনের কথা আরেকজনের কাছে চালাচালি করা থেকে বিরত থাকা, মানুষের পেছনে মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখা, পরিপূর্ণরূপে সুদমুক্ত হওয়া ও সালাত রেখে ঘুমিয়ে না থাকা। এগুলো কবর আজাব থেকে বাঁচার অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন : আমি যখন মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে যাই, তখন দেখি ফরজ নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেছে। আমি কি ফরজ নামাজ পড়ব না সুন্নত পড়ব?

উত্তর :- আপনি সরাসরি জামাতে অংশগ্রহণ করবেন, সুন্নত পড়বেন না। নবী করিম (সা.) বলেছেন, যখন ফরজ সালাতের একামত দেওয়া হয়, তখন ফরজ সালাত ছাড়া আর অন্য কোনো সালাত নেই। সুতরাং নামাজ ধরতে পারবেন, জামাত যখন শুরু হয়ে যাবে তখন জামাতে অংশ নেবেন।

প্রশ্ন : ২৭২, যারা আল্লাহর আরশের নিচে জায়গা পাবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানাবেন কি?

উত্তর :- সহি হাদিসের মধ্যে এসেছে যাঁরা আরশের নিচে ছায়া পাবেন তাঁরা হলেন, ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান, ওই যুবক যে আল্লাহর রাস্তায় যৌবন কাটায়, আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কারণে, মসজিদের জন্য যার অন্তর লেগে থাকে, আল্লাহর জন্য একজন অন্যজনকে ভালোবাসে, লোক না দেখিয়ে গোপনে দান করা, আল্লাহর ভয়ে যার চোখে পানি আসে, আর ওই নারী যে নিজেকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। এই বৈশিষ্ট্য থাকলে আল্লাহর আরশের নিচে জায়গা পাবেন।

প্রশ্ন :২৭৩, প্রকাশ্য শিরককারী ব্যবসায়ী থেকে ঋণ বা কর্জ নেওয়া যাবে কি?

উত্তর :- তার কাছে থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। তার কাছে থেকে আপনি তো আর এমন কিছু নিচ্ছেন না যার কারণে আপনি গুনাহগার হয়ে যাবেন। যে কোনো ব্যক্তির কাছে থেকে ঋণ গ্রহণ করা বৈধ। ইহুদি, খ্রিস্টান বা সনাতন ধর্মাবলম্বীর যারা আছে, তাদের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করা বৈধ।

প্রশ্ন :২৭৪, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে, দুই রাকাত নামাজ পরে ভুলে সালাম ফিরিয়েছি। এখন আমার কী করণীয়? আবার শুরু থেকে নামাজ আদায় করে নিতে হবে?

উত্তর :- দুই রাকাতেই যদি ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, তাহলে আপনার যখন মনে পরবে তখন থেকেই দাঁড়িয়ে যাবেন এবং বাকি দুই রাকাত আদায় করে নেবেন। দুই রাকাত পূর্ণ করার পর আপনি সিজদায়ে সাহু দিতে পারেন। আর সিজদায়ে সাহু না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। সে ক্ষেত্রে একদল ওলামায়ে কেরাম সিজদায়ে সাহু দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন সিজদায়ে সাহু না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। প্রথম থেকে সালাত আদায়ের বিষয়টি সঠিক নয়।

প্রশ্ন :২৭৫, মাথায় তেল থাকলে মাসেহ করলে অজু হবে?

উত্তর :- এখানে তেলের সঙ্গে অজুর কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের মাথা মাসেহ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং মাথা মাসেহ করলেই অজু হয়ে যাবে। এখানে তেলের সঙ্গে মাথা মাসেহের বা অজুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই।

প্রশ্ন :২৭৬, কবরস্থানে যাঁরা কাজ করেন এবং কবর খুঁড়েন, তাঁরা সেখানেই নামাজ পড়লে সেটা জায়েজ হবে কি?

উত্তর :- তাঁদের নামাজ হয়ে যাবে প্রয়োজনের কারণে। তাঁরা নামাজ পড়বে কোথায়? তাঁরা কাজের সঙ্গে জড়িত। তাই কবরস্থানের পাশে যদি মসজিদ থাকে তাহলে তাঁরা সেখানে গিয়ে নামাজ আদায় করে নিতে পারবেন। আর যদি সে ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কবরস্থানের ভেতরে যদি সামনে কবর না থাকে, সালাতের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে নিয়ে সেখানে সালাত আদায় করে নিতে পারবেন। এই সালাত হয়ে যাবে। এটা মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না কিন্তু সালাত আদায় করলে হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :২৭৭, প্রায়ই দেখা যায়, পবিত্র কাবা শরিফের ছবিযুক্ত জায়নামাজে নামাজ আদায় করা হয়, এটা কতটুকু বৈধ?

উত্তর :- যে জায়নামাজে বিভিন্ন ধরনের ছবি রয়েছে অথবা বিভিন্ন নকশা রয়েছে, সেগুলোর সমস্যা হচ্ছে এতে মনোসংযোগ ঠিক থাকে না। অন্তরকে পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত করে এখানে সালাত আদায় করতে পারবেন না। এই জন্য জায়নামাজে কাবা ঘরের চিত্র, বিভিন্ন ধরনের নকশা, মসজিদে নববী ইত্যাদি চিত্র না থাকাই শ্রেয়। এটা সাদামাটা হওয়া, কোনো ধরনের শিল্পকর্ম না থাকাই উত্তম। শিল্পকর্ম থাকলে চোখ যাবে, মনোযোগ কাজ করবে না। ফলে এই মনোসংযোগের জন্যই একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এই কাজটি মাখরুহ হতে পারে। তবে এতে নামাজ আদায় করা জায়েজ। এটা হারাম নয়, আবার পছন্দনীয়ও নয়। কিন্তু আমরা জানি যে, সালাতের মধ্যে যত আপনার মনোসংযোগটা নষ্ট হবে তত বেশি আপনি সালাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন :২৭৮, নারীদের পায়ে মোজা পরে কি নামাজ পড়তে হবে? নাকি মোজা না পরলেও চলবে?

উত্তর :- মোজা পরার প্রয়োজন নেই। তবে সালাত আদায়ের যে গাউন বা সালোয়ার বা তাদের পরনে যে পোশাক আছে, সেটা এমনভাবে ছেড়ে দেবে যেন পায়ের উপরের অংশ ঢেকে যায়। তাহলেই তাদের সালাত হয়ে যাবে। তবে এই মাসয়ালা নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। এর জন্য মোজা পরতে হবে বা আরো বাড়াবাড়িতে যেতে হবে এই কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্ন :২৭৯, কোনো মহিলা যদি তালাকের পর তিন মাসের মধ্যে অন্য জায়গায় বিয়ে করেন, তাহলে এই বিয়ে কি শুদ্ধ হবে? যদি না হয় তাহলে তিন মাস পর আবার বিয়ে করাতে হবে?

উত্তর :- প্রথম কথা হচ্ছে, তিন মাসের কোনো সম্পর্ক এখানে নেই। এটি একজন নারীর ইদতের সঙ্গে সম্পর্ক। ইদত হচ্ছে, তিনটা হায়েজ বা তিনটা ঋতু কাল। এই তিনটা ঋতু কাল যদি শেষ হয়ে যায়, এরপর তাঁর বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই, তাঁর জন্য বিয়ে জায়েজ। কিন্তু তিনি যদি ইদত শেষ না হতেই গোপনে বা অন্য কোনোভাবে বিয়ে করে থাকেন তাহলে তাঁর এই বিয়ে জায়েজ হবে না, হারাম হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :২৮০, বাচ্চাদের খাওয়ানো বা ঘুমানোর সময় রূপকথার গল্প করা যাবে কি?

**🔪 উত্তর :-** গল্প করা জায়েজ। কিন্তু মিথ্যা বা প্রতারণামূলক কোনো গল্প করতে পারবেন না। কারণ ইসলামি শরিয়তের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কোনো গল্প, দুটিই হারাম। সুতরাং এই বিষয়টি যদি না থাকে তাহলে আপনি যেকোনো ধরনের গল্প করতে পারেন।

**📌 প্রশ্ন :২৮১, ইমাম সাহেব যদি জামাতে কিরাত শুরু করে দেন, সেখানে মুক্তাদি কি সানা পড়বে অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাত পেলে সেখানে সানা পড়বে কি?**

**🔪 উত্তর :-** ইমাম সাহেব কিরাত শুরু করার পর মুক্তাদি তাকবিরে তাহরিমার মাধ্যমে সালাতে দাখিল হয়ে যাবো। তিনি সানা পড়বেন না। শুধু আল্লাহু আকবার বলে সালাতে দাখিল হয়ে যাবেন।

**📌 প্রশ্ন :২৮২, ছেলেদের সতর ঢাকা বলতে কতটুকু অংশকে বোঝায়?**

**🔪 উত্তর :-** ছেলেদের সতর বলতে যতটুকু ফরজ সেটা হচ্ছে, নাভির ওপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা পোশাক সম্পর্কে কোরআনুল কারিমে বলেছেন- হে আদম সন্তানগণ, নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর। যেহেতু নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পোশাক ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং এতটুকু আমরা পরব কিন্তু তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও আদবের জন্য পুরো শরীর ঢেকে মসজিদে যাব বা আল্লাহর ইবাদত করব।

**📌 প্রশ্ন :২৮৩, আমরা নামাজের সময় শেষে আতাহিয়াতু, দরুদ শরিফ, দোয়া মাসুরা পড়ার পর অন্য কোনো দোয়া যোগ করতে পারব?**

**🔪 উত্তর :-** হ্যাঁ পারবেন, এটা সহি হাদিস। রাসুল (সা.) বলেছেন, দোয়া মাসুরা পড়ার পর অন্য যেকোনো দোয়া পড়াটা উত্তম। এক সাহাবায়ে কেরামকে রাসুল (সা.) বলেন, দোয়া হিসেবে যেকোনো দোয়া তুমি করতে পার।

**📌 প্রশ্ন :২৮৪, আমি জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমাম আমার সুরা ফাতিহা পাঠ করার আগেই রুকুতে চলে যান। এ ক্ষেত্রে আমি সুরা ফাতিহা পূর্ণ করতে পারি না এবং সুরা ফাতিহা পূর্ণ না করে রুকুতে চলে যাই। এতে আমার নামাজ কি বাতিল হয়ে যাবে?**

**🔪 উত্তর :-** আপনার সালাত বাতিল হবে না। যতটুকু আপনি তিলাওয়াত করেছেন, ততটুকু আপনার তিলাওয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আপনি সুরা ফাতিহা শিখে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। আমার মনে হচ্ছে, সুরা ফাতিহা আপনার ভালো মুখস্ত না হওয়ার কারণে আপনি পড়তে পারছেন না।

প্রশ্ন :২৮৫, একটা গরু দিয়ে একাধিক বাচ্চার আকিকা দেওয়া যাবে কি না? আবার অনেকে কোরবানির একটা ভাগ বাচ্চার আকিকার জন্য রাখেন- এটা জায়েজ হবে কি?

উত্তর :- একটা গরু দিয়ে একাধিক সন্তানের আকিকা দেওয়ার জায়েজ নেই। একটি গরু দিয়ে শুধু একটি সন্তানের আকিকা দিতে পারবেন। কারণ এটি হচ্ছে একটি প্রাণের পরিবর্তে আর একটি প্রাণ। সুতরাং একটি গরুতে একাধিক আকিকা শরিক হতে পারবে না। কারণ নবী করিম (সা.) আকিকা শেয়ারিংয়ের কথা কোনো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এটি যদি কেহ বলে থাকেন তাহলে এটি পুরোপুরি ইন্তেহাদি বিষয়।

আবার কোরবানির সঙ্গে আকিকা শরিক করা, এটিও জায়েজ হবে না। কোরবানি একটি বিষয় আর আকিকা আরেকটি বিষয়। সুতরাং এটি পুরোপুরি আলাদা বিষয়। নবী করিম (সা.) এটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ছেলে হলে দুটি এবং মেয়ে হলে একটি ছগল দিতে হবে। নবী করিম (সা.) যেটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেটা নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে এটাকে পরিবর্তন করার বিষয়টি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। অথবা সাহাবিদের আমল দ্বারাও এটি সাব্যস্ত হয়নি।

প্রশ্ন :২৮৬, জিন কত দিন বাঁচে এবং তারা মারা গেলে কি জানাজা হয়?

উত্তর :- জিন এবং ইনসান দুজনের হায়াতের বিষয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের হায়াত হচ্ছে, ৬০ থেকে ৭০ এর মাঝে। এখানে উম্মতের মধ্যে জিন ও ইনসান দুটোই রয়েছে। সুতরাং, এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই হায়াতই আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর উম্মতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকে আছেন যারা ৮০ বা ১০০ বছর অতিক্রম করে যাচ্ছেন, এটা ব্যতিক্রম। এটা আল্লাহতায়ালার ভালো জানেন।

আর অবশ্যই মুসলিম হলে জানাজা এবং ইসলামি যে আহকাম রয়েছে তারা তা অনুসরণ করবে। জিনদের মধ্যে মুসলিমও রয়েছে, অমুসলিমও রয়েছে, মানুষের মতোই।

প্রশ্ন :২৮৭, এশরাকের নামাজ কত রাকাত? এশরাক নামাজ পড়ার নিয়ম কী?

উত্তর :- প্রথম কথা হচ্ছে এই নামাজের রাকাত নির্দিষ্ট করা নেই। সর্বনিম্ন যে রাকাত পড়া হয়ে থাকে সেটা হলো দুই রাকাত। সুতরাং আপনি দুই রাকাত থেকে শুরু করে আট রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারবেন। কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারবেন। নফল সালাতের বিষয়ে রাকাত নির্দিষ্ট নেই। তবে নবী করিম (সা.)-এর হাদিসে এসেছে তিনি দুই রাকাত, দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন। এটি নবী করিম (সা.)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এশরাক নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে, সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে এক বর্ষা পরিমাণ উদিত মধ্যাকাশে আসার আগ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আদায় করলে এশরাকের সালাত আদায় হয়ে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে নবী করিম (সা.) সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সালাত আদায় করতেন না। নবী করিম (সা.) এক বর্ষা পরিমাণ অপেক্ষা করতেন। একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, বর্ষা মানে দেড় মিটারের মতো, আবার কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এক মিটারের মতো। এটি সময়ের সঙ্গে পরিমাপ করলে দাঁড়ায়, সূর্য উদিত হওয়ার ১০ থেকে ১২ মিনিট পর শুরু হয়। এটি যেহেতু নফল নামাজ, সেহেতু আপনি অন্য নামাজের মতোই দুই রাকাত করে আদায় করে নেবেন। এটার জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। এই নামাজের আলাদা কোনো নিয়ত নেই। শুধু আল্লাহ্ আকবার বলে শুরু করবেন।

**প্রশ্ন :২৮৮, নামাজে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা মেলানো হয়, তা কি সুন্নত না ওয়াজিব? সুরা ফাতিহার সঙ্গে যে অন্য সুরা মেলানো হয়, তা পড়তে ভুলে গেলে কি সিজদাহ সাহ্ দিতে হবে?**

**উত্তর :-** নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা মেলানো হয়, তা সুন্নত না ওয়াজিব, সে বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এটাকে সুন্নাহ বলেছেন। আর একদল ওলামায়ে কেরাম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন এবং যদি এটা ছুটে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সিজদাহ সাহ্ দিতে হবে। আমরা যদি নবী করিম (সা.)-এর হাদিসগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, নবী করিম (সা.) শুধু মাত্র সুরা ফাতিহার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু সুরা ফাতিহা ছাড়া অতিরিক্ত তিলাওয়াতের ব্যাপারে রাসুল (সা.) বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করেননি, তাই এর বাধ্যবাধকতা বা অপরিহার্যতার বিষয়টি সুস্পষ্ট সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। তাই এ ক্ষেত্রে এটি সুন্নাহ হওয়ার বিষয়টি যুক্তিসম্মত এবং দলিলভিত্তিক। তাই যদি কেউ এটা সুন্নাহ মনে করে থাকেন, তাহলে কোনো কারণে ছুটে গেলে তাকে সিজদাহ সাহ্ দিতে হবে না।

**প্রশ্ন :২৮৯, পবিত্র কোরআনে সুরা লোকমানে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম, এখানে কার প্রতি জুলুম বোঝানো হয়েছে?**

**উত্তর :-** পবিত্র কোরআনুল কারিমে সুরা লোকমানে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে অনেক বড় জুলুম।

এটা কার প্রতি জুলুম বোঝানো হয়েছে? এটা পুরো মাখলুকাতের প্রতি জুলুম বোঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ তায়ালার হকের প্রতি জুলুম। এটা আপনার প্রতি জুলুম। তাই এই জুলুম এত মহা যে, যে বিষয়টি আল্লাহর হকের সঙ্গে জড়িত, এই বিষয়টি কুল মাখলুকাতের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, এই জুলুম শুধু কোনো ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত নয়, এটা আপনার প্রতি জুলুম, সমস্ত মাখলুকাতের প্রতি জুলুম, এটা আল্লাহর তায়ালার হক নষ্ট করে এর চেয়ে বড় জুলুম আর নেই। এটা আল্লাহর তায়ালার কাছে এর চেয়ে বড়, সবচেয়ে জঘন্য কবির গুনাহ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। এই গুনাহ ততক্ষণ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা পরিপূর্ণরূপে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে না আসবে এবং তওবা না করবে, সেটা হচ্ছে শিরক। এই শিরকের গুনাহ ছাড়া আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন।

**প্রশ্ন :২৯০, পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, আমি তোমাদের যে রিজিক দান করেছি তা থেকে দান করো। এখন কেউ যদি বলেন, আমি অনেক পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করেছি। এ কথা বলা কি ঠিক হবে?**

**উত্তর :-** আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক দিয়ে থাকেন। এতটুকু বোঝার জন্য আমাদের জীবনের সামান্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে, আপনার যে হাট রয়েছে, সে হাটের এক মিনিটে ৭২ বার পালস করে। এর মধ্যে যদি ৭২ বারের ভেতর একবার পালস করা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কী হবে? আমরা আর বাঁচব না। একজন রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরছে, তার মাথায় কোথায় কাজ করে না, সেটা কেউ জানে না। সুতরাং, যাঁরা বলেন আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে, পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করেছি, তাঁরা ভুল বলছেন। আপনাকে বুদ্ধি ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা আল্লাহই আপনাকে দিয়েছেন। অতএব, এ কথা আপনার ও আমার বলা জায়েজ নেই।

**প্রশ্ন :২৯১, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম কী?**

**উত্তর :-** আমাদের জীবিতদের মতো মূর্দাকে গোসল দেওয়া সম্ভব নয়। মৃত ব্যক্তির নাকে পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার সারা শরীর যতটুকু সম্ভব পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে হবে। নাকে পানি দেওয়া বা কুলি করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ বলেছেন, পেটের উপর হালকাভাবে হাত দিয়ে চাপ দিতে হবে যেন কোনো ময়লা থাকলে পরিষ্কার হয়ে যায়।

**প্রশ্ন :২৯২, সাইয়্যাদুল ইস্তেগফার কি সূর্যাস্তের আগে না মাগরিবের পরে পড়ব?**

**🖋️ উত্তর :-** সাইয়্যাদুল ইস্তেগফার সূর্যাস্তের আগে পড়া সুন্নাহ। কিন্তু যদি কেউ সূর্যাস্তের আগে পড়তে না পারেন তাহলে তিনি সূর্যাস্তের পরে পড়তে পারবেন। এটা যিনি পড়তে পারেননি তাঁর জন্য। সন্ধ্যার যে আসগার রয়েছে সেগুলোর সুন্নাহ হলো, এগুলো সূর্যাস্তের আগে পড়া।

**📌 প্রশ্ন :২৯৩, সাধারণত ছেলেসন্তানের জন্য দুটি ছাগল দিয়ে আকিকা দিতে হয়। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে কেউ যদি একটি ছাগল দিয়ে আকিকা দেয়—তাহলে কি তা আদায় হবে? অথবা একটি ছাগল প্রথমে দিল, কিছুদিন পর আরেকটি দিল—এভাবে কি আদায় হবে?**

**🖋️ উত্তর :-** হ্যাঁ, যদি সামর্থ্য না থাকার কারণে কেউ একটি ছাগল দেয় তাহলে তার আকিকা হয়ে যাবে। আর যদি দুটি একবারে দিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহলে একটি ছাগল প্রথমে দিল পরে আরেকটি দিল—সেটাও তার জন্য জায়েজ রয়েছে। দুটি দিলেও তার আকিকা হয়ে যাবে এবং একটি দিলেও আকিকা হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নাহ হচ্ছে, যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে দুটিই দিতে হবে। দুটি দেওয়া হচ্ছে নবী করিম (সা.)-এর নির্দেশনা। একটি দিলেও তার আকিকা হয়ে যাবে, যেহেতু তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহের কাজ হয়ে গেছে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ জবেহ করা হয়ে গেছে এজন্য তার আকিকাও হয়ে গেছে।

**📌 প্রশ্ন :২৯৪, আসরের নামাজ শীত বা গরমকাল যখনই হোক সাড়ে ৩টায় পড়লে হবে কি?**

**🖋️ উত্তর :-** না, এটা হবে না। এখন ওয়াত্ত জ্ঞানার জন্য অনেক ধরনের ডিভাইস রয়েছে, আমরা ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে জেনে নিতে পারি। গরমকালে কখনো কখনো সাড়ে ৩টায় হয় না। সুতরাং সাড়ে ৩টায় ওয়াত্ত নির্ধারণ করা ঠিক নয়। শীতকালে সাড়ে ৩টায় হতে পারে। সালাতের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুন্নাহর একটি সম্পর্ক রয়েছে। গরম ও শীতকালের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তন হতো। সুতরাং এখানে ব্যতিক্রম আছে, সব সময় সাড়ে ৩টায় পড়বেন এটা ঠিক হবে না।

**📌 প্রশ্ন :২৯৫, যারা হাউজে কাউসারের পানি পাবে, শুধু তারাই কি আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে?**

**🖋️ উত্তর :-** যারা কোনোদিন নবী করিম (সা.)-এর সুন্নাহর পরিপন্থি হননি, তারাই হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে। কিন্তু আরশের নিচে যারা ছায়া পাবে, তাদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সহিহ বুখারি শরিফের হাদিসের মধ্যে সাত দলের

কথা বলা হয়েছে। আরো অনেক হাদিস আছে, যেগুলোতে ১৪ দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ আরো বেশি উল্লেখ করেছেন- যারা এর ফজিলত লাভ করতে পারবে। হাউজে কাউসারের পানি এবং আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে- এই দুই দল এক নয়। হাউজে কাউসারের যারা পানি পান করবে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটাই, তারা নবী করিম (সা.)-এর অনুসরণ করতে পেরেছে এবং নিজেদের বেদাতমুক্ত করতে পেরেছে। কোনো কোনো রেওয়াতের মধ্যে এসেছে, নবী করিম (সা.)-কে যখন বলা হবে, এরা বেদাতি, রাসুল (সা.)-এর পরে দ্বীন পরিবর্তন করেছে, দ্বীন সংযোজন করেছে, তখন রাসুল (সা.) বলবেন, ‘দূর হও, দূর হও’ তাদের বিতারিত করা হবে।

**প্রশ্ন :২৯৬, যৌবনকালের ইবাদত বলতে কী বুঝায়? যৌবনকালের বয়সসীমা কত থেকে শুরু?**

**উত্তর :-** আল্লাহতায়ালার তাঁর আরশের নিচে জায়গা দেবেন সেই যুবককে, যে যুবক তাঁর যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদত করে কাটিয়েছেন। এখানে যৌবনকাল বলতে প্রাপ্তবয়স্ক থেকে আরম্ভ করে ৪০ বছর পর্যন্ত বোঝানো হয়ে থাকে। যদিও ৪০ যৌবনের শেষপ্রান্ত; তারপরও অনেকে এ বয়সের কথা বলেছেন।

**প্রশ্ন :২৯৭, পুরাতন কোরআন শরিফ যেটি সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না, সেটি কী করব?**

**উত্তর :-** উত্তম হচ্ছে সম্মানিত এই কাগজকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে যে ছাই হবে, সেই ছাই পানিতে ফেলা। তাহলে আর কোনো ধরনের অবমাননার মুখোমুখি হবেন না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা ভালো জায়গায় মাটির নিচে পুতে রাখতে পারেন। তবে মাটির নিচে আপনি পুতে রাখলেন আর হতে পারে যে সেখানে শিয়াল বা অন্য প্রাণী মাটি সরাল অথবা বৃষ্টি এসে মাটিগুলো সরে গেল, তারপর দেখা গেল যে কোরআনের পাতাগুলো পানিতে ধুয়ে সারা এলাকায় ছড়িয়ে গেল। এতে কোরআনের অবমাননা হলো।

আবার পানিতে যদি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে যে, আপনি মনে করেছেন প্রবাহিত পানি এগুলো অনেক দূরে নিয়ে যাবে কিন্তু দূরে যায়নি, কোরআনের অবমাননা হয়- এমন এক জায়গায় গিয়ে জমা হয়েছে। ফলে উত্তম হচ্ছে, এগুলো একসঙ্গে করে পুড়িয়ে ছাইগুলো পানিতে ফেলা।

**প্রশ্ন :২৯৮, বড় শিরক ও ছোট শিরক বোঝার মূলনীতি কী?**

**উত্তর :-** যে শিরকের মাধ্যমে কোনো ইবাদতকে সরাসরি গায়রুল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে শিরকে আকবর; অর্থাৎ বড় শিরক। আর যদি কোনো ইবাদত বা কোনো

আমল সরাসরি গায়রুল্লাহর জন্য যায় না কিন্তু গায়রুল্লাহর দিকে আপনার আমলকে নিয়ে যেতে পারে, এই ধরনের কাজ হলে সেটা হবে শিরকে আজগর; অর্থাৎ ছোট শিরক। এটাই হলো মৌলিক মূলনীতি।

প্রশ্ন :২৯৯, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তিনি মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পান, কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর :- এই মর্মে নবী করিম (সা.)-এর একটি হাদিস আছে যে তারা যখন চলে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের প্রস্থানের আওয়াজ শুনতে পান। তাঁর এই শোনা আর দুনিয়ার শোনার সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক নেই। এই হাদিসের মধ্যে যে শোনার কথা বলা আছে, সেই শোনাটা কোন ধরনের, সেটা কীভাবে শোনে, কীসের মাধ্যমে শোনে, তাঁকে শোনানো হয় কি না, এই মর্মে রাসুল (সা.) স্পষ্ট কোনো বক্তব্য দেননি। সুতরাং, এই হাদিসটির অর্থ হচ্ছে, এটা এমন একটা পরিস্থিতি, যাতে করে মৃত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে তাঁকে ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে। এ অবস্থার জানান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এটা শোনান। হাদিসের মধ্যে এটাই রাসুল (সা.) ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন :৩০০, মনে মনে দরুদ শরিফ পড়লে কি সওয়াব হবে?

উত্তর :- মনে মনে উচ্চারণ করছেন কিন্তু আওয়াজ করেননি, তাহলে এটাকে পড়া বলা হবে। এই ক্ষেত্রে সওয়াব অবশ্যই পাবেন। কিন্তু শব্দ হওয়াটা উত্তম। শুধু নিজে শোনা যায় এতটুকু শব্দ হলে ভালো হয়। মনে মনে বলতে আরেকটা জিনিস বোঝায় সেটা হচ্ছে, কোনো ধরনের শব্দ নেই, উচ্চারণ নেই, জিহ্বা নাড়ানো নেই, ভাবার মতো হয়, তাহলে এটাকে পড়া বলা হবে না এবং এর জন্য সওয়াব হবে না।

প্রশ্ন :৩০১, শুনেছি অজু না থাকলেও মোবাইল দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা যায়, এ কথা কি ঠিক?

উত্তর :- অজু না থাকলেও কোরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন। তবে কোরআনুল কারিম আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী, এটা কোনো সাধারণ বই নয়। এটি আল্লাহর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এর যে মর্যাদা আছে, এর আদব উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। অন্ততপক্ষে অজু অবস্থায় তিলাওয়াত করতে হবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি কোরআন তিলাওয়াত করার প্রয়োজন দেখা দেয় আর এই মুহূর্তে অজু করার তার কোনো ব্যবস্থাও নেই, তাহলে তিনি অজু ছাড়াও কোরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতে পারবেন। এই অবস্থায় তাঁর

জন্য কোরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ রয়েছে, এই মর্মে একদল ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন।

এর পরের মাসয়ালা হলো, মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইসের মধ্যে কোরআনুল কারিম থাকলে তিলাওয়াত অজু ছাড়া করা যাবে কি না। কোরআনুল কারিম তিলাওয়াতের মূল বিষয়টি অজুর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, অজু করাই হলো আদব। কোরআন যদি ডিভাইসের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই ডিভাইস স্পর্শ করার জন্য অজু করা আপনার জন্য শর্ত নয়। তিলাওয়াতে জন্য অজু করা অবশ্যই সুন্নাহ।

**প্রশ্ন : ৩০২, ঈদের নামাজ নারী বা পুরুষ বাড়িতে পড়তে পারবে কি? যদি কোনো সমস্যা থাকে, বাড়িতে পড়লে নামাজ হবে কি?**

**উত্তর :-** যদি কোনো সমস্যা থাকে, বা কোনো পরিস্থিতির কারণে তিনি যদি ঈদগাহে না যেতে পারেন, তাহলে বাসায় পড়তে পারবেন। কিন্তু এ ছাড়া ঈদের নামাজ বাসায় পড়ার বিধান নেই। ঈদের নামাজ বাড়িতে পড়ার বিষয় নয়। তাহলে তো আর ঈদের সালাতের কোনো মূল্যই থাকল না। ঈদগাহের প্রয়োজন হলো না। ঈদের সালাতেরও কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তাহলে ঈদের মর্যাদাই তাহলে হারিয়ে যাবে। তবে, সমস্যার কারণে বাড়িতে পড়তে চাইলে তিনি পড়তে পারবেন।

**প্রশ্ন : ৩০৩, শবে কদর পাওয়ার অনুভূতি কেমন হয়? কীভাবে বুঝব আমি শবে কদর পেয়েছি?**

**উত্তর :-** শবে কদর যদি কোনো ব্যক্তি সত্যিকারভাবে পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর আল্লাহর কাছে দোয়া করার সুযোগ হয়। তাঁর মধ্যে একটা মানসিক প্রশান্তি আসবে। যেহেতু এই রাতে আল্লাহ এক দল ফেরেশতাকে পৃথিবীতে পাঠান। যার পরিমাণ একটি হাদিসে আছে, এই পৃথিবীতে যত ধূলিকণা আছে তার চেয়ে বেশি। ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা শান্তির আবহ নিয়ে আসবে। ফলে এটা তিনি বুঝতে পারবেন। তাঁর মনেই একটা শান্তি কাজ করবে। তখন তিনি বুঝবেন যে তিনি লাইলাতুল কদর পেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, এই রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারবেন, দোয়া করতে পারবেন। তিনি মানসিকভাবে ও চেতনাগত দিক থেকেই প্রশান্তি পাবেন। এটি আসলে আনুগত্যের সঙ্গে জড়িত, নিবেদনের সঙ্গে জড়িত। এটা উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্ন :৩০৪, আমার প্রশ্ন হলো, শবে কদরের নামাজ আমি কীভাবে পড়ব? সুন্নত নাকি নফল হবে এই নামাজের নিয়ত?

উত্তর :- শবে কদরের জন্য বিশেষ কোনো নামাজ নেই। এর জন্য আলাদা কোনো নামাজ পড়তে হয় না। আপনি সন্ধ্যা বেলা থেকে শেষ রাত পর্যন্ত দুই রাকাত, দুই রাকাত করে পড়তে থাকবেন। একেবারে ফজর আজান পর্যন্ত নফল নামাজ আপনি পড়তে পারেন। যতটুকু আপনার দ্বারা সম্ভব হয় ততটুকু পড়ার চেষ্টা করুন। এটাই হচ্ছে শবে কদরের ইবাদত। এটাই শবে কদরের নামাজ। এটার নিয়ত আপনি নফলও করতে পারেন। আবার সুন্নতও করতে পারেন। এর মধ্যে কোনো প্রার্থক্য নেই।

প্রশ্ন :৩০৫, আমি আমার ভাই-বোনকে ঈদের সময় জাকাতের একটা অংশ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি তাদের বলি না এটা যে জাকাতের অংশ। এটা কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে দিলে কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর :- না জানিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া সহীহ নয়। কারণ আত্মীয়-স্বজনরা যদি জাকাত নেওয়ার উপযুক্ত না হয় তাহলে সরাসরি ফকির-মিসকিনদের জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা তো ফকির নয়। সেক্ষেত্রে আপনি তাদের না জানিয়ে জাকাত দেওয়াটা শুদ্ধ নয়। আপনি তাদের না জানিয়ে জাকাত দিয়ে ফকির হিসেবে ট্রিট করাটাও ঠিক হয়নি। এটা চেতনার সঙ্গো যায় না। এটা উচিত হয়নি।

প্রশ্ন :৩০৬,রোজার দিনে সেহরি খেয়ে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কয়েল জ্বালাই। ওই কয়েলের ধোঁয়া যদি নাকে বা মুখে ঢুকে যায়, তাহলে কি রোজার কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর :- সরাসরি ধোঁয়া যদি আপনার মুখে বা নাকে না ঢুকে, মানে বাতাস থেকে ঢুকে তাহলে আপনার রোজা নষ্ট হবে না। আপনার রোজা মাকরুহ হবে না। কিন্তু, আপনি নিজে কাছ থেকে নাক বা মুখ দিয়ে ধোঁয়া নিলে আপনার সিয়াম মাকরুহ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে রোজা নষ্টও হতে পারে। কিন্তু, পরিবেশ বা বাতাস থেকে ধোঁয়া এলে আপনার রোজার কোনো ক্ষতি হবে না।

উত্তর প্রদানে ডঃ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি  
performer/পরিচালনায় rasikulindia

Pdf book: <https://rasikulindia.blogspot.com/>

আসসালামু আলাইকুম সন্মানিত ভিজিটর বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন ❶ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-❷ এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের Software যেমন, School Management Software, Billing Software, Website Software, Hardware (Computer) Repair/Format

❸ Mobile Software সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ❹ আমাদের যোগাযোগ নং- ❶ 9775094205 ❷ 8317851731